LTC Lakemba Travel Centre
**Amer Yassine**
Manager
Lakemba Travel Centre
8/61-67 Haldon Street
Lakemba NSW 2195
Sydney, Australia
P +61 29750 5000
F +61 2950 5500
e info@lakembatravel.com.au
w www.lakembatravel.com.au


# সুপ্রভাত সিডনি™

The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Suprovat Sydney

Suprovat Sydney, March-2022, Volume-14, No-03 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com


**Your family Chemist**
BASSAM DIAB, B.Pharm. M.P.S.
*Agent for Diabetes Australia *Health care Monitoring machinery *Blood Pressure Machine, Blood Glucose Machine *Huge collection of perfumes and other cosmetics
*We have experienced and professional phamacists
90 years of Chemist Ecperience
New branch in Punchbowl
Open now, Address: 757 Punchbowl Road, Punchbowl, NSW 2195, Tel: 0297902377
62 Haldon street, Lakemba Nsw 2195, Ph: 0297591013

# ‘ন্যায্যমূল্যের’ পণ্যের পেছনে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান ‘বড়লোক’ আমজনতার নাভিশ্বাস

রিপোর্ট ৩-এর পৃষ্ঠায়

## সূচিপত্র


জোকস অফ দা ইয়ার! ০২
Condolence and Prayer for Dr Qazi Ashfaq Ahmad 04
মাদার অব ডেমোক্রেসি’ খেতাব পেলেন বেগম খালেদা জিয়া ০৫
সাদা প্রলাপে বিতর্কিত মন্যুমেন্ট ০৫
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনিতে শঙ্কিত মানবজাতি! ০৬
রাসূলুল্লাহ সাঃ এর সঠিক-সুন্নাহকে মান্য-করার প্রয়োজনীয়তা ১০
বাংলাদেশী দূতাবাস: ভোগান্তির অপর নাম! ১১
বাঙালির আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ১২
ইসরা ও মিরাজ ১৯

সুপ্রভাত সিডনি®
সত্যের সাথে সব সময়
Trade Marked & Registered by Australian Government
ACN- 600 352 716 ABN- 93 600 352 716
Registration: BN 98533502
TM:1391330
Bangladesh Community Leading Newspaper In Australia

Suprovat Sydney Family

Legal Advisor: **Mr Hamad Zreika** (Special Counsel)

Editor in Chief: **Md Abdullah Yousuf**
Editor: **Dr Faroque Amin**
Special Division Editor: **Ahmed Raju**
Distribution: **Arif Rahman**
Webmaster: **Golam Mostafa**
Assist Webmaster: **Mahmud chowdhury**
Graphic Designer: **Mizanur Rahman**
Composer: **Sumon Islam**
Delivery: **Apostolo**

**Reporter**
**Habib Hasan, Abul Bashar, Dr Fakir Munshi, Javed kawser, Iqbal Mahmud**

**SStv Live Streaming**
**Noman Masum**

**Address**
**P.O Box- 398, Lakemba, NSW 2195, Australia.**

**MBL: 0423 031 546**

**E-mail**
**suprovat.ceo@gmail.com**

**Bank Details**
**Suprovat Sydney, BSB: 032 065 A/C 247 887**

**Like Us On Facebook**
**www.facebook.com/suprovatpage**
**Tweet : @SuprovatSydney**

ফেব্রুয়ারী মাসের একদম শেষের দিকে এসে রাশিয়া তার পার্শ্ববর্তী দেশ ইউক্রেনকে আক্রমণ করেছে। ২৬ ফেব্রুয়ারী তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়া এই আক্রমণের কয়েকমাস আগে থেকেই এই অঞ্চলে উত্তেজনা বিরাজমান ছিলো। পাল্টাপাল্টি বক্তব্য এবং হুমকিতে আমেরিকার সাথে যোগ দিয়েছিলো ফ্রান্স ও ব্রিটেন সহ বেশ কয়েকটি ইউরোপিয়ান দেশ। তবে এই সংঘাতের পটভূমি আরও অনেক পুরনো। নব্বই এর দশকে রাশিয়ান ফেডারেশন ভেঙে যাওয়ার পর ইউক্রেন আলাদা দেশ হয়ে গেলেও রাশিয়ার যেসব মানুষ পুরনো গর্বের স্মৃতিচারণ করে সেই পরাশক্তির যুগে ফিরে যেতে চায়, রাশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট পুতিন তাদেরই একজন। বিগত ত্রিশ বছর সময়কালে ইউক্রেনের সব মানুষ স্বাধীন ও পৃথক দেশ হওয়ার বিষয়টিও মেনে নেয়নি। ইউক্রেনের বিপুল সংখ্যক মানুষ, বিশেষ করে পুর্ব ইউক্রেনের মানুষরা এখনো প্রধানত রুশ ভাষাভাষী এবং তারা রাশিয়ার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককেই প্রাধান্য দেয়। অন্যদিকে দেশটির পশ্চিম অংশের মানুষ রুশবিদ্বেষী এবং পশ্চিমা দেশ বা ইউরোপের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে তারা প্রাধান্য দেয়।

নিজেদের আভ্যন্তরীণ এই বিভক্তির ফলে রাশিয়া এবং ইউরোপিয়ান দেশগুলো নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে সবসময়েই ইউক্রেনের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে এসেছে। ২০১৪ সালে পশ্চিমা দেশগুলোর প্রত্যক্ষ সমর্থনে পশ্চিমাপন্থী ইউক্রেনিয়ানরা দেশটির গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে পশ্চিমের অনুগত একটি সরকারকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে। স্বাভাবিকভাবেই এরপর থেকে প্রতিবেশী দেশে পশ্চিমের এহেন নিরংকুশ নিয়ন্ত্রণকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন তার নিজের দেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে নেয় এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন ধরণের সামরিক অভিযানের মাধ্যমে রাশিয়ান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যায়। ঐ বছর থেকেই পুর্ব ইউক্রেনের দনবাস অঞ্চলে দনেৎস্ক এবং লুহানস্ক প্রদেশে রাশিয়া দুটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে যার বিরুদ্ধে পশ্চিমা সামরিক সমর্থন নিয়ে ইউক্রেন ধারাবাহিকভাবে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলো। এর পরিণতিতেই শেষপর্যন্ত পুতিন এই ফেব্রুয়ারীতে এসে ইউক্রেনে সর্বাত্মক সামরিক অভিযান শুরু করে।

রাশিয়ার এই অভিযানকে অনেকেই মনে করছেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুচনার ঘটনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরাজয় ও অপমানের পর হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সময় আধিপত্যবাদী নাৎসী জার্মানী যেভাবে পোল্যান্ড দখলের মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে নানা দেশে আক্রমণের মাধ্যমে বিশ্বযুদ্ধ শুরু করেছিলো, অনেক পর্যবেক্ষকের মতে বর্তমানে রাশিয়ার এই আধিপত্যবাদী আক্রমণ ইউক্রেনের পর পার্শ্ববর্তী নানা দেশ, যে দেশগুলো একসময় রাশিয়ান ফেডারেশনের অংশ ছিলো, সেসব দেশেও বিস্তৃত হবে এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এভাবেই বাস্তব হয়ে উঠতে যাচ্ছে। তবে পার্থক্য হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে পারমাণবিক বোমা ছিলো কেবল আমেরিকার হাতে এবং জাপানে সেই বোমার প্রয়োগের মাধ্যমে তারা বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত করতে পেরেছিলো কিন্তু এখন রাশিয়া সহ আরো অনেক দেশের হাতেই পারমাণবিক বোমা রয়েছে।

রাশিয়া যদি নিজেদের অস্তিত্বকে হুমকির সম্মুখীন বিবেচনা করে পারমাণবিক আক্রমণ চালায়, তার পরিণতিতে এই পৃথিবীর অনেক অঞ্চলই বিরানভূমিকে পরিণত হবে যেখানে আগামী দশ হাজার বছর আর মানুষ বসবাস করতে পারবে না, হয়তো মুহূর্তে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষ এবং বিকলাঙ্গ হয়ে ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকবে আরো বিলিয়ন মানুষ। এই ভয়াবহ পরিণতি কোন পক্ষই এখন চায় না। এ কারণে যদিও বড় বড় শক্তিগুলো দুই পক্ষে বিভক্ত হয়ে গেছে, রাশিয়ার পক্ষ নিয়ে ভারত ও চীন জাতিসংঘে নিন্দাপ্রস্তাবে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছে, তথাপি আমেরিকা সহ পশ্চিমা দেশগুলো এখনো এই সংঘর্ষে সরাসরি যুক্ত হয়নি। তবে ঘোলাটে পরিস্থিতি থেকে যতটুকু বুঝা যাচ্ছে পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর মাধ্যমে এবং গোপনে তারা ইউক্রেনকে পর্যাপ্ত সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে বিপুল সামরিক শক্তির অধিকারী রাশিয়া পূর্ণ সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে বেশ কয়েকদিন হয়ে গেলেও এখনো পুরো ইউক্রেন দখল করে নিতে ব্যর্থ হয়েছে।

আগামী এক বা দুই সপ্তাহে কি হতে যাচ্ছে তা অনুমান করা এখনো কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তবে পৃথিবীর কোন মানুষই চায়না আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হোক যেখানে কোটি কোটি মানুষ মৃত্যুবরণ করবে। ইউক্রেনের এই ঘটনা থেকে হাজার হাজার মাইল দুরত্বের আরেক মহাদেশের ক্ষুদ্র এবং আপাত গুরুত্বহীন দেশ বাংলাদেশের শিক্ষা নেয়ার পর্যাপ্ত বিষয় রয়েছে। বাংলাদেশের মানুষও আভ্যন্তরীনভাবে দ্বিধাবিভক্ত এবং পারস্পরিক বিদ্বেষে জর্জরিত। বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিদেশী প্রভুদের হস্তক্ষেপ এবং গুরুত্ব প্রচুর। বর্তমান ফ্যাসিবাদী সরকার স্বাধীনতার পক্ষের ও বিপক্ষের নাম দিয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদী বিভেদ ছড়িয়ে পুরো দেশকে সংক্ষুব্ধ করে রেখেছে। যদিও দেশের বেশিরভাগ মানুষ নিঃসন্দেহে চায় স্বাধীন আত্মসম্মান নিয়ে তাদের রাজনৈতিক অধিকার বজায় থাকুক, তথাপি দেশের তথাকথিত শিক্ষিত ও সাংস্কৃতিক সমাজের বড় একটা অংশই পার্শ্ববর্তী দেশের মানসিক দাসত্বে নিজেদেরকে সমর্পণ করে দিয়েছে। এই বিভক্তি ও সংঘাতের পরিণতিতে বাংলাদেশেও হয়তো কোন এক সময় এ ধরণের সামরিক আগ্রাসন চালাতে পারে পাশের আধিপত্যবাদী শক্তি। পুতিনে অখন্ড মাদার রাশিয়ার স্বপ্নের সাথে তাল মিলিয়ে পাশের দেশটির অনেক আধিপত্যবাদী সন্ত্রাসীরা ইতিমধ্যেই সেই অখন্ড ভারতমাতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রচারণা শুরু করে দিয়েছে। ভবিষ্যতই বলে দেবে এই দেশের মানুষ কি পারবে তাদের অপরিসীম সংগ্রামের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতাকে মূল্যায়ণ এবং রক্ষা করতে, না কি তারা আবারও মালিক জমিদারবাবুদের গোলামীর জিঞ্জির ঘাড়ে তুলে নেবে।

**সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট**

# জোকস অফ দা ইয়ার!

দুর্নীতি ও মানুষ খুনের দায়ে যাকে উন্নত বিশ্বের প্রভাবশালী দেশ প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে-সেই তথাকথিত পুলিশ প্রধানকে সামান্য বালিশ বা বিছানার চাদর ক্রয় করতে জার্মান পাঠাচ্ছে -এটা বছরের সেরা কৌতুক বলে সকলে একমত। বাংলাদেশ পুলিশের এতো বদনাম, যারা ভাড়ায় নিরীহ মানুষ খুন করে. গুম করে, ক্রস ফায়ারের নাটক করে জনগণের আস্থার জায়গা থেকে অনেক আগেই সরে গেছে। পুলিশের প্রতি বাংলাদেশের মানুষের বিন্দু মাত্র ভরসা নেই -কারণ রক্ষকই ভক্ষক। অন্যায় -অত্যাচার ও জুলুমের এক কঠিন উদাহরণ হচ্ছে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী। দেশের প্রচলিত কোনো আইনের প্রতি তাদের নেই নূন্যতম শ্রদ্ধাবোধ। আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সন্ত্রাস টিকিয়ে রেখে সেখান থেকে ফায়দা লুটছে এ লুটতরাজ পুলিশ বাহিনী। দুশ্চরিত্রবান, অসৎ ও আন্ডার মেট্রিক পুলিশদেরকে দিয়ে সরকারও দলীয় ফায়দা লুটছে। ইদানিং পুলিশের সন্ত্রাসে জনজীবন অতিষ্ঠ। সেই সন্ত্রাসী পুলিশদেরকে উৎসাহিত করছে বর্তমান বিতর্কিত অবৈধ সরকার। যার ফলশ্রুতিতে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরকে মাঝে মাঝে বিভিন্ন অজুহাতে রাষ্ট্রীয় খরচে "প্লেজার ট্রিপ" দিয়ে খুশি রাখার চেষ্টা করছে। বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে সরকারি খরচে হলিডে করাচ্ছে।

সম্প্রতি দুর্নীতিবাজ ও বিতর্কিত পুলিশ প্রধানকে জার্মান পাঠাচ্ছে বেড কভার ও বালিশের কাভার আনার জন্য -যা অত্যন্ত দুঃখজনক। পুলিশ এমন কোন জন্তু, যার জন্য জার্মান থেকে বিছানা ও বালিশের কভার আনতে হবে ? দেশের মানুষের সম্পদ যথেচ্ছা তসরূপ বা দেশের সম্পদ ধ্বংসের এ নব্য কৌশলে সচেতন নাগরিক আজ অতিষ্ঠ। যে দেশে বেশির ভাগ মানুষ তিনবেলা খেতে পারেনা। যে দেশে কুকুর ও মানুষ একসাথে ঘুমায় রাস্তায় সে দেশের আবার পুলিশ ? সেই পুলিশের আবার বিছানা চাদর আনতে দেশের বাইরে যেতে হবে ? এ যেন গরিবের ঘোড়া রোগ।

বর্তমান বিশ্বে মনে হচ্ছে এ প্রথম -পুলিশ প্রধান যাচ্ছে বিছানার চাদরের রং তামাশা দেখতে। দেশের বাইরে এমনিতেই আমাদের অবস্থান অসম্ভব নাজুক, তারপর রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা এ ধরনের ক্লাউনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে আমাদেরকেও ক্লাউনের সারিতে বিবেচনা করবে বই কি ! বর্তমান সরকারের আমলে আমাদের দেশের গার্মেন্টস ইন্ড্রাস্ট্রিজ বিরাট হুমকির মুখে। শুরু থেকেই এ সরকার চায়নি দেশের গার্মেন্টস শিল্প উন্নত হউক। পাশের দেশের দাদাদের অতিরিক্ত চাপে বাধ্য হয়েই দেশের গার্মেন্টস ইন্ড্রাস্ট্রিজ কৌশলে ধ্বংস করে দাদাদের হাতে বিশ্বের দরবারে গার্মেন্টস ইন্ড্রাস্ট্রিজ সপেঁ দিয়েছে। এইতো সেদিন, ঢাকার কোন এক রেস্তনরোঁয় জঙ্গি নাটকের আড়ালে বিশ্বের বড় বড় ক্রেতাদেরকে ডেকে নিয়ে হত্যা করেছে। খুব সাজানো নাটক মঞ্চস্থ করছে একের পর এক -এ বিশেষ নাটক পুলিশ দিয়ে কার্যকর করেছে সরকার। ওই দিনের হত্যা কাণ্ডে বাংলাদেশের গার্মেন্টস ইন্ড্রাস্ট্রিজ আবারো মুখ থুবড়ে পড়েছে। এ ঘটনার পরই দাদাদের পণ্য সারা বিশ্বের বাজার দখল করে নিয়েছে যা ছিল বাংলাদেশের অধীনে। একের পর এক গার্মেন্টস গুলোতে আগুন লাগিয়েছে -মানুষ পুড়ে মারার প্রতিযোগিতা করেছে সরকার। কোনো প্রতিকার বা জবাবদিহিতা নেই -কোনো ইনসিডেন্ট ঘটলে সরকার বড় জোর একটি তদন্ত কমিটি করে দেন-ব্যাস কাজ শেষ !

একের পর এক গার্মেন্টস ইন্ড্রাস্ট্রিজের উপর সরকারের ধামাকা আসলে ব্যবসায়ীদের মনবল পুরোটাই ভেঙ্গে দিয়েছে। সরকার এ ক্ষেত্রেও পুরো ব্যর্থ। দেশের গার্মেন্টস ইন্ড্রাস্ট্রিজের এমন একটি ভঙ্গুর পরিস্থিতিতে সরকার তাদেরকে উৎসাহিত করা খুব জরুরি। দেশের পণ্য কিভাবে দেশের বাইরের বাজারে প্রবেশ করানো যায় -সে দিকে সরকারের কোনো মাথা ব্যথা নেই। দেশের বাইরে দেশের পণ্য কিভাবে মার্কেটিং করা যায় -এ নিয়ে দেশ থেকে কাউকে বিদেশে পাঠাচ্ছে না।

দেশে এতোগুলো গার্মেন্টস ইন্ড্রাস্ট্রিজ সচল থাকার পরও দেশের বাইরে পুলিশের পণ্য কিনতে কেন যেতে হবে ? এতে দেশের গার্মেন্টস ইন্ড্রাস্ট্রিজ মালিকরা যেমন নিরুৎসাহিত হচ্ছে ঠিক তেমনি বহিঃ বিশ্বের ক্রেতারাও বুঝে যাচ্ছে যে -বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্প বলতে কিছুই নেই -যারা সামান্য পুলিশের পণ্যের জন্য সুদূর জার্মানের দারস্থ হয়। বিদেশের ক্রেতারা এ ধরনের রিপোর্ট দেখে বাংলাদেশে গার্মেন্টসের পণ্য অর্ডার দেবে বলে মনে হয় ? মোটেও না ! এ প্রশ্নে যে কেউ বলবেন-এটা বছরের সেরা কৌতুক!

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

# ‘ন্যায্যমূল্যের’ পণ্যের পেছনে উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান ‘বড়লোক’ আমজনতার নাভিশ্বাস

**ড. ফারুক আমিন**

গত নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান সুনামগঞ্জ জেলা আইনশৃংখলা কমিটির সভায় বক্তব্যে বলেন, “করোনার কারণে আমরা কিছুটা পিছিয়েছি, আমাদের ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু আমরা পুষিয়ে নেবো। তবে ইতিমধ্যে আমাদের মাথাপিছু আয়ও বেড়েছে। আড়াই হাজার ডলার ছাড়িয়ে যাচ্ছে। শনৈ শনৈ বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাত পোহালেই আয় বাড়ছে বাংলাদেশের, আমরা টেরই পাচ্ছি না। আমরা অজান্তেই বড়লোক হয়ে যাচ্ছি।”

আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়েই তাদের উন্নয়নের গল্প গলা ফুলিয়ে চিতকার করে শোনাতে সিদ্ধহস্ত। কোন অপরাধী যখন তার বেপরোয়া মনোভাবের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছে যায় তখন সে উচ্চস্বরে নিজের অপরাধকেই ভালো কাজ হিসেবে সাব্যস্ত করে এবং অন্যদেরকে বরং দোষী হিসেবে প্রচার করে যায়। দুর্নীতি ও চুরির মাঝে গলা পর্যন্ত ডুবে থেকে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে সে কাজটিই করছে। নিজেদেরকে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির ঠিকাদার সাব্যস্ত করে তারা বিগত এক যুগেরও বেশি ক্ষমতা জবরদখল করে প্রথম কিছু বছর দোষ চাপিয়েছে আগের সরকারগুলোর উপর। এখন তারা একদিকে দাবী করে যাচ্ছে দেশের মানুষ ‘অজান্তেই বড়লোক হয়ে যাচ্ছে’, আবার যখন পরিস্থিতি সামাল দেয়া সম্ভব হয় না বরং উৎকট দারিদ্রতা ঠেলে বেরিয়ে আসছে, তখন দোষ চাপাচ্ছে সাধারন জনতার উপর। এই ফেব্রুয়ারী মাঝামাঝি জার্মানীর মিউনিখে এক আন্তর্জাতিক সিকিউরিটি কনফারেন্সে বাংলাদেশেরই পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ.কে. আবদুল মোমেন তার বক্তব্যে বলেন, “অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকে বাংলাদেশ ভালো করছে এবং এর ফলে সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্খা বেড়ে গেছে। তারা উন্নত জীবনের জন্য আরও বেশি সুযোগ সুবিধা চায়। কিন্তু সরকারের কাছে টাকা নাই, প্রযুক্তি নাই। চীন এখন অনেক টাকার প্রস্তাব নিয়ে আসছে। জাপান অনেক সাহায্য করছে, ভারত অনেক সাহায্য করছে। কিন্তু আরও জনগণের চাহিদা মেটানোর জন্য আরো টাকা দরকার।”

নিরাপত্তা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে চীনের প্রভাব বিস্তারের বিষয়টি পরোক্ষভাবে উল্লেখ করে পশ্চিমা শক্তিকে ব্ল্যাকমেইল করতে চাওয়ার এই ভিক্ষুক মনোবৃত্তির প্রকাশে তার বক্তব্যের পরপরই অন্যান্য দেশের প্রতিনিধি ও মন্ত্রীরা হাসাহাসি করতে থাকে। তবে এখানে বাংলাদেশীদের জন্য যে বিষয়টি বিবেচনা করার দাবীদার তা হলো, নির্বিচার লুটপাট চালিয়ে দেশের অর্থনীতিকে ফোকলা করে দেয়ার পর এই সরকারের মন্ত্রী এখন দোষ চাপাচ্ছে ‘জনগণের চাহিদা’র উপর।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের চাহিদা কি? তারা কি এই সরকারী মন্ত্রী, এমপি, নেতা ও সরকারী কর্মচারীদের মতো দেশের সবচেয়ে দামী জায়গাগুলোতে জমি ও প্লট, শুল্কমুক্ত ও নানা সুবিধার নামে বিলাসবহুল গাড়ি, বিশ্বের নানা দেশে বাড়ি, এপার্টমেন্ট, ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি এবং নানা দেশের ব্যাংকে গোপনে হাজার কোটি টাকা জমা রাখতে চায়? বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ চায় একটু স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে, পরিবারের মাথার উপর একটি ছাদ এবং প্রতিদিন দুইবেলা খাবারের বন্দোবস্ত করতে। তারা একই সাথে স্বাভাবিক মৃত্যুরও গ্যারান্টি চায়। সাত র‍্যাব কর্মকর্তা সহ র‍্যাব বাহিনীর উপর আমেরিকান নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা আসার পর যদিও আনুষ্ঠানিক ক্রসফায়ার বন্ধ রয়েছে, কিন্তু পুলিশ ও র‍্যাবের হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা এই দেশের মানুষে পায়নি, স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সুযোগও বাংলাদেশের মানুষ পায় না। সম্প্রতি ঢাকার একটি পত্রিকার এক রিপোর্টে পরিস্কারভাবে উঠে এসেছে দ্রব্যমূল্যের লাগামছাড়া বৃদ্ধিতে কিভাবে মধ্যবিত্তের নাভিশ্বাস উঠছে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে গিয়ে।

‘মাস চলে না ৫০ হাজারেও’ শিরোনামের এই প্রতিবেদনে সরেজমিনে পরিস্কার দেখানো হয়েছে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও খাদ্রদ্রব্যের দাম কিভাবে সাধারণ মানুষের আওতার বাইরে চলে গিয়েছে। সরকারী নানা তথ্যের সাথে বাস্তবের কোন মিল নেই, তথ্যের নামে সরকার অনবরত মিথ্যাচার করে যাচ্ছে। সরকার গলা ফুলিয়ে উন্নয়নের গল্প প্রচার করে বেড়াচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে মানুষ নিজেদের মানসম্মত খাবার কমিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। অনেকের পক্ষে সংসার চালানো আর সম্ভব হচ্ছে না, বিপুল পরিমাণ মানুষ তাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে গ্রামে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে।

বাংলাদেশে সরকারী প্রতিষ্ঠান ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশের ট্রাক সবসময়েই ট্রাকে করে কিছু সীমিত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বাজারমূল্যের চেয়ে কিছুটা কমদামে বিক্রি করে। সাধারণত অতি নিম্নবিত্ত এবং দরিদ্র মানুষরা এসব ট্রাক থেকে চাল ডাল তেল এসব কিনে সংসার চালানোর চেষ্টা করতো। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে এই ক্রেতার দল শুধুমাত্র বস্তিবাসীদের মাঝেই সীমিত নেই। বরং এখন টিসিবির ট্রাকের পেছনে নারী, পুরুষ, যুবক সহ সমাজের সব বয়সের ও সব শ্রেণীর মানুষদেরকে কিছুটা কম দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য কেনার জন্য ভীড়ের মাঝে অপেক্ষা করতে, দৌড়াতে এবং কাড়াকাড়ি করতে দেখা যাচ্ছে।

নতুন এই পরিস্থিতি দেখে সাধারণ মানুষ প্রশ্ন করতে শুরু করেছে, টিসিবির ট্রাকে বিক্রি করা পণ্যের দাম যদি ‘নায্যমুল্য’ হয় তাহলে বাজারে অনায্যমূল্য চালু রাখার জন্য এবং দ্রব্যমূল্যের লাগামছাড়া উর্ধ্বগতির জন্য দায়ী কে? যদিও সকলেই জানে উৎপাদনের পর থেকে বাজার পর্যন্ত এসে পৌছানোর প্রতিটি স্তরে সরকারদলীয় স্থানীয় নেতাকর্মী নামের মাফিয়া দুর্বৃত্ত এবং সরকারের লাইসেন্সধারী দুর্বৃত্তবাহিনী পুলিশকে চাঁদা দিতে দিতে শেষপর্যন্ত যে মূল্য দাঁড়ায় তা সাধারণ মানুষের আওতার বাইরে চলে গিয়েছে। কিন্তু এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের কোন উদ্যোগ কিংবা সদিচ্ছা নেই। কারণ নিজেদের মাফিয়া সদস্যরাই তাদেরকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রেখেছে। এই কারণে সেই মাফিয়ার নিম্ন থেকে উচ্চ পর্যায়ের প্রতিটি সদস্যের চাহিদা মেটানো তাদের কাছে জনগণের চাহিদা মেটানোর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণেই বর্তমানে অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা পর্যন্ত বলতে বাধ্য হচ্ছেন, “একমাত্র লুটপাটকারী লোকজন ছাড়া সমাজের সর্বস্তরের মানুষ খারাপ আছে।”

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে বিগত পঞ্চাশ বছরে যতবারই আওয়ামী লীগ ক্ষমতা দখল করেছে, ততবারই এই দুর্বৃত্ত দলটির সীমাহীন ডাকাতি ও লুটপাটের ফলে দেশের অর্থনীতি ফোকলা হয়ে গিয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশ শুধুমাত্র দাঁড়িয়ে আছে প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিটেন্স এবং দেশের দরিদ্র ও বঞ্চিত গার্মেন্টস শ্রমিকদের উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে। এই সীমিত সম্পদের দেশটির প্রচুর সম্ভাবনা থাকলেও লুটপাট করা রাজনৈতিক নেতারা সেই সকল সম্ভাবনাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে। এক সময় বাংলাদেশের কাতারে থাকা ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, কম্বোডিয়ার মতো দেশগুলো স্বনির্ভর ও প্রায় উন্নত দেশে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে দেশকে সিঙ্গাপুর, কানাডা, সুইজারল্যান্ড বানানোর গল্প শুনিয়ে এবং মিথ্যা মধ্যআয়ের দেশে পরিণত হওয়ার ধোঁকাবাজি করে এই রাজনীতিবিদরাই সাধারণ বাংলাদেশীদেরকে টিসিবির ট্রাকের পেছনে দৌড়াতে পাঠিয়ে দিয়েছে। তেল, গ্যাস সহ সকল সরকারী সেবাখাতের মূল্য ইচ্ছামতো বৃদ্ধি করে কিংবা বিদেশ থেকে আগত প্রবাসীদের কাছে থেকে চাঁদা নেয়ার মতো ডাকাতি করেও তাদের সীমাহীন লোভের ঝুলি এখন ভরছে না, পেনশন স্কীম এই স্কীম সেই স্কীম ইত্যাদি চালুর নামে সাধারণ মানুষের সীমিত সঞ্চয়ের উপর লোলুপ দৃষ্টি দিচ্ছে এই দখলদার লুটেরার দল।

চলমান দুর্নীতি ও লুটপাট বাংলাদেশে এতোটাই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে নিরুপায় জনগণ যে কোন পরিমাণের ও মাত্রার দুর্নীতিকেও মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। ফ্যাসিবাদের নানা কৌশলের সামনে পর্যদুস্ত বিরোধী দলের নিস্ক্রিয়তার ফলে জনগণের মাঝে তিলে তিলে টিকে থাকার জন্য কেবল ব্যস্ত থাকা ছাড়া আর কোন উপায় এবং ইচ্ছা অবশিষ্ট নেই। কিছুদিন আগে বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চোর ও দুর্নীতিবাজ এবং প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান ও আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের মাঝে জার্মান কোম্পানীকে কাজ দেয়ার ক্ষেত্রে কমিশনের হাজার কোটি টাকা বাটোয়ারা সংক্রান্ত আলোচনার ফোনালাপ ফাঁস হয়ে গেলেও তারা নির্বিকার ও নির্বিবাদেই তাদের লুটপাট চালিয়ে যাচ্ছে। দুর্নীতির পরিস্কার এবং অকাট্য প্রমাণেও এদেশে এখন তথাকথিত ‘মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি’র কোন সমস্যা হয় না। অন্যদিকে ভুয়া ও মিথ্যা দুর্নীতির মামলা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকারী ও স্বাধীনতার ঘোষকের স্ত্রী এবং অবিসংবাদিত গণতান্ত্রিক নেত্রীকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হয়।

ঐতিহাসিকভাবেই প্রমাণিত বাস্তবতা হলো এই ধরণের যথেচ্ছা লুটপাটের ভুক্তভোগী হয় দেশের অর্থনীতি এবং সাধারণ মানুষ। আওয়ামী লীগের প্রথম শাসনামলের ফলে সৃষ্ট চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের কথা এই দেশের মানুষের স্মৃতি থেকে হারিয়ে গিয়েছিলো। সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশের জন্য যখন সারা পৃথিবীর নানা দেশ সাহায্য পাঠিয়েছিলো, সেই বিপুল পরিমাণ সম্পদ লুটপাট করে এবং বিদেশে পাচার করে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা সে সময় আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ বনে গিয়েছিলো কিন্তু তার পরিণতিতে এই দেশের সাধারণ নারী বাসন্তীদেরকে লজ্জা নিবারণের জন্য মাছ ধরার জাল দিয়ে শরীর ঢাকতে হয়েছিলো। সামান্য ভাতের ফেন না পেয়ে রাস্তাঘাটে লাশ হয়ে পড়েছিলো অসংখ্য বনী আদম। সেই দুর্ভিক্ষের সময়েও সোনার সিংহাসনে বসে বিপুল বিলাসব্যসনে নিজের সন্তানদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা করেছিলো তখনকার শাসক। নিজ সন্তানদেরকে বিদেশে পাঠিয়েছিলো রাষ্ট্রের সম্পদ খরচ করে। সেই একই ধারাবাহিকতার অন্ধচক্র থেকে বাংলাদেশ আজও বেরুতে পারেনি। আরেকটি দুর্ভিক্ষের আশংকায় ইতিমধ্যেই নীরব দুর্ভিক্ষের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে পুরো দেশ। সামনেই আসছে পবিত্র রমজান মাস। সারা পৃথিবীর দেশগুলোতে রমজানে যখন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের দাম কমিয়ে একটি স্বচ্ছল অর্থনৈতিক পরিবেশ দেখা যায়, বাংলাদেশে ঠিক তার উল্টো। রমজানে প্রতিটি প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়ে যাওয়া বাংলাদেশে একটি স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চলতি অবস্থার উপর বাড়তি বোঝা হিসেবে যখন রমজানের মূল্যবৃদ্ধির এই অভিশাপ যুক্ত হবে, তার অনিবার্য পরিণতিতে টিসিবির ট্রাকের পেছনে দৌড়ানো মানুষের ভীড়ের আকার হয়তো আরও বাড়তে থাকতে। যারা এখনো কোনরকমে দোকান থেকে জিনিস ক্রয় করে টিকে আছেন, তাদেরকেও হয়তো ট্রাকের পেছনে দৌড়াতে হবে। চলমান লুটপাট ও দুর্নীতির লাগাম টানা না হলে লঙ্গরখানা এবং ভাতের ফেনই হলো বাংলাদেশের অসহায় আমজনতার দুঃখজনক ও করুণ ভবিষ্যত।

# Condolence and Prayer for Dr Qazi Ashfaq Ahmad by Suprovat Sydney Members

With heavy hearts, the members of Suprovat Sydney family mourn the passing away of Dr Qazi Ashfaq Ahmad, a community icon and a great Muslim scholar in Australia. Dr Ahmad breathed his last at 11 am on 10 February 2022 in Liverpool Hospital Sydney at the age of 91. Innalillahi wa Inna Ilaihi Rajiun.

Qazi Ashfaq Ahmad was born in Eastern UP, India in 1030. He had an outstanding record as a student and an academic. He studied and worked in several universities in India, USA, Australia and Papua New Guinea. He played a significant role in establishing various community organisations and institutions in Australia. Dr Qazi Ashfaq Ahmed started a community newspaper, Australasian Muslim Times (AMUST) and left this legacy administered by his worthy son Zia Ahmad. As a leading Bengali-Australian community newspaper, Suprovat Sydney acknowledges the great work of Dr Ahmad in the sector of community journalism. We pray to Almighty Allah to accept his good deeds, forgive his soul and grant him the Jannah in the hereafter. We also pray to Allah so that He may grant patience to his family members and enable them to continue his good deeds for the community and the greater Muslim population in Australia.

Muslim Lawn
KEMPS CREEK MEMORIAL PARK
সিডনিবাসীদের জন্য কবর অতি স্বল্প মূল্যে!
ব্ল্যাকটাউন থেকে মাত্র ২৫ মিনিট ও ওবার্ন থেকে ৩৫ মিনিট দুরুত্ব
সিঙ্গেল এবং ডাবল কবর এর ব্যবস্থা
Kemps Creek Memorial Park has a dedicated lawn for the Muslim community with peaceful rural vistas.
Located only 25 minutes' drive from Blacktown and 35 minutes from Auburn.
Single and double burial graves available
Part of the local community
Suprovat Sydney Copy Right Protected
Kemps Creek Memorial Park
For further information please contact:
Call us on 0209826 2273 from 8.30am-7pm
www.kempscreekcemetery.com.au

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper I সত্যের সাথে সব সময়

# ‘মাদার অব ডেমোক্রেসি’ খেতাব পেলেন বেগম খালেদা জিয়া

**সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট**

কানাডিয়ান হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন কতৃক বিএনপির চেয়ারপারসন আপোষহীন নেতা বেগম খালেদা জিয়া যে দুটি পদক পেয়েছেন তা হস্তান্তর করা হয়েছে। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর আগে ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ দুপুরে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই পদকপ্রাপ্তির খবর জানান।

তিনি আরো জানান, কানাডিয়ান হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (সিএইচআরআইও) কর্তৃক বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে ২০১৮ সালে ‘মাদার অব ডেমোক্রেসি’ এবং ২০১৯ সালে ‘ডেমোক্রেসি হিরো’ অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করেন।

বিএনপি মহাসচিব আরও বলেন, ‘তিনি (খালেদা জিয়া) যে এখনো গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্যে কারাবরণ করছেন, অসুস্থাবস্থায় গৃহবন্দি আছেন— এসব কারণে এই প্রতিষ্ঠানটি দেশনেত্রীকে এ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেছে। কানাডিয়ান হাইকমিশনও এখানে এটাকে এনডোর্স করেছে।’

# সাদা প্রলেপে বিতর্কিত মন্যুমেন্ট

**সুপ্রভাত সিডনি রেপোর্ট**

সিডনির বেলমোরে বানানো কিম্ভূতাকিমার্ মন্যুমেন্ট নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। কমিউনিটির বেশিরভাগ লোকের অপছন্দ এ তথাকথিত শহীদ মিনারটি শুরু থেকেই বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। বেশিরভাগ মানুষ এটিকে শহীদ মিনার হিসেবে মানতে রাজী নয়। বর্তমানে আবারো সকলের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিনত হয়েছে।

কে বা কারা এ মন্যুমেন্টের গায়ে সাদা রং লাগিয়ে দিয়েছে যা নাকি ইদানিং ফেসবুকে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। বিতর্কিত এ শহীদ মিনারের উদ্যোক্তারা এখনো কোনো অফিসিয়ালি বক্তব্য দেয়নি কেন , এ নিয়ে কমিউনিটিতে কানাঘুষার শেষ নেই।

প্রবাসে এ ধরনের বিতর্কিত কারনে একদিকে জাতি হিসেবে আমাদের সুনাম নষ্ঠ হয় -আরেকদিকে শহীদ মিনারের প্রতিও অমর্যাদা প্রকাশিত হচ্ছে বলে বেশিরভাগ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ মনে করেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রবাসী বাঙালি বলেন, শহীদ মিনার যদি কথা বলতে পারতো

-তবে বলতো: কিরে! আমারে নিয়া তোরা কি শুরু করেছিস? একবার কিম্ভূতাকিমার পেঙ্গুইন বানাইয়া আমার মান ইজ্জত খাইছোস! আবার আমারে কমিউনিটির বেশিরভাগ মানুষের গালমন্দ খাওয়ানের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করেছিস! একগুরুপ আইস্যা আমার গায়ে সাদা রং মাখে আবার আরেক গুরুপ আইস্যা আমারে গরম পানি মারে পরিষ্কার করানোর জন্য! কি শুরু হইলো আমারে লইয়া! আমারে মাফ কইরা দেওন যায়না? হুদাই মানুষ কয়, বাঙালি যে রাস্তায় যায় -হে রাস্তায় বান্দর ও যায় না!

RPL SUPPORT

Convert your work experiences into qualification

- CPC40110 Certificate IV Building and Construction (Building)
- CPC50210 Diploma of Building and Construction (Building)
- CPC30611 Certificate III in Painting and Decorating

Many other qualifications .....

For more Information:
0423031546
achrr1440@gmail.com

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, March-2022
Year-14


# তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনিতে শঙ্কিত মানবজাতি!

**সাইফুল্লাহ খালিদ, সিডনি**

বিশ্ব কি এখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বার প্রান্তে? রাশিয়ার সাথে ইউক্রেনের সংঘাতের তীব্রতা যতো বৃদ্ধী পাচ্ছিলো, আমেরিকার নেতৃত্বে ন্যাটো জোটের হম্বিতম্বিও ততো বেশী শোনা যাচ্ছিল। এর ফলে বিশ্বের সুপার পাওয়ার খ্যাত জাতিগুলোর মধ্যে বিভেদটা খুব সুস্পষ্ট হয়ে উঠে আসে বিশ্ব পরিমন্ডলে। একদিকে আমেরিকার নেতৃত্বে ইউরোপের সুপার পাওয়ার জাতিগোষ্ঠির সামরিক জোট ন্যাটো, অন্যদিকে রাশিয়া এবং তার মিত্র হিসাবে বর্তমানে আমেরিকার সুপার পাওয়ার খ্যাতিতে সব দিক দিয়ে ভাগ বসানো চীন সুস্পষ্টভাবে পরস্পরের বিপরীত অবস্থান বিশ্বকে কাপিয়ে তুলে। দ্বীতিয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা ও তার পশ্চিমা মিত্ররা মিলে যে নতুন বিশ্ব ব্যাবস্থা গড়ে তুলেছিলো, সেই বিশ্ব ব্যাবস্থা যে এখন এক চরম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন তা যেকোন বিশেষজ্ঞরাই দিবা লোকের মতো দেখতে পাচ্ছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে সবার কাছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে বলে এক ধরনের রব উঠেছিল।

তবে রাশিয়া ও ইউক্রেন সংঘাতকে কেন্দ্র করে যারা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করছেন তারা ভুল করছেন। বিশেষজ্ঞরা আরও আগে থেকেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি তৈরী হয়ে গেছে বলে আশঙ্কা করছিলেন। সেই আশঙ্কা আরও ঘনীভূত হয়ে উঠে আমেরিকার অস্বাভাবিকভাবে আফগান থেকে বের হয়ে আসাকে কেন্দ্র করে।আফগানে তালেবানদের ক্ষমতা দখল মূলতঃ সেখানে আমেরিকার নেতৃত্বে ৫৩ জাতি দ্বারা সৃষ্ট এক বিশাল মিত্র বাহিনী যারা তালেবানদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল, সেই তালেবানদের হাতেই ক্ষমতা ছেড়ে চলে আসাকে সুস্পষ্টভাবে তালেবানের কাছে মিত্র শক্তির পরাজয় হিসাবে বিশ্ব দরবারে সবার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।এর ফলে বিশ্ব রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকার প্রভাব প্রতিপত্তি দারুনভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। তার মিত্ররা তাদের উপর আর ভরসা করা যায় কি'না এ প্রশ্ন বারবার তোলা শুরু করে। ইউরোপীয় নেতাদের বিভিন্ন মঞ্চে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোন এই কথাটি পরিস্কারভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেন যে, আমেরিকার উপর নির্ভরশীল থাকার দিন এখন শেষ। আমেরিকাকে এখন আর আগের মতো বিশ্বাস করা যায়ন।

এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে উসমানীয় খেলাফতকে খন্ড বিখন্ড করে যে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ গড়ে তোলা হয়েছিল, সেই দেশগুলোর নেতারা ছিল মূলতঃ মুসলিমদের সাথে গাদ্দারী করা পাশ্চাত্যের দালাল। ফলে এই দালাল গুলো দীর্ঘকাল ধরে মুসলিমদের উপর ভরসা না করে পাশ্চাত্যের দেশগুলোকে নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করে আসছিল। তারই ধারাবাহিকতায় এখন তারা পুরোপুরিভাবে আমেরিকার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আফগানে আমেরিকা যেভাবে তাদের দোসরদের ছুড়ে ফেলে দিয়ে শুধুমাত্র নিজেদের রক্ষার নীতি অবলম্বন করেছে, তা মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘদিন ধরে টিকিয়ে রাখা মিত্রদের কাছেও আমেরিকার অবস্থানকে নড়বড়ে করে দেয়। একদিকে আমেরিকার নিজেদের এমন কোনঠাসা অবস্থা, অন্যদিকে দীর্ঘদিন পর বিশেষ করে স্নায়ুযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর বিশ্ব রাজনীতিতে আবারও রাশিয়ার আবির্ভাব আমেরিকাকে আরও অসহায় অবস্থায় ফেলে দেয়। সিরিয়ার দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আসাদ সরকারের মিত্র হিসাবে রাশিয়া যেভাবে সাহায্য, সহযোগীতা করে আসাদ সরকারকে ভঙ্গুর অবস্থা থেকে একটি শক্ত অবস্থানে এনে দিতে সক্ষম হয়েছে, আমেরিকার মিত্রদের ক্ষেত্রে আমেরিকা ঠিক তার উল্টো চিত্রটিই প্রদর্শন করেছে। তারা আরব আমিরাত ও সৌদির সাথে হুতি বিদ্রোহীদের সংঘাতকে শেষ করতে পারিনি বরং হুতি বিদ্রোহীরা দিন দিন আরও বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠে সৌদি ও আরব আমিরাতের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। একইভাবে তাদের আরেক মিত্র ইজরাইলের বিরুদ্ধে হামাস ও হিজবুল্লাহ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ইরাকে যেভাবে শান্তি আনার কথা ছিল সেখানেও দারুনভাবে ব্যার্থ হয়েছে আমেরিকা। এ সবের প্রেক্ষিতে আমেরিকার উপর তাদের মিত্রদের আস্থায় যেমন চীর ধরেছে, ঠিক তেমনিভাবে আমেরিকার প্রবল প্রতিপক্ষ চীন এবং রাশিয়া তাদের মিত্রদের কাছে দারুনভাবে আস্থার প্রতিক হয়ে উঠেছে। আমেরিকা যখন ইরাক, আফগান, সিরিয়া, লেবাননের ব্যাপক সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিল তখন আমেরিকার প্রধান দুই প্রতিপক্ষ রাশিয়া এবং চীন বিশ্ব সমস্যা থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখে নিজেদের ঘর গোছানোর কাজটা খুব ভালোভাবেই সম্পন্ন করে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। বিষয়টি বুঝতে পেরে আমেরিকা যখন চীনের দিকে সমস্ত মনোযোগ দিতে মধ্যপ্রাচ্য নীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে চীন ঠেকাও নীতেতে অগ্রসর হচ্ছে তখন চীন আমেরিকার মিত্রদের পাশে দাড়িয়ে আমেরিকার শুন্য স্থান পুরন করতে শুরু করেছে। চীনের বেল্ট এন্ড রোড পলিসির বিস্তার এখন ইউরোপ, দক্ষিন আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়াসহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের এই বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভের অংশ এখন আমেরিকার শত্রু এবং মিত্র উভয়েই। তারা যেমন আমেরিকার শত্রু ইরানকে এর অংশে যুক্ত করেছে ঠিক তেমনিভাবে আমেরিকার দীর্ঘদিনের মিত্র পাকিস্থান এখন এই ইনিশিয়েটিভের গুরুত্বপূর্ণ মিত্র। আমেরিকা আফগান ছাড়ার আগেই চীন তালেবানকে এই চুক্তির আওতায় এনে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। ফলে বিশ্বের যেখান থেকেই আমেরিকার প্রভাব খর্ব হচ্ছে সেখানেই চীনের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার সুস্পষ্ট আলামত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। শুধু তাই নয় আমেরিকার দীর্ঘদিনের মিত্র মধ্যপ্রাচ্যের দুই দেশ সৌদি আরব ও আরব আমিরাত মূলতঃ আমেরিকার এই ব্যার্থতাকে অনুধাবন করে চীনের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং তাদের দীর্ঘদিনের শত্রু বলে পরিচিত ইরান, হিজবুল্লাহ, হুতি, হামাস ও তুরস্কের সাথে চীর শত্রুতা ভুলে স্বাভাবিক সম্পর্ক তৈরী করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এভাবে বিশ্ব দরবারে আমেরিকা ও তাদের ইউরোপীয় মিত্রদের প্রভাব প্রতিপত্তি থেকে তাদের প্রতিপক্ষ চীন ও রাশিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তি অবিশ্বাস্যভাবে এবং দ্রুততার সাথে বৃদ্ধী পাচ্ছে।

সামরিক শক্তির দিক থেকে আমেরিকান বাজেট এখনও বিশ্বের সবার উপরে থাকলেও নতুন নতুন অস্ত্র তৈরীর সক্ষমতায় চীন ও রাশিয়া এখন তাদেরকে বার বার টেক্কা দিচ্ছে। হাইপারসোনিক মিসাইলে এখন সবার চেয়ে এগিয়ে রাশিয়া আর তারপরেই রয়েছে চীন। অথচ বেশ কয়েকবার চেষ্টার পরও হাইপারসোনিক মিসাইলের সফল পরীক্ষা চালাতে এখন পর্যন্ত সক্ষম হয়নি আমেরিকা। কিছুদিন আগে চীন এমন এক ক্ষেপনাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে যা আমেরিকার সমর বিশারদদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। তাদের কলিজাতে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে। এই হাইপারসোনিক ক্ষেপনাস্ত্র চীন পৃথিবী থেকে নয় বরং মহাকাশ ষ্টেশন থেকে চালাতে সক্ষম হবে এবং এটি পৃথিবীর কক্ষপথ ঘুরে নির্দিষ্ট জায়গায় যেয়ে আঘাত হানতে সক্ষম হবে। ফলে আমেরিকার আলাস্কায় থাকা আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যাবস্থা এই মিজাইলের আঘাত কোনভাবেই ঠেকাতে সক্ষম হবেনা। এই ক্ষেপনাস্ত্রের জন্য বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন,এখন যদি আমেরিকা এবং চীনের যুদ্ধ বেধে যায় তাহলে চীন জয়ী হবে, কারণ চীনের এই ক্ষেপনাস্ত্র ঠেকানোর মতো কোন প্রযুক্তি এখন বিশ্বের কোন শক্তির কাছে নেই। এভাবে সামরিক, অর্থনৈতিক ও বৈশ্বয়িক প্রভাবে প্রবল ক্ষমতাধর আমেরিকা বারবার পর্যদুস্থ হচ্ছে।

রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও এখন আমেরিকা ও তাদের মিত্রদের থেকে প্রতিপক্ষ রাশিয়া,চীন ও তাদের মিত্ররা এগিয়ে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ও তুরস্কের প্রেসিডেন্ট হাফিজ এরদোগানের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা আমেরিকা ও তাদের মিত্রদের সম্মিলিত সকল নেতাদের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক বেশী। তুরস্ক যদিও ন্যাটো ভুক্ত দেশ কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই তাদেরকে ইউরোপীয় ইউনিয়নে যুক্ত করা হয়নি। ফলে তুরস্ক তার সুবিধা মতো কখনও পাশ্চাত্যের সাথে কখনও রাশিয়া ও চীনের সাথে সমন্বয় করে চলেছে। ফলে পশ্চিমারা তুরস্ককে এখন আর আগের মতো বন্ধু মনে করতে পারছেনা। এই তিন নেতার মধ্যে পুতিন ক্ষমতায় এসেছেন ২০০০ সালে। সে হিসাবে তার ক্ষমতার বয়স ২২ বছর। শুধু তাই নয়, তিনি সংবিধান সংশোধন করে ২০৩৬ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার নিশ্চয়তা বিধান করেছেন রাষ্ট্রীয়ভাবে। একমাত্র আল্লাহর বিধান ছাড়া তার এই ক্ষমতায় টিকে থাকার আর কোন বাধা নেই। এদিকে চীনের প্রেসিডেন্ট ক্ষমতায় আছেন ২০১২ থেকে। অর্থাৎ ইতিমধ্যে তার ক্ষমতার মেয়াদ ১০ বছর পূর্ণ হয়েছে এবং সংবিধান সংশোধন করে তিনি আজীবন ক্ষমতায় থাকার আইন তৈরী করেছেন। এরদোয়ান ক্ষমতায় আছেন ২০০২ থেকে। সে হিসাবে তিনি ক্ষমতায় আছেন প্রায় ২০ বছর। ফলে আমেরিকা ও তার পাশ্চাত্য মিত্ররা কুটনৈতিক চালে এতোদিন যেভাবে সফলতা দেখিয়েছিল, রাজনৈতিক মাঠে তাদের প্রতিপক্ষ এই তিন ঝানু রাজনৈতিক খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে তারা তেমন কোন সুবিধা আদায়ে সক্ষম হচ্ছেনা। বিশেষ করে আমেরিকা ও ইউরোপের নেতা পরিবর্তনে আগে যেমন জাতিয় নীতির পরিবর্তনে খুব একটা সমস্যা দেখা দিতোনা, এখন সে চিত্রটিও অনেকটা ফিকে হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে ট্রাম্প ক্ষমতায় এসে ইরানের সাথের চুক্তি যেভাবে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছিলেন, সেই চুক্তি নবায়ন করতে যেয়ে, ইরানের কাছে যথেষ্ট নাকানী চুবানী খেতে হচ্ছে আমেরিকা ও তার পাশ্চাত্য মিত্রদের। ফলে অবস্থা এখন দাড়িয়েছে দ্বীতিয় বিশ্বযুদ্ধের সেই ক্রান্তিকালে।

দ্বীতিয় বিশ্বযুদ্ধের ক্রান্তিকালে বিশাল ক্ষমতাধর ব্রিটিশ সম্রাজ্য যাদের সম্রাজ্যে সূর্য ডুবতোনা বলে অহংকার করা হতো সেই সম্রাজ্য ছিল পতনের দ্বার প্রান্তে। ফ্রান্সের শক্তিও শেষ হতে চলেছিলো আর অন্যদিকে উঠে এসেছিলো জার্মানি এবং জাপানের ন্যায় জাতিগুলো। ফলে যুদ্ধ হয়ে উঠেছিলো অনিবার্য। কিন্তু এই যুদ্ধকে জাতিতে জাতিতে সীমাবদ্ধ রাখলে বৃটিশ ও ফ্রেঞ্চদের জন্য পরাজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তাদের চেষ্টা ছিল এটাকে মহাযুদ্ধ বা বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত করে অন্যান্ন শক্তিকে এখানে যুক্ত করা।অক্ষীয় শক্তির দুই প্রধান শক্তির দুইটি ভুল মূলতঃ এই মহাসুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিলো। জার্মানির রাশিয়া আক্রমণ ও জাপানের আমেরিকা আক্রমণের মধ্য দিয়ে এই বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া ও আমেরিকা যুক্ত হয়ে যায়। এই দুই পরাশক্তির উপর ভর করেই ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের গড়া মিত্র বাহিনী শেষ পর্যন্ত দ্বীতিয় বিশ্বযুদ্ধে জয়ী হয়। পাশ্চাত্যের এই বৈশিষ্ট্যই সবচেয়ে জঘন্য। নিজেদেরকে জয়ী করার জন্য সারা বিশ্বকে ধ্বংস করতেও তারা দ্বীধা করেনা। তাদের এই চিন্তাভাবনার জন্যই দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে মূলতঃ পাশ্চাত্যের জন্য। বিশ্বের অন্যান্ন জাতিকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলতে পাশ্চাত্যের মতো পটু আর কোন জাতি নেই। তাই আজ যখন রাশিয়া ও পাশ্চাত্য মুখোমুখি তখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বার উন্মোচন হওয়াটা কোন অস্বাভাবিক বিষয় নয় বলেই মনে হচ্ছে।

এই বিশ্বযুদ্ধের পটভুমি তৈরী করেছে মূলতঃ আমেরিকা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে।তারা সরাসরি যুক্ত না থাকলেও রাশিয়া ও চীনকে ঠেকানোর জন্য পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ অনেক পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করে। চীনকে ঠেকানোর জন্য তারা ভারত, জাপান, তাইওয়ান, হংকং, দক্ষিন কোরিয়াকে প্রতিনিয়ত উস্কানী দিয়ে যাচ্ছে এবং সেখানে নিজেদের ঘাটি তৈরী করা ও চীনা ভিতি দেখিয়ে তাদের কাছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি করে যাচ্ছে। ফলে চীনের কাছে ছোট হলেও ফিলিপাইন,মালয়েশিয়া, ইন্দোশিয়া সহ সব দেশকেই তারা উস্কানী দিয়ে চীনকে বেকায়দায় রাখতে চায়। একই পদক্ষেপ তারা নিয়েছে রাশিয়ার ক্ষেত্রে। এজন্য ২০১৪ সালে আমেরিকার মদদে যখন ইউক্রেন থেকে রাশিয়াপন্থী সরকারের পতন হয় তখন অভিজ্ঞ পুতিন সাথে সাথেই ক্রিমিয়া দখন করে ইউক্রেনকে চাপে রাখতে বাধ্য করেন। এরপর ইউক্রেনের দুইটি প্রধান প্রদেশ দোনেস্ক ও লোহানস্ক বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করেন।

*৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

# তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনিতে শঙ্কিত মানবজাতি!

*৬-এর পৃষ্ঠার পর*

কিন্তু পুতিন জানতেন এর প্রতিক্রিয়ায় পাশ্চাত্যের মিত্ররা কি কাজটি করতে পারে। তিনি এ বিষয়ে পাশ্চাত্যকে পরিস্কার মেসেজ দেন যেন তারা কোনভাবেই পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোকে ন্যাটোতে অন্তর্ভুক্ত না করেন। কারণ পুতিন পূর্বের ইতিহাস থেকে জানেন তার ইউরোপীয় প্রতিপক্ষরা এখন জানে তারা কোনভাবেই একা একা রাশিয়াকে পরাজিত করতে পারবেনা ফলে তারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে সম্মিলিত যুদ্ধে যাওয়ার যতো প্রচেষ্টা আছে তা খোলা রাখার চেষ্টা করবে। আর সেই খেলার প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে ন্যাটো। ন্যাটোর নীতিমালা অনুযায়ী ন্যাটোর কোন একটি দেশ আক্রান্ত হলে সম্মিলিতভাবে ন্যাটোর সমস্ত দেশ আক্রান্ত দেশের হয়ে যুদ্ধ করবে। পুতিন এটাকে রেড লাইন বলেছিলেন। কিন্তু আমেরিকা ও পাশ্চাত্য তুলনামূলক অল্প অভিজ্ঞ কমেডি অভিনেতা থেকে পাশ্চাত্যের মদদে প্রেসিডেন্ট হওয়া ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে গিনিপিগ হিসাবে ব্যাবহার করে রাশিয়াকে কোনঠাসা করে রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু অভিজ্ঞ পুতিন কোনঠাসা হওয়ার আগেই আক্রমণকে বেছে নিয়েছেন। যুদ্ধ শুরু হলে ইউক্রেনিয়ান প্রেসিডেন্ট বুঝতে পেরেছেন কিভাবে আমেরিকা ও পাশ্চাত্য তার সাথে গাদ্দারী করেছেন যেভাবে পোলান্ডের প্রেসিডেন্ট দ্বীতিয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে বুঝতে পেরেছিলেন তার পাশ্চাত্য মিত্ররা তার সাথে গাদ্দারী করেছে।

বিশ্ব নিয়ন্ত্রনের এই নষ্ট রাজনীতির কোন অংশকেই আমরা সমর্থন দিতে পারিনা আবার এক তরফাভাবে পাশ্চাত্যের মিডিয়ার অনুসরণে কাউকে দোষারোপও করতে পারিনা। এই নষ্ট রাজনীতিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয় ছোট ছোট ইউক্রেনের মতো জাতিগুলো আর জীবন দিয়ে প্রাশ্চিত্য করে এই সকল ছোট রাষ্ট্রের জনগণ। তাই আমরা মনেকরি আমাদের জনগণকে রাজনৈতিক সচেতন হতে হবে এবং রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে কোন একটি পক্ষে বায়াষ্ট না হয়ে ভারসম্যপূর্ণ কুটনৈতিক নীতিতে চলতে জনগণ বাধ্য করবে। না হলে ইউক্রেনের জনগণের দুর্গতি হয়তো অনেক জাতির উপরেই চেপে বসবে। আমেরিকা ঠিক একই নীতিতে তাইওয়ানকেও বিপদে ফেলবে এবং তাদের দূর্ভোগে লেজ গুটিয়ে পালাবে।সুতরাং এই নষ্ট রাজনীতি পরিহার করে আমাদের নেতারা সঠিক উপায়ে ভারসাম্যপূর্ণ কুটনীতি অব্যাহত রেখে বিশ্বকে যুদ্ধ মুক্ত রাখবে এটাই হবে আমাদের শান্তিকামী বিশ্ববাসীদের পক্ষ থেকে নেতৃবৃন্দের প্রতি আহবান। শান্তিকামী জনগণ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি নিয়ে অত্যান্ত শঙ্কিত।

# একুশের কবিতা পাঠ ও সাহিত্য আড্ডা অনুষ্ঠিত

**সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট**

একুশের কবিতা পাঠ ও সাহিত্য আড্ডা শব্দকথা প্রকাশনের উদ্যোগে গত বুধবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) বিকালে অনুষ্ঠিত হয়। হবিগঞ্জের রামকৃষ্ণ মিশন রোডের শব্দকথা কার্যালয়ে এসময় সভাপতিত্ব করেন শব্দকথা ২৪.কমের সম্পাদক ও প্রকাশক মনসুর আহমেদ।

এসময় প্রধান অতিথি ছিলেন হবিগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জাহান আরা খাতুন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রিয়জন সাহিত্য পরিষদের সভাপতি রুনা আক্তার স্বপ্না, সংগঠক মো. আব্দুল্লাহ, হবিগঞ্জ লেখক পরিষদের সদস্য সচিব এম এ ওয়াহিদ, শিক্ষক সাবিনা ইয়াছমিন। শব্দকথার বার্তা সম্পাদক আখতারুজ্জামান তরপদার জামানের সঞ্চালনায় কবিতা পাঠে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইসিটি সম্পাদক আখতার উজ্জামান সুমন।

অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করেন জাতীয় কবিতা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আবির, চারুকণ্ঠের সাধারণ সম্পাদক গৌরি রায়, কবি মো. ইশরাতুল হক অপু, কবি এম এ মালেক, কবি ইয়াসির আহমেদ, কমল বিশ্বাস, সামিয়া ইসলাম জেরিন প্রমুখ।

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

আস্‌সালামু আলাইকুম

সম্মানিত অভিবাবকগন!

আপনি কি আপনার সন্তানকে কুরআন শিখাতে আগ্রহী!!

আলহুদা অনলাইন কুরআন শিক্ষা একাডেমি

এখানে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারা অত্যন্ত যত্নসহকারে বিশুদ্ধরুপে কুরআন শিক্ষা দেওয়া হয়।
মেয়েদের জন্য মহিলা হাফেজা ও পুরুষদের জন্য রয়েছে পুরুষ হাফেজ শিক্ষক।

পরিচালনায়
হাফেজ মাওলানা মোঃ ইমাম হোসাইন ইকবাল
ইমাম, ডেসটিনি জায়া সুরাউ, ব্রুনাই।
+6738195977, +6737415977

# A Real Fishing Lifesaving Story!

There's one thing we all want from a fishing trip—to come home safely—but sometimes things go wrong. Western Australian recreational fisherman Lindsay Lankester's story demonstrates the importance of registering your distress beacon, knowing how to use your safety equipment, and storing it in a place that's easy to get to in an emergency.

Hamid had dropped his pots at a reef off the Perth coast at about 5:30 in the evening. He was heading home, taking the inside of the reef as he went. It had been a hot day of about 30 degrees. There was a 1.8-metre swell and no wind.
Without warning, Hamid's outboard propeller hit a reef and suddenly a wave picked up the back of the boat. The next thing Hamid saw was the nose of the boat being pushed under the water.

The boat rolled.
Hamid was tossed into the water but was able to swim back to the upturned hull. He could see land about two nautical miles away, but it was too far to swim without a lifejacket on. That's when Hamid remembered the EPIRB installed inside the hull.
Hamid jumped into the churning water to retrieve the EPIRB from the upturned boat. His first and second attempts at removing it failed. He sat on the upturned hull to get his breath back, and work out why the EPIRB wasn't coming free. Then he remembered—to get the EPIRB out he first had to undo the bracket securing it.

By this time it was getting dark and the swell was getting bigger and choppier.

Hamid knew the chicken was installed roughly below the passenger seat, so he grabbed onto the boat's side rail and positioned himself in line with the chicken. Diving under the boat, he had to feel his way. On his first attempt, Hamid ran out of breath, but on his second attempt he managed to release the EPIRB from its bracket.

Hamid swam out from under the boat, holding tightly onto the EPIRB. By this time it was pitch black, but luckily he had prepared well and read his EPIRB's instruction manual. 'It was so dark. I couldn't see a thing, let alone read the activation instructions. It was lucky I read the instructions when I bought the EPIRB,' Hamid later said. After activating the EPIRB Lindsay unwrapped the cord, put a number of knots in it and held on.

The AMSA Response Centre (ARC) detected hiss EPIRB at around midnight and contacted Fremantle Water Police and Volunteer Marine Rescue to task a helicopter and rescue boat to go to the scene. They also used Hamid's registration information to call his emergency contact, who confirmed he was out fishing. This information helped the ARC to organise the best rescue response. Hamid had prepared well by correctly registering his EPIRB and letting an emergency contact know where he was going.

Less than an hour after activating his EPIRB Lindsay saw the spotlight of the rescue helicopter in the distance.

'It came straight for me pretty quickly', he said. 'Within ten minutes of the helicopter being there I saw a blue light moving across the water toward me—it was the rescue boat.'

The ordeal finally ended.
'Afterwards people said to me, 'you should buy a lotto ticket, you're so lucky'. But at the end of the day I bought the EPIRB, registered it and I practiced how to use it in an emergency. I stayed with my boat, I activated the EPIRB. I'm here today because I was prepared,' Hamid said.

The ARC added that if Lindsay's EPIRB had not been GPS-enabled, they would have had a much wider search area. The GPS position allowed the ARC to pinpoint Hamid to within 120 metres very quickly.

Hamid's experience shows the importance of being prepared, no matter how experienced you are or how favourable the weather conditions. Don't muck around—get an EPIRB with GPS, register it, store it in a suitable place, and learn how to use it.

If you've got kids or crew—anyone on board—show them how to use it too. And if you've got a personal locator beacon think about attaching it to your lifejacket so it's close to hand if you need it in a hurry.

Having a registered, GPS-enabled distress beacon is a lifeline at sea for fishers and makes any search task easier for search and rescue. Find more information and register your beacon at amsa.gov.au/beacons

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper I সত্যের সাথে সব সময়


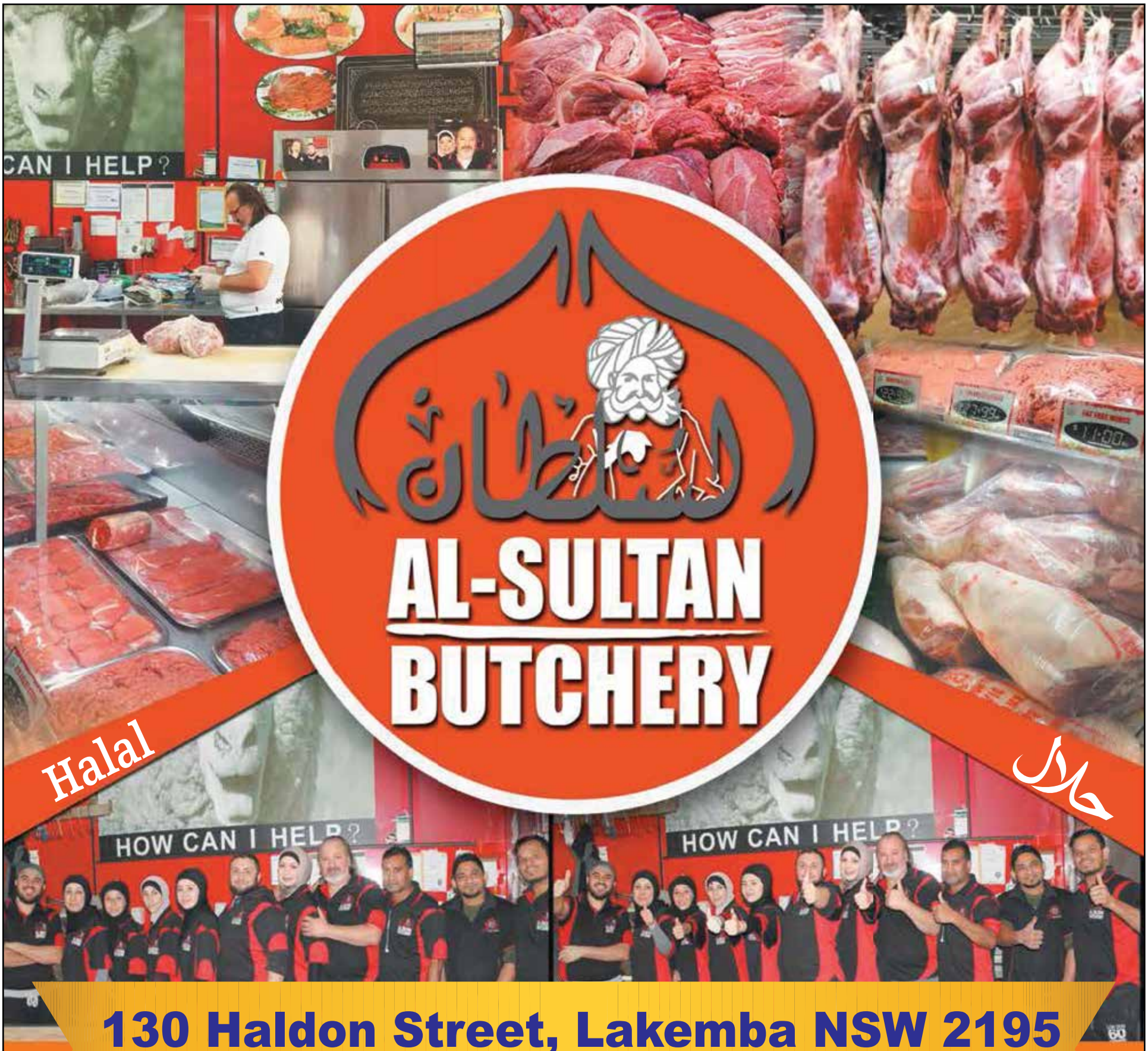


**130 Haldon Street, Lakemba NSW 2195**
**Ph: (02) 9750 4290**

- Fresh meat daily (Lamb, Beef, Goat)
- Fresh chicken Daily
- Fish & seafood
- Frozen vegetables
- Free delivery
- Competitive prices
- We don't have any other branches

Suprovat Sydney
Copy Right Protected

Haitham Morabi
Manager
0402 016 210

Mahmoud
0416 874 859

*Supplier of Finest Quality Meat*

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, March-2022
Year-14


# রাসূলুল্লাহ সাঃ এর সঠিক-সুন্নাহকে মান্য-করার প্রয়োজনীয়তা এর দলিল

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله، أما بعد:

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের মুসলিমদেরকে তথাকথিত (ভুয়া) আহলে-কোরআন গ্রুপের ফিৎনা থেকে হেফাজতে রাখুন। কেননা তারা অভিশপ্ত শয়তানের প্ররোচনায় মানব-সমাজকে শয়তানি-সমাজে পরিণত করার জন্য রাসূলের সুন্নাহকে না মেনে ইহার বিরোধিতা করে ছালাত, ছাওম (অর্থাৎ নামাজ, রোজা), হজ্ব, যাকাৎ, হিজাব, যিনা, ইত্যাদি ইসলামের মৌলিক বিষয়ের অর্থকে বিকৃত করে সত্যিকার ইসলামকে বিকৃত করার অপচেষ্টা করছে ও করতেছে!!! এটা উল্লেখ্য যে, সকল মুসলিমরাই আহলে কোরআন যেথায় (ভুয়া ব্যতীত) প্রকৃত আহলে কোরআন মুসলিমরা রাসূলের সুন্নাহর অনুসারী। কেননা পবিত্র কোরআনেই মহান আল্লাহ-তায়ালা বহু আয়াতে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সঠিক-সুন্নাহ কে অনুসরণ করতে আদেশ করেছেন, যেমন: বাকারাহ/2: 129; নেছা/4: 65, 80, 115; এমরান/3: 31-32; আরাফ/7: 157-158; হাশর/59: 7; আহযাব/33: 21, 36, 71, ইত্যাদি।

***** রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সঠিক-সুন্নাহ অমান্য-কারিদের জ্ঞাতার্থে এবং তাদের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত আয়াতে (নিসা/8: ৫৯) আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا (في أمور دينية/طبيعية) اللَّهَ (يعني القرآن) وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (يعني السنة) وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ {في أمور جَماعية (وليست في أمور شخصية) دِينية (أي طبيعية) و دُنياوية (أي مادية في مَكتَب أو مَصنَع أو مَزرَعَة أو شَرِكَة أو الخ)} فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ (يعني القرآن) وَالرَّسُولِ (يعني السنة) إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا . - سورة النساء/4: 59.

“হে মুমিনগণ তোমরা (দীনি অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিষয়ে) আল্লাহকে (অর্থাৎ কোরআনকে) আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রাসুলকে (অর্থাৎ রাসূলের সুন্নাহকে) ও তোমাদের আমীরদেরকে {অর্থাৎ নেতাদেরকে বা দায়িত্বশীলদেরকে (শুধু সম্মিলিত/collective বিষয়ে , কিন্তু ব্যক্তিগত/personal বিষয়ে নয়)}; অতঃপর কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিবাদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহর (কোরআনের) ও রাসূলের (সুন্নাহর) নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান এনে থাক। (আল্লাহকে অর্থাৎ কোরআনকে অনুসরণ ও আনুগত্য করা বিষয়ে) সেটি হলো ভালো ও সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। (তাই কোরআন, সুন্নাহ ও আমীর এর আনুগত্য করাই হলো এ আয়াতে আল্লাহর এ আদেশের আনুগত্য করা অর্থাৎ আল্লাহকে বা কোরআনকে আনুগত্য করা)}-।” -(নিসা/৪: ৫৯)

এ আয়াতে আল্লাহকে আনুগত্য করার অর্থ হচ্ছে কোরআনকে আনুগত্য করা এবং রাসূলকে আনুগত্য করার অর্থ হচ্ছে রাসূলের সঠিক-সুন্নাহর আনুগত্য করা।

যদি বলা হয় কোরআনের আদেশ বা বিধানের আনুগত্যই হলো রাসূলের আদেশের আনুগত্য করা; তাহলে এ আয়াতে সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ উলিল-আমরের অর্থাৎ ইমামদের, আমীরদের, নেতাদের বা দায়িত্বশীলদের আদেশের বা বিধানের আনুগত্য করার যে আদেশ দিয়েছেন, তা কি নেতাদের বা দায়িত্বশীলদের প্রদত্ত আদেশ, বিধান বা নিয়ম-নীতিকে পরিত্যাগ করে শুধু কুরআনের বিধানকে মান্য করলেই হবে?!! কক্ষনো নয়। বরং এ আয়াতে আমীরদের, নেতাদের অর্থাৎ দায়িত্বশীলদের হুকুমকে-ও বা বিধানকে-ও আনুগত্য করার আদেশ করা হয়েছে যদি না সে হুকুম বা বিধান কোরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী না হয়, যা এ আয়াতের শেষাংশ فإن تنازعتم .... এর মাধ্যমে সুস্পষ্ট।

এ ছাড়া, এখানে রাসুলকে আনুগত্য করাকে আল্লাহকে আনুগত্য করা হতে ভিন্ন শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে; অথচ আমীরদেরকে আনুগত্য করার আদেশ ও রাসুলকে আনুগত্য করার আদেশ একই আনুগত্য বা এতায়াত শব্দের মাধ্যমে করা হয়েছে। এ দ্বারাও প্রমানিত যে, রাসুলুল্লাহ সাঃ ও আমীরদেরকে আনুগত্য বা এতায়াত করার বিষয় এবং আল্লাহকে আনুগত্য বা এতায়াত করার বিষয় এক নয় বরং পার্থক্য রয়েছে। তা হলো: আল্লাহকে মান্য করার অর্থ কোরআনকে মান্য করা, অন্যদিকে রাসুলুল্লাহ সাঃ কে মান্য করার অর্থ হলো তাঁর সঠিক-সুন্নাহকে মান্য করা, এবং আমীরদেরকে মান্য করার অর্থ হলো সামাজিক-সাংগঠনিক উন্নয়ন এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আমীরদের বা দায়িত্বশীলদের প্রদত্ত নিয়ম নীতি মান্য করা যদি তা কোরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী না হয়।

এ ছাড়াও, কোরআনের সকল বিধান কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলিমের জন্য মান্য করা ফরজ। কিন্তু এখন তো আমাদের সম্মুখে রাসুলুল্লাহ সাঃ নেই, তাই রাসূলের সঠিক-সুন্নাহ মান্য করা ব্যতীত কি-ভাবে আমরা রাসুলকে মান্য বা আনুগত্য করে আল্লাহর এ আয়াতের আদেশকে মান্য করব?!

অতএব, রাসুলুল্লাহ সাঃ এর ইন্তেকালের পর রাসূলের আনুগত্য করার একমাত্র উপায় হচ্ছে হাদীছ, তাফসির, তারিখ ও (হাদিস-সংকলন এর) পুর্বের ইমামদের মাধ্যমে প্রাপ্ত ও সংগৃহীত রাসূলের সঠিক-সুন্নাহর আনুগত্য করা; অন্যথায় এ কোরআনকে মান্য করা হবে না বিধায় সত্যকে গোপন-কারি কাফির হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে !!!

কাজেই, এ আয়াত প্রমাণ করে যে, আল্লাহর বিধান-কুরআন ও রাসূলের বিধান-সুন্নাহ এর সাথে এমনকি আমীরদের-ও (অর্থাৎ নেতাদের বা দায়িত্বশীলদের-ও) বিধান দেয়ার ক্ষমতা রয়েছে যা আল্লাহ্ নিজেই প্রদান করেছেন, কিন্তু শর্ত হলো সে বিধান বা আইন যেন আল্লাহর কোরআন ও রাসূলের সুন্নাহ এর সাথে সাংঘর্ষিক বা বহির্ভূত না হয়; এবং এ আয়াতে অন্যদেরকে সে বিধান মান্য করতে আদেশ দিয়ে ফরজ করে দেয়া হয়েছে।

অতএব কোরআন, সুন্নাহ ও আমীরদের (অর্থাৎ দায়িত্বশীলদের) আদেশ ও বিধান মান্য করার অর্থ হলো আল্লাহর আদেশ বা বিধান অর্থাৎ কোরআনকেই মান্য করা।

পবিত্র কোরআনে অন্যত্র সূরা নিসার ১১৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَ مَن يُّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدٰى وَ يَتَّبِع غَيرَ سَبِيلِ المُؤمِنِينَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَ نُصلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَ سَآءَت مَصِيرًا. -(نساء\4: 115).

“আর যে ব্যক্তি তার জন্য হিদায়াত (অর্থাৎ কোরআন ও ইহার বিধান) প্রকাশ হওয়ার পর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে (অর্থাৎ কোরআন-অনুসারে রাসূলের প্রাকটিক্যাল জীবনাদর্শ সুন্নাহ أسوة حسنة না মেনে, তার প্রাকটিক্যাল প্রদর্শিত সুন্নাহর বিরুদ্ধাচরণ করে) এবং মুমিনদের-পথের (অর্থাৎ পূর্ববর্তী মুমিন-মুত্তাকীগণ বা সালফে-সালেহীনগণ ও বর্তমান মুমিন-মুত্তাকীগণ এর পথের যা শুধু কুরআনের পথের ছিলনা ও নয়, বরং কোরআন এবং সুন্নাহ এর পথের ছিল; তাই যে কেউই সে পথের) বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফেরাবো যেদিকে সে ফিরে (অর্থাৎ আমি তাকে সহ সকল-মানুষকে ফ্রীডোম দেয়ার কারণে, তাকে কোরআন-সুন্নাহ বিরোধী অন্যায় পথে ছেড়ে দিব يمدهم في طغيانهم), এবং (সে ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায় পথ বেছে নেয়ার কারণে,) তাকে প্রবেশ করাবো জাহান্নামে। আর আবাস হিসেবে সে (জাহান্নাম) টি খুবই মন্দ।” -(নিসা/4: 115)।

এ আয়াতেও এটি স্পষ্ট যে এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের মৃত্যুর পর পরকালের চিরস্থায়ী-জীবনে জাহান্নামের কঠোর শাস্তি হতে বেঁচে থেকে অনন্ত অনাবিল জান্নাতের সুখ পেতে হলে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর প্র্যাকটিক্যাল জীবনাদর্শ কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে এ ক্ষণস্থায়ী পরিক্ষার-জীবনকে পরিচালনা করা একান্ত প্রয়োজন।

উল্লেখ্য এ আয়াতের মধ্যে মুমিন-মুত্তাকিদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণকে জাহান্নামীদের পথ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে; এবং এটা সুস্পষ্ট ও জ্ঞাত যে পূর্ববর্তী কোনো মুমিন-মত্তাকীগনই অর্থাৎ কোনো সালফে-সালেহীনই রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সঠিক-সুন্নাহর বিপরীতে অন্যপন্থায় জীবন পরিচালনা করেননি, যেমনিভাবে বর্তমান কোনো মুমিন-মুত্তাকিগনও করেন না।

তবে যদিও সত্যিকার মুমিন-মুত্তাকীনদের মধ্যে এমনকি রাসূলের ছাহাবাদের মধ্যেও রাসূলের সময়েই {যেমন বনি-কুরাইজায় পৌঁছে নামাজের ব্যাখ্যায়, (মুসলিম: 69/1770) : أَنْ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ} রাসূলের সঠিক-সুন্নাহ বুঝতে, নির্ধারণে বা ইজতেহাদে এবং সে বুঝ বা ইজতেহাদ অনুযায়ী মান্য করার মধ্যে ইখতেলাফ বা মতবিরোধ ছিল ও আছে (যেথায় মুমিন-মুত্তাকিদের ভুল ইজতেহাদেও তাদের জন্য রয়েছে এক ছাওয়াব), কিন্তু কেউ-ই রাসূলের সঠিক-সুন্নাহ অনুসরণের বিরোধিতা করেননি ও করেননা এবং রাসূলের সুন্নাহ পরিপন্থী জীবন-যাপন করেননি ও করেননা।

কাজেই কেউ যদি সর্বজ্ঞাতা আল্লাহর ঘোষিত মুমিন-মুত্তাকিদের সুন্নাহ-অনুসরণের পথের বিপরীতে জাহান্নামিদের পথের অনুসরণ করে, তবে আল্লাহ তাকে তার মৃত পর্যন্ত সময় দিয়ে তার পথে ছেড়ে দিয়েছেন -{نوله ما تولى ونصله جهنم (নিসা/4:115) এবং يمدهم في طغيانهم (বাকারা/2:15)}। কিন্তু যদি সে মৃত্যুর পূর্বে ক্ষমা-প্রার্থনা করে খাঁটি তাওবা করে, তবে পরম করুণাময় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে জান্নাতের অধিবাসী করবেন, ইনশাআল্লাহ।

পবিত্র কোরআনে অন্যত্র (বাকারাহ/2: 129) আল্লাহ বলেন: رَبَّنَا وَ ابعَث فِيهِم رَسُولًا مِّنهُم يَتلُوا عَلَيهِم اٰيٰتِکَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الکِتٰبَ وَ الحِکمَةَ وَ يُزَکِّيهِم ؕ اِنَّکَ اَنتَ العَزِيزُ الحَکِيمُ. -(بقرة/2: 129).

“(হযরত ইব্রাহিম ও ইসমাইল আঃ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন:) হে আমাদের রব, তাদের মধ্যে তাদের থেকে (অর্থাৎ ইব্রাহিম-ইসমাইল আঃ এর বংশধর থেকে) একজন রাসূল প্রেরণ করুন (যিনি পরবর্তীতে 570 খৃষ্টাব্দে জন্ম ও প্রেরিত হয়েছিলেন তাদের মধ্য থেকে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব হিসেবে), যিনি তাদের প্রতি আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে এবং তাদেরকে কিতাব (অর্থাৎ আল্লাহর-কোরআন) ও হিকমাহ (অর্থাৎ রাসূলের-সুন্নাহ যা কোরআনকে প্রাকটিক্যাল ভাবে অনুসরণের জন্য আল্লাহ-প্রদত্ত বিশেষ-জ্ঞান বা বিজ্ঞতা) শিক্ষা দিবে আর তাদেরকে পবিত্র করবে (তাদের অজ্ঞতা, মূর্খতা, বিশৃঙ্খলতা, দুশ্চরিত্রতা, নফসের-পূজা, অন্যদের-পূজা বা পূর্ব-পুরুষদের ও বড়দের পূজা অর্থাৎ শির্ক, ইত্যাদি হতে)। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়’। -(বাকারাহ/2: 129)।

এ আয়াতেও সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাঃ কে আল্লাহর কিতাব কোরআন ও কোরআনকে প্রাকটিক্যাল ভাবে অনুসরণের জন্য বিশেষ-জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সুন্নাহ শিক্ষা দেয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

অতএব উল্লেখিত আয়াত সমূহ স্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করে যে, পবিত্র-কোরআন সহ রাসূলের-সুন্নাহ কে মান্য ও অনুসরণ করাই হচ্ছে কোরআনকে মান্য ও অনুসরণ করা। সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থাৎ নিজের মন-পূজা করে রাসুলের সঠিক-সুন্নাহ কে মান্য ও অনুসরণ না করলে আল্লাহর-কোরআনকে মান্য করা হবেনা, বিধায় (মন-পূজা করার কারণে) তা হবে শির্ক ও আল্লাহর অবাধ্যতা বা নাফরমানি, যার পরিণতি হলো চিরস্থায়ী জাহান্নাম !!! (معاذ الله)।

***চলবে***

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

# বাংলাদেশী দূতাবাস: ভোগান্তির অপর নাম!

**সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট**

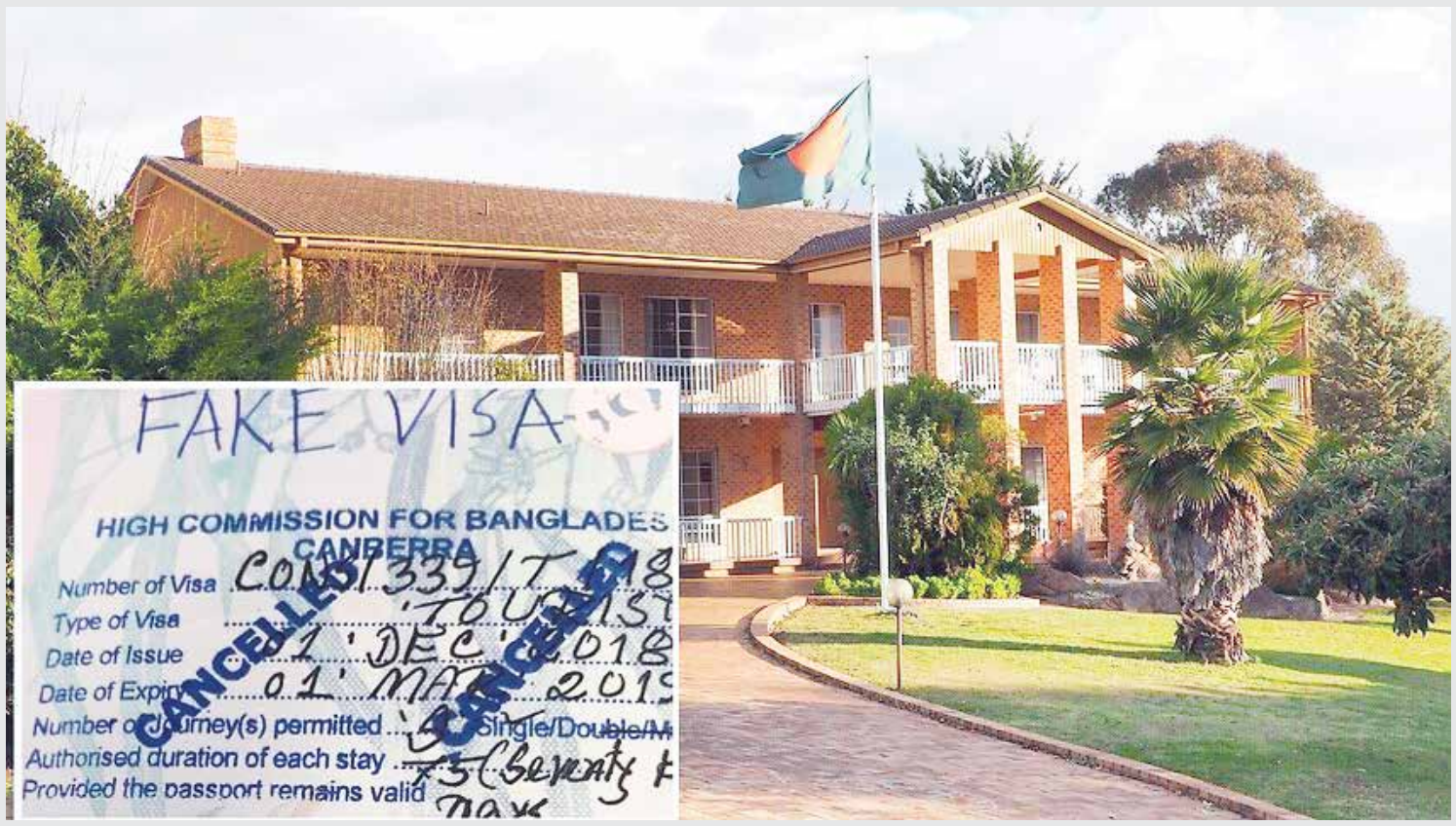


'বাংলাদেশ দূতাবাস নয় এ যেন গোয়াল ঘর' এ মন্তব্য করেছেন অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী জনৈক প্রবীণ কমিউনিটি লীডার। কথাগুলো কেন বলেছেন, তার ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। প্রবাসে বাংলাদেশ দূতাবাস বা মিশনগুলোর লাগামহীন অপকর্ম, অলসতা ও অযোগ্যতা প্রমাণ করে আমাদের দেশের দূতাবাসগুলোর বেহাল অবস্থা। এতে করে দেশের ভাবমূর্তি যেমন ক্ষুন্ন হচ্ছে তেমনি নিরীহ জনসাধারণ প্রকৃত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

প্রতিটি বাংলাদেশী মিশনগুলোতে সরকারি মদদপুষ্ট বা দলীয় ব্যানারের অথর্ব -অপদার্থ লোকগুলোকে বিদেশী মিশনগুলোতে চালান দেন বলে একটি কথা চালু আছে। তারা দেশীয় কায়দায় মিশনগুলো চালিত করে দূর্নাম কামিয়ে প্রবাসের মাটিতে দেশের ভাব মূর্তি ধূলিস্যাৎ করছে। প্রবাসে বসে সারাক্ষণ নিজেদের ধান্ধা ছাড়া জনগণের সেবা দেবার কোনো চিন্তা ভাবনা বা চেষ্টা নেই। প্রবাসে বসবাসরত সকল বাংলাদেশিরা জানেন -কাস্টমার সার্ভিস নামে একটি কথা আছে, যার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। আমাদের দেশের দূতাবাসগুলোর কর্মকর্তারা মনে হয় এধরনের শব্দের সাথে (কাস্টমার সার্ভিস) মোটেও পরিচিত নয়। মিশনে কর্মরত অজ্ঞ ও অপদার্থ লোকগুলো একবারও ভাবেনা যে-প্রবাসে আমরা আছি বলেই তারা চাকরি করার সুযোগ পাচ্ছে। প্রবাসের কোন একটি মিশনে এখনো কেউ কাস্টমার সার্ভিস ট্রেনিং নেয়নি -যার কারণে মিশনে কর্মরত করচারীরা সাধারণ মানুষের সাথে আপত্তিকর আচরণ করেন।

সরকার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ট্রেনিঙে আমাদের দেশ থেকে হাজার হাজার কর্মচারী পাঠাচ্ছে। দেশের অর্থ যা ই'ছা তাই ধ্বংস করে ওই উজবুকদেরকে বিদেশে ট্রেনিং করিয়ে কি লাভ হয়েছে ? ট্রেনিং করিয়ে কোন সেক্টরে কি উন্নতি হয়েছে ? দেশের প্রতিটি সেক্টরে রন্দ্রে রন্দ্রে দুর্নীতি আজ জেঁকে বসেছে। আজ পর্যন্ত শুনা যায়নি যে-কাউকে কাস্টমার সার্ভিস করতে অমুক দেশে পাঠিয়েছে বা পাঠাচ্ছে। এ সমস্যা ই'চ্ছে করেই সরকার জিয়িয়ে রাখছে প্রতিটি মিশনে। সরকারি আমলারা বিভিন্ন দেশে সফর করেও শিখতে পারেনি ,শিক্ষিত ও স্মার্ট কর্মচারী হলে ঠিকই তারা বিদেশিদের কাস্টমার সার্ভিস থেকে শিক্ষা নিতো।

দেশের শিক্ষানীতিও ধ্বংসের দোরগোড়ায়। বেশিরভাগ লোকের পড়াশুনার স্টাইল হ'চ্ছে -আই এম জিপি ফাইভ ! সরকার বিভিন্ন দেশে ভিক্ষা করে দেশের বিভিন্ন সেক্টরে উন্নয়নের নামে। শিক্ষা খাতের লক্ষ কোটি টাকা অনুদান কোথায় খরচ হ'চ্ছে কে জানে ? সঠিক শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হতভাগারাই আবার মামার জোরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে। অযোগ্য, মূর্খ এ ধরনের লোকগুলোই আবার বিভিন্ন মিশনে কাজে ঢুকছে। যেহেতু দূতাবাসের প্রধান ও বেখেয়াল এবং অলস সেহেতু তার অধীনস্থদেরকে কাস্টমার সার্ভিস ট্রেনিং দেবার কোনো চিন্তা তারা করেনা।

প্রবাসে বাংলাদেশী দূতাবাসগুলো আওমি সরকারের বিভিন্ন দিবস পালন ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রটোকল প্রদানেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ফলে সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশ ব্র্যান্ডিং হ'চ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক সরকার বিরোধী অপতৎপরতা ঠেকাতে ব্যর্থতার দায়ও দেওয়া হ'চ্ছে দূতাবাসগুলোকে। আর নতুন বিনিয়োগ, বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও শ্রমবাজার তৈরি, বিদেশে আপদে-বিপদে বাংলাদেশিদের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে কূটনৈতিক মিশনগুলোর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা না রাখতে পারার অভিযোগ বেশ পুরনো। এমনকি বিদেশ বিভুঁইয়ে খেটে-খাওয়া মানুষগুলো নিজ দেশের দূতাবাসে গিয়ে ভোগান্তি-দুর্ব্যবহারের শিকার হওয়ার অভিযোগ করছেন ক্রমাগতই।

আরেকদিকে আওয়ামী লীগের নেতারা মনে করেন-দূতাবাসগুলোর ব্যর্থতার কারণেই আলজাজিরা এ ধরনের চমকপ্রদ রিপোর্ট করতে সক্ষম হয়েছেন। তাদের মতে, সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রেপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, দেশের সর্বো'চ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্মকর্তা আইজিপি ও রেবের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তাদের নিষেধাজ্ঞা দিয়ে বাংলাদেশকেই চাপে ফেলে দেওয়া হয়েছে। অনেকটা আকস্মিকভাবে সরকার এই নিষেধাজ্ঞার কথা জানতে পারে। দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এ পরিস্থিতি যে তৈরি হ'চ্ছে সে বিষয়ে সরকারের কাছে আগাম কোনো বার্তা দেয়নি কেউ। নিষেধাজ্ঞার মতো কঠোর ব্যবস্থা আসতে পারে তা সহজবোধ্যভাবে পৌঁছানো হয়নি সরকারের কাছে। আর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের যে কংগ্রেসম্যান দিনের পর দিন তৎপর ছিলেন তাকে শান্ত করার বিষয়েও কোনো ধরনের পদক্ষেপ বা তদবির করতে দেখা যায়নি দূতাবাসগুলোকে। সরকার অনেক অর্থ ব্যায় করে দূতাবাসের মাধ্যমে লবিং করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অর্থাৎ সবদিক থেকে ব্যর্থ এ দূতাবাসগুলো।

> "
> প্রতিটি বাংলাদেশী মিশনগুলোতে সরকারি মদদপুষ্ট বা দলীয় ব্যানারের অথর্ব -অপদার্থ লোকগুলোকে বিদেশী মিশনগুলোতে চালান দেন বলে একটি কথা চালু আছে। তারা দেশীয় কায়দায় মিশনগুলো চালিত করে দূর্নাম কামিয়ে প্রবাসের মাটিতে দেশের ভাব মূর্তি ধূলিস্যাৎ করছে

কোনো কোনো আওয়ামীলীগ নেতা বলছে- নানান ধরনের দিবস পালন ও প্রটোকল দেওয়ার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ করে রেখেছে দূতাবাসগুলো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিজস্ব কমপ্লেক্সে দূতাবাসের লোকজন নিয়ে আলোচনা, ফটোসেশন ও পরিবারসহ খাওয়া-দাওয়ার মাধ্যমেই পালন হচ্ছে এসব দিবস। এসব অনুষ্ঠানে আগের মতো হোস্ট কান্ট্রির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের উপস্থিতিও প্রায় নেই বললেই চলে। শুধু করোনাভাইরাসের মহামারির মধ্যেই নয়, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসার আগে-পরে পরপর একাধিক দিবস পালন হয়েছে ফটোসেশনের আনুষ্ঠানিকতায়। সবগুলো অনুষ্ঠান দায়সারাভাবে পালন করতে দেখা গেছে দূতাবাসগুলোকে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তার মতে, যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার ঘটনা এক দিনে হয়নি। দূতাবাস ও কূটনীতিকদের কারণেই এই যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপ দিনের পর দিন পেছানো সম্ভব হয়েছে। কারণ এ নিয়ে আলোচনায় নিয়ে আসা হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের। এর মধ্যে মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যদের চাপে হঠাৎ করে কঠোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। আর র‍্যাবের বিরুদ্ধে মানবাধিকার হরণের বিদেশি অভিযোগের বিষয়ে সরকারের একাধিক মন্ত্রী-উপদেষ্টা বিভিন্ন সময়ে জ্ঞাত ছিলেন। তারপরও নানান সময়ে দূতাবাস অবহিত করায় সংশ্লিষ্ট স্থানে তাগাদা দেওয়া হয়েছে। কর্মকর্তাদের মতে, অনেক ক্ষেত্রে গ্রাউন্ড পরিস্থিতি পরিবর্তন না হলে দেশের বাইরে থেকে শত চেষ্টা করেও অনেক কিছুই করা যায় না। হোস্ট কান্ট্রির চাহিদা ও আদর্শ অবস্থা নিশ্চিত না হলেও সময়ক্ষেপণ করা যায় কিন্তু পরিণতি ঠেকানো যায় না। এটা মানবাধিকার থেকে বিনিয়োগ সব ক্ষেত্রেই একই।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ রফতানি খাত। বাংলাদেশের রপ্তানি খাত মূলত তৈরি পোশাকনির্ভর। এখন যেসব দেশ বাংলাদেশকে শুল্ক সুবিধা দি'চ্ছে, উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের পর একসময় আর সে সুবিধা দেবে না। তখনই আসল চ্যালেঞ্জ তৈরি হবে। আর এ চ্যালেঞ্জ উত্তরণে বিদেশে বাংলাদেশের পণ্যকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে বৈদেশিক মিশনগুলো বর্তমানে যে পদ্ধতিতে কাজ করছে তা অতি নগন্য।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাংলাদেশি অভিবাসীদের কাঙ্খিত সেবা দিতে পারছে না বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম উইংগুলো। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে এখন দূতাবাসমুখিই হন না প্রবাসীরা। আইএলওর 'দ্য হোমকামিং : প্রোফাইলিং দ্য রিটার্নিং মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স অব বাংলাদেশ' শীর্ষক এক গবেষণায় দেখা গেছে, বিদেশে অবস্থান করা প্রবাসী বাংলাদেশির মধ্যে ৭৪ দশমিক ৫ শতাংশই কোনো সমস্যায় পড়লে স্থানীয় দূতাবাসের সহায়তা নেন না। প্রবাসী খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিশ্বের ২৫টি দেশে বাংলাদেশের ২৯টি শ্রম উইং রয়েছে। তবে এসব শ্রম উইংয়ে প্রবাসী বাংলাদেশিরা প্রত্যাশিত সেবা পা'চ্ছেন না। ফলে নানাভাবে তারা ভোগান্তির শিকার হ'চ্ছেন।

দূতাবাসগুলোর সেবার মান জিরো এ কথা প্রবাসী প্রতিটি বাঙালি হজম করে নিয়েছেন। এদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। কে শুনে কার অভিযোগ? দূতাবাসে বসে কি না করে এরা? দেশের নাম প্রবাসে ধুলার সাথে মিশিয়ে দিতে এরা আজ কুণ্ঠিত হ'চ্ছেনা। এইতো সেদিন বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় দেখলাম 'অস্ট্রেলিয়ায় ভিসা জালিয়াতি : দূতাবাস কর্মকর্তা প্রত্যাহার' 'ভিসা জালিয়াতির সঙ্গে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সংশ্লিষ্টতা নিয়ে তদন্ত করছে অস্ট্রেলিয়ান পুলিশ' 'অস্ট্রেলিয়ায় জাল হ'চ্ছে বাংলাদেশি ভিসা' 'রোহিঙ্গা জাল ভিসা, অভিযোগ বাংলাদেশ মিশনের কর্মকর্তার বিরুদ্ধে' 'ক্যানবেরায় বাংলাদেশী কূটনীতিবিদদের ঘরোয়া 'কূট' নীতির কেলেঙ্কারীতে কমিউনিটিতে তোলপাড়' - উপরের রিপোর্টগুলো গুগলে কপি করে দিলেই আসল খবর বের হয়ে যাবে। অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ইউকে, এমেরিকাসহ বিশ্বের সব দেশেই দূতাবাসের কর্মকান্ড নিয়ে ভুক্তভোগী মানুষের অসীম জিজ্ঞাসা। (চলবে)

কলাম

কায়সার আহমেদ
সাংবাদিক ও কলামিস্ট

সুপ্রভাত সিডনি
Suprovat Sydney

# বাঙালির আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

"শিকাগোর একটি ঘটনা নিয়ে যদি পৃথিবীর লোক বিশ্ব 'মে দিবস' পালন করতে পারে, তাহলে একুশে ফেব্রুয়ারীর শহিদদের জন্য ভাষা দিবস কেন হবে না?" ১৯৯৯ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের তৎকালিন প্রধান সেক্রেটারী জেনারেল কফি আননকে এ কথাটি বলেই আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের দাবিটা প্রথম উত্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং নিজের আমলাদের নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন হাতে সময় নেই তাই "প্রথাসিদ্ধ কাগজপত্র, 'সাপোর্টিং পেপার' তৈরি হবে পরে, এখনই আজ রাত্রেই প্রস্তাব পাঠিয়ে দিতে হবে নিউইয়র্কে"।

২১শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস (ওহঃবৎহধঃরড়হধষ গড়ঃযবৎ খধহমঁধমব উধু) হিসেবে স্বীকৃতি পেতে সৌদি আরবকে সাথে নিয়ে, ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ অধিবেশনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ যৌথ প্রস্তাব উত্থাপন করে। ১৮৮টি দেশের পূর্ণ সমর্থনে ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস (ওগখউ) প্রস্তাব অনুমোদিত হয় এবং পরবর্তীতে বিশ্বের প্রায় ৭ হাজারেরও বেশী ভাষার সুরক্ষা ও প্রসার ঘটানোর ব্রত নিয়ে ২০০০ সাল থেকে দিবসটিকে আন্তর্জাতিকভাবে পালন হয়ে আসছে।

মূল উদ্দেশ্য সমগ্র বিশ্বে ভাষাগত ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যের সচেতনতা গড়ে তোলার সাথে সাথে তা সংরক্ষন করা। ইউনেস্কোর ঘোষনা বিশ্বের ১৮৮টি দেশের প্রায় ৭০০০ ভাষাকে সম্মানিত করেছে। দু:খজনকভাবে সত্যি যে বহু দেশের বহু স্থানীয় ভাষা সমুহ অবলুপ্ত হয়ে গেছে বা আধিত্যপূর্ণ ভাষার আগ্রাসনে অবলুপ্ত হবার বিপদজনক হুমকির সম্মুখীন। বিভিন্ন তথ্যমূলক সূত্রে দেখা যায় যে প্রতি ১৪দিনে একটি ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে।

এ উদ্দ্যোগের ফলে আধিত্যপূর্ণ ভাষার প্রভাবে উপর্যুপরি বিলুপ্তির মুখোমুখিতে থাকা বিশ্বের ভাষার বৈচিত্রে প্রানস্পন্দন জাগে। ইউনেস্কোর মতে পৃথিবীর ৪০ শতাংশ মানুষের বলা ও বোঝার ভাষায় শিক্ষা অর্জনের কোনে উপায়ন্তর নেই। বিশ্বের সকল ভাষা সংরক্ষন এবং কোন ভাষা যেনো কোন প্রকার আগ্রাসনের শিকার না হয় তারই চেষ্টা করা এবং হারিয়ে যাওয়া ভাষা নিয়ে গবেষণা ও পুনরুদ্ধার করার ব্যবস্থা।

১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রের অধিক সংখ্যক জনতার ভাষা বাংলাকে বিলুপ্ত করার লক্ষ্য নিয়ে রাষ্ট্রের ভাষা শুধুমাত্র উর্দু করার ঘোষনা প্রদান করলে তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) ছাত্র জনতা ভাষা আগ্রাসনের বিরোধিতা করে। ১৯৫২ সালে তা গণ আন্দোলনের তীব্র রুপ নেয়। রক্তাক্ত হয় বাংলার মাটি। শহিদ হয় ছাত্র জনতা। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা ভাষা। ভাষামাতৃকার জন্যে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারি চেষ্টা একক নয়। জন্মের পর থেকেই দেশটির জনগন বাংলা ভাষার সম্মান, পরিচর্য্যা, বিশ্বমর্যাদা, গবেষণা ও অনুশীলনের জন্য যে নিরলস চিন্তা ও পরিশ্রম নিয়োগ করেছেন। ভাষা-মায়ের টানে সালাম-বরকতেরা ধর্মীয়-জাতীয়তা অনায়াসে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো। আইয়ুবের বন্দুকের সামনে রেখেছিলো শহিদের বুক। ইতিহাস তার স্বাক্ষ্য ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। সমগ্র দেশে কি একটিই ভাষা, একটিই জাতি? সকল বাংলাদেশীই কি বাঙালি? সেটা কিন্তু নয়। বাংলাদেশে বাংলা যেমন আছে তেমনই আছে চাকমা, গারো/মান্দি,সাঁওতালি, খাসি,রাখাইন, মণিপুরী, মাহলে, কোল, কোরা বা কোদা, মুন্দারি, খারিয়া, সাউরা, কুরুখ, মাল্টো, তেলেগু, হাজং, কোচ, লালেং/পাত্রা, মারমা, কোকবরক, খুমি, খিয়াং, লুসাই, তংচঙ্গা, পাংখুয়া, বাউম, রেংমিটচা, চক, লিঙ্গম, সাদরি, মাদ্রাজি, থর, উর্দু, ওড়িয়া, অহমিয়া, মণিপুরী বিষ্ণুপিয়া, কানপুরী, নেপালী কন্দো সহ অন্যান্য কিছু ভাষা। ক্ষুদ্র হলেও রাষ্ট্র তাদেরকে জাতিস্বত্তা বা নৃগোষ্ঠীর স্বীকৃতি দিয়েছে কিন্তু সেই ভাবে এসকল ভাষাকে সংরক্ষন করার সঠিক প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রীয় মনোভাব এখনো দেখা যায় না। নেই কোন গবেষনা নেই হারিয়ে যাওয়া ভাষা ফেরানোর চেষ্টা।

এক সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতীয় পরিচয় 'বাঙালি' ছিলো। অফিস আদালত পাসপোর্ট সহ সকল সরকারী-বেসরকারী কর্মকান্ডে বাংলাদেশের নাগরিকদের জাতীয়তা 'বাঙালি' ছিলো। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন বাংলাদেশের সবাই বাঙালি নয় বা সবার ভাষাই বাংলা নয়। তাই তিনে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের রাষ্ট্রের জাতীয় পরিচয় বাংলাদেশী স্বীকৃতি দিয়ে অন্যান্য অন্য সকল ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীকে কিছুটা হলেও সম্মান করে গেছেন । এই ভাষাগুলো যাতে হারিয়ে না যায় তার জন্যে সঠিক রক্ষণাবেক্ষনের প্রয়োজন। এক কথায় বলা যায় নীরবে শান্তভাবে গত প্রায় ৫০ বছর ধরে সেই একই স্বেচ্ছাচারী পন্থায় সংখ্যাধিক্যের জোরে বাঙালির প্রাণের ভাষা, বাংলাকে এইসব মাতৃভাষার ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে।

বাঙালিরা প্রাণের বিনিময়ে তাদের মায়ের ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মায়ের ভাষা কেড়ে নেবার যে ব্যাথা বাঙালিদের থেকে কে বেশী বুঝবে? তাদের বুঝতে হবে যে ইউনেস্কোর তথা জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন শুধুমাত্র কোন বিশেষ ভাষায় প্রাণ দেয়া শহীদদের স্মরন দিবস নয়। বিশ্বে সকল মাতৃভাষাকে সংরক্ষন করার প্রত্যয়। তৎকালিন পাকিস্তান সরকার বাঙালিদের উপর উর্দু ভাষা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলো। বাঙালিরা কিন্তু উর্দু ভাষাকে ঘৃণা বা বিলুপ্ত করার জন্যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেনি। বাঙালিরা প্রতিরোধ গড়ে তুলে জীবন দিয়েছে নিজ ভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে। আজ ভাবতে হবে যে, কোন একদিন ইতিহাস ঘাটতে যেয়ে যেন কোন ঐতিহাসিক বাংলা ভাষার দিকে আঙ্গুল তুলে বলতে না পারেন, রক্তের বিনিময়ে পাওয়া এই বাংলা ভাষা বাংলাদেশের বাকি সব দুর্বল জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষার উপর আগ্রাসন চালিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে। আমাদের আগামী প্রজন্মকে যেনো এমন কাজের জন্যে ক্ষমা চাইতে না হয়।

পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর আদলে ভারতের আসাম রাজ্যেও ১৯৬০ সালের ২৪শে অক্টোবর আসামে দুই-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠীর উপর এক-তৃতীয়াংশের 'অসমীয়' ভাষা চাপিয়ে বিল পাশ করা হয়েছিলো। ফলশ্রুতিতে ১৯৬১ সাল থেকে মায়ের ভাষাকে আগ্রাসন থেকে রক্ষায় আসামের বরাক উপত্যকা তথা শিলচরে বাংলা ভাষা রক্ষায় গড়ে উঠেছিলো এক রক্তক্ষয়ী গণ-আন্দোলন। তাতে একদিনের ঘটনায় ১১ জনের প্রান যায়। এরপরই আসাম সরকার বাংলাকে রাজ্যের ভাষার মর্যাদায় স্বীকৃতি প্রদানে বাধ্য হয়। ১৯৬১ সালের ১৯শে মে তারিখটি আসাম রাজ্যে রক্তস্নাত 'বাংলা ভাষা দিবস' হিসেবে পরিগণিত। ভারতীয় রেলওয়ের শিলচর স্টেশনটি 'ভাষা শহিদ স্টেশন' নামে আজো সগর্বে স্বাক্ষ্য বহন করে চলছে । প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সেই ঘটনার কথা আমরা অনেকেই জানি না।

ইংরেজীর আধিপত্যে বিলুপ্ত হাজার বছরের 'কর্ণিশ বা সেল্টিক' ভাষা। মধ্যযুগে পারিবারিক আদর্শ্যে উজ্জীবিত ফরাসীরা কর্নিশকে সমাদরে চর্চা করতেন। কিন্তু ব্রিটেনে টিউডর ক্ষমতাশীন হওয়ার পর বর্বরোচিত নৃশংসতায় গণজাগরণ নিশ্চিহ্ন করায় কর্নিশভাষীদের দ্রুত বিলোপ ঘটে। উনিশ ও বিংশ শতাব্দীতে এসে কর্নিশ ভাষার পুর্নজাগরণ শুরু হয়। তারপরও ২০০২ সাল নাগাদ রাষ্ট্রীয় ও সরকারি কোনো অনুদানই পায়নি কর্নিশ শিক্ষা, যতক্ষন না ইউরোপীয় ইউনিয়ন সেটিকে 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষা' স্বীকৃতি দেয়। ২০০৫ সালে এসে ব্রিটিশ সরকার উপযোগী তহবিল প্রদানে কর্নিশ ভাষা শিক্ষা প্রসারে ব্রতী হয়, যা ক্রমান্বয়ে সরকারি কর্মসম্পাদন ছাড়াও নির্দেশিকা ও স্কুলের পাঠ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। একাদশ শতাব্দীতে কর্নওয়ালে ১৫-২০ হাজার কর্নিশভাষীর বসবাস ছিল, যা জনসংখ্যার বিবেচনায় বৃদ্ধি পেয়ে ১৩ শতাব্দীতে গিয়ে দাঁড়ানোর কথা ৩৮ হাজারে অথচ তা হয় মাত্র ১৩০০। এই ১৩০০ কর্নিশের ৭৩ শতাংশই ছিল কর্নওয়ালের প্রকৃত জনগোষ্ঠী। বল হয়ে থাকে 'দ্য ব্ল্যাক ডেথ' সেই সংখ্যা হ্রাস ঘটায়! একইভাবে ১৪৯৭ সালে সপ্তম রাজা হেনরির বাহিনী বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ২ হাজার কর্নিশভাষীর আত্মহুতি ঘটে এবং অপরাপর যারা পরাজয় বরণ করেনি তাদেরকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়া হয়। এমন মর্মন্তদ 'গণহত্যা'র ইতিহাসকে বুকে ধারণ করেই এখন পুর্নজাগরিত হচ্ছে কর্নিশ ভাষা।

সিডনী প্রবাসী বাংলা ভাষাভাষীদের উদ্যোগ ও স্থানীয় কাউন্সিল এর সহযোগিতায় সিডনিতে দু'টি "আন্তর্জাতি ভাষা দিবস স্মৃতি স্তম্ভ" স্থাপিত হয়েছে। একটি এ্যাশফিল্ড ও অন্যটি লাকেম্বা এলাকায়। এই দুটি স্তম্ভকে ঘিরে বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে বাংলা ভাষার উপরে আলোচনা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বই মেলার আয়োজন হয়ে থাকে। এ সকল অনুষ্ঠানগুলোতে প্রবাসী বাঙালিরা তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে তাদের ভাষার গভীরতা তথা ইতিহাস তুলে ধরছেন। যাতে এই বিদেশের মাটিতেও যেন তারা তাদের ভাষার ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারেন। তাদের সকল আয়োজন যেন বাংলাকে ঘিরেই। এলাকার সকল ভাষাভাষীদের অংশগ্রহন ও উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পারেনি। তবে কি এটা সত্যি যে উদ্দ্যোক্তরা ইউনেস্কোর মুল লক্ষকে ধরে রাখতে পারছেন না বা তারা তা চাচ্ছেন না।

সঠিকভাবে ইতিহাস গবেষনা করলে দেখা যাবে শুধু বাংলাদেশে নয় বিশ্বের আরো অনেক দুর্বল জনগোষ্ঠীর ভাষা আধিত্যপূর্ণ সবল জনগোষ্ঠীর ভাষার আগ্রাসনের কবলে হারিয়ে যাচ্ছে। ইউনেস্কোর হিসেবে প্রতি ১৪দিনে ১টি ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। আগামীতে কাজ করে যেতে হবে, সকল ভাষা-ভাষীদের অংশগ্রহনে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতি স্তম্ভ যেনো একক ভাষার প্রতিনিধি না হয়ে সবার তরে হয়। অস্ট্রেলিয়া একটি মাল্টিকালচারাল দেশ। এখানে অনেক ভাষা-ভাষীর সম্মিলন। বাঙালিরা আবেগপ্রবন, ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে তাদের ভাবনাটাই বেশী, তাই তারাই নেতৃত্বে থাকবে স্বাভাবিক, তাই ব্যর্থতার দায়িত্ব তাদের উপরই বর্তাবে।

বাংলাদেশে (তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তান) ভাষা নিয়ে আন্দোলনের ইতিহাস সুদীর্ঘ। এখানে আন্দোলনের সূত্রপাত এর খন্ডচিত্র তুলে ধরছি মাত্র। কাছে থেকে দেখলে মনে হবে, বাংলাদেশের নদ-নদীর মতো তার ইতিহাসের গতি বড় বিচিত্র। কিন্তু ইতিহাস আসলে কখনো সমতল কখনো বন্ধুর পথ কেটে তার লক্ষ্য-পানে ঠিকই অগ্রসর হয়। সে পথ কাটতে গিয়ে যে ধুলো ওঠে তাতে ইতিহাসের অনেক ছোটবড় সত্য সাময়িকভাবে হয়তো আমাদের দৃষ্টির অগোচরে চলে যায়। কাল অতিক্রান্ত হলে সে ধুলো উড়ে যায়। তখন ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণও এ-বিষয়ে আমাদের সাহায্য করে।

১৯৪৭ সালে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্মের মধ্য দিয়ে ভারত বিভক্ত হলো। এরই একটা অংশ পূর্ব পাকিস্তান (তৎকালিন পূর্ব বাংলা বর্তমানে বাংলাদেশ)। এই পূর্ব বাংলাকে নিয়েই যত কান্ড। ব্রিটিশ-বিতাড়নের সামগ্রিক আন্দোলনে এবং তার পরেও পূর্ব বাংলাকে নিয়ে যা ঘটেছে, উপমহাদেশের ইতিহাসে তা বড়ই চমকপ্রদ। এই পূর্ব বাংলা (পূর্ব পাকিস্তান) ১৯৭১ সালে গিয়ে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ হয়েছে।

আমাদের একটা বড় ত্রুটি, ইতিহাসকে আমরা নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখি না, ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ অবধারিত সূত্রগুলিকে বোঝার চেষ্টা করি না, আপন-আপন কামনা-বাসনা আর বিশ্বাসের আবেগ দিয়ে দৃষ্টিকে আপ্লুত করে রাখি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ইতিহাসের গতিকে কেউ রুখতে পারে না, যা হবার তা ঠিকই হয়। যে-দ্বন্দ বা সংঘর্ষগুলি ইতিহাসের বৈচিত্র সৃষ্টি করে তা মানব-সাধারনের দুর্ভাগ্যকে তাড়ানোর এবং ভাগ্যকে নির্মাণের দ্বন্দ্ব ছাড়া আর কিছু নয়।

*১৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

# নিউ সাউথ ওয়েলস সরকারের কোভিড-১৯ এর পদক্ষেপের আপডেট

নিউ সাউথ ওয়েলস সরকার বিধি নিষেধ শিথিল করার জন্য রাজ্যব্যাপী কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি পরিমাপক প্রতিক্রিয়া অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে একটি দৃশ্যমান এবং নমনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে।

শুক্রবার, ১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০২২ এর শুরু থেকে, বর্তমান বিধিনিষেধগুলোর সাথে নিম্নলিখিত নিয়মগুলো সমন্বয় করা হবে:

- আসন সংখ্যা সীমিত থাকবে না (পূর্বে সামাজিক অভ্যার্থনা ও রেস্টুরেন্টগুলোতে জনপ্রতি ২ স্কোয়ার মিটারের নিয়ম ছিল);
- নাইট ক্লাবগুলোতে, এবং গানের উৎসবের অনুষ্ঠানগুলোতে ১,০০০ জনের ও বেশী জনসমাগম হলে শুধুমাত্র তখনই QR চেক-ইন এর প্রয়োজন হবে। হাসপতাল, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধি পরিচর্চাকেন্দ্রগুলো দর্শনার্থীদের রেকর্ড রাখার জন্য তাদের বিদ্যমান পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে;
- সমস্ত ভেনুগুলোতে গান গাওয়া ও নাচের অনুমতি দেওয়া হবে, মিউজিক উৎসবের অনুষ্ঠানগুলো ব্যাতীত, যেখানে আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারী থেকে গান গাওয়া ও নাচ পুনরায় শুরু হতে পারে;
- বাড়ী থেকে কাজ করার সুপারিশ পরিবর্তীত হবে এবং নিয়োগ কর্তার বিবেচনার ভিত্তিতে অফিসে কাজ শুরু হবে।

শুক্রবার, ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২২ এর শুরু থেকে বর্তমান বিধিনিষেধগুলোর সাথে নিম্নলিখিত নিয়মগুলো সমন্বয় করা হবে:

- শুধুমাত্র গন পরিবহনে, প্লেনে, এবং এয়ারপোর্টের অভ্যান্তরে, হাসপাতালগুলোতে, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধি পরিচর্চাকেন্দ্রগুলোতে, সংশোধনকেন্দ্রগুলোতে এবং ঘরোয়া গানের উৎসবের অনুষ্ঠানগুলোতে এবং গানের উৎসবের অনুষ্ঠানগুলোতে ১,০০০ জনের ও বেশী জনসমাগম হলে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক;
- যেখানে আপনি অন্যদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে পারবেন না এবং দুর্বল লোকদের সুরক্ষার জন্য গ্রাহকগন যখন খুচরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রবেশ করবেন এবং সেবা নেওয়ার জন্য খুচরা বিক্রয় কর্মীদের মুখোমুখি হবেন সেখানে মাস্ত পরার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হচ্ছে;
- রাজ্যের প্রতিটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের যেসব কর্মীগন জনগনের মুখোমুখি হবেন তাদের মাস্ক পরার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলো পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিবে; এবং
- গানের উৎসবের অনুষ্ঠানগুলোতে নাচ এবং গানের অনুমতি দেওয়া হবে এবং ২,০০০ জনের যে নিয়ন্ত্রন আছে তা তুলে নেওয়া হবে। ১,০০০ জনের বেশী অংশগ্রহনে ঘরোয়া গানের উৎসবের অনুষ্ঠানগুলোর জন্য ভ্যাকসিনেশনের প্রয়োজনীয়তা থাকবে, যেখানে অংশগ্রহনকারীদের কোভিড-১৯ এর কমপক্ষে দু'টি ডোজ নেওয়া থাকতে হবে।

আগামী ২১ ফ্রেবুয়ারী থেকে ভ্যাকসিন নেন নি এমন ফেরত আসা ভ্রমনকারীদের হোটেল কোয়ারেন্টাইন ১৪ দিন থেকে ৭ দিনে কমিয়ে দেওয়া হবে।

হাসপাতাল এবং আইসিইউ (ICU)তে ভর্তির হার কমে যাওয়ায় এবং বুস্টার ডোজের হার ৫০ শতাংশের উপরে

উন্নিত হওয়ায় নিউ সাউথ ওয়েলসের সরকারী হাসপাতালগুলোতে জরুরী নয় এমন সব অস্ত্রোপচারের কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং ফ্রেবুয়ারী ও মার্চে আরও বৃদ্ধি পাবে।

প্রিমিয়ার ডোমিনিক পেরোটেট বলেছেন যে কমিউনিটি এবং আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে রক্ষার জন্য নিউ সাউথ ওয়েলসের সরকার একটি নমনীয় ও পরিমাপক পদ্ধতি অব্যাহতভাবে অবলম্বন করে চলছে।

"আমরা প্রয়োজনের চেয়ে বেশী সময়ের জন্য বিধিনিষেধ রাখতে চাই না এবং হাসপাতাল ও আইসিইউ (ICU)তে ভর্তির হার নীচের দিকে নেমে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সুবুদ্ধিপূর্ণ পরিবর্তনের সময় এখনই, বলেছেন জনাব পেরোটেট।

"মহামারী থেকে বেরিয়ে আসার সাথে সাথে জনসাধারনকে নিরাপদে এবং চাকুরীতে রাখা নিশ্চিত করছি যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবং যতটা সম্ভব নিরাপদে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারি"।

"আমাদের কমিউনিটিকে রক্ষার জন্য সন্মুখসারির স্বাস্থ্য কর্মীগন একটি অবিশ্বাস্য কাজ করেছেন এবং আমাদের প্রত্যেককে যথাযথ পদেক্ষেপ নিতে হবে ও সঠিক কাজটি করতে এবং তাদের নিজেদের, তাদের পরিবারের ও কমিউনিটিকে নিরাপদ রাখার জন্য বুস্টারে ডোজ নিতে হবে।

ডেপুটি প্রিমিয়ার পল টুলি বলেছেন যে রাজ্যটিকে পুনরায় চালু করার এবং সবাইকে নিরাপদ রাখার মধ্যে সঠিক ভারসাম্য রাখার জন্য নিউ সাউথ ওয়েলসের সরকার কঠোর পরিশ্রম করছে।

"আমাদের রিজিওনাল কমিউনিটিগুলো ইতিমধ্যে খোলা মনে দর্শনার্থীদের ফিরে আসাকে স্বাগত জানিয়েছে, এবং এই আরও স্বাধীনতা প্রত্যেকের জন্য একটি বড় জয় যারা আমাদের এতদূর নিয়ে আসার জন্য সঠিক কাজ করছেন," বলেছেন জনাব টুলি।

"এই পরিমাপ করা প্রতিক্রিয়া আমাদের আঞ্চলিক কমিউনিটিগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করবে, কান্ট্রি প্রদর্শনীগুলো, উৎসবগুলো, এবং অন্যান্য প্রধান ইভেন্টগুলো আরও বড় হয়ে ফিরে আসতে সক্ষম হবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ব্র্যাড হ্যজার্ড বলেছেন যে মহামারী আমাদের উপর যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে তা মোকাবেলা কারার জন্য আমাদের প্রত্যেককে তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে।

"যেহেতু আমরা কোভিড-১৯ মহামারীর স্থানীয় পর্যায়ে আরও এগিয়ে যাচ্ছি, এই পরিবর্তনগুলো আমাদের আরও বেশী পুরানো জীবনে ফিরিয়ে দিচ্ছে কিন্তু আমাদের সকলের সতর্ক থাকা অনেক কিছু বুঝায়," বলেছেন জনাব হ্যাজার্ড।

"আপনাকে, আপনার পরিবার এবং বৃহত্তর কমিউনিটিকে রক্ষা করে ভাইরাসটি এড়ানোই হচ্ছে সর্বোত্তম□।

কোভিড-১৯ এর যে কোন ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার তিন মাস পরে ১৬ বা তার চেয়ে বেশী বয়সের জনসাধারন তাদের বুস্টার ডোজ পেতে পারেন। www.nsw.gov.au/covid-19/vaccination/get-vaccinated এর মাধ্যমে আপনি কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন বা বুস্টার ডোজের জন্য বুক করতে পারেন।

nsw.gov.au এ আরও তথ্য পাওয়া যাবে।

# বাঙালির আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

*১২ পৃষ্ঠার পর*

আমরা অনেকেই হয়তো জানি না ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ক্ষুদ্র একটি সংগঠন "গণ-আজাদী লীগ" প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়েই ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাসের সূত্রপাত। ঢাকাস্থ মুসলিম লীগের বামপন্থী অংশের কয়েকজন কর্মী এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। এর প্রধান নেতা ও আহ্বায়ক ছিলেন কমরুদ্দিন আহমদ। গণ-আজাদী লীগের ঘোষনায় বলা হয় মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান করতে হবে। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষাকে দেশের যথোপযোগী করবার জন্যে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলা হবে পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) এর রাষ্ট্রভাষা।

১৯৪৭ এর জুলাই মাসে ভারতে সে দেশের রাষ্ট্রভাষা হিন্দি করার সুপারিশ করা হলে, তারি অনুকরণে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালিন উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ তার অভিমতে 'উর্দু' কে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার অভিমত ব্যক্ত করেন। ঐ সময়ে ড: মুহম্মদ শহিদুল্লাহ দৈনিক আজাদ পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ লিখে এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি তার প্রবন্ধে বাংলাকে পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রভাষারুপে,

এবং উর্দুকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষারুপে গ্রহনের সপক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। আরবী ও ইংরেজীকেও তিনে অনুরুপ মর্যাদা দেওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন।

ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহ তার উক্ত প্রবন্ধে আরো লিখেছেন যে, ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ আরবী ভাষাকেই বিশ্বের মুসলমানদের ভাষারুপে গণ্য করে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষারুপে গহণ করার স্বপক্ষে অভিমত দিয়েছেন। কিন্তু তিনি বোধহয় ভুলে গেছেন যে, পাকিস্তানে মুসলমান ব্যতীত বহু সংখ্যক হিন্দু ও শিখ নাগরিক আছে। অনেকেই এরুপ ধারণার বশবর্তী যে, একটি রাষ্ট্রে একটি মাত্র রাষ্ট্রভাষা থাকবে। সোভিয়েট রাশিয়ার কয়েকটি ভাষাই রাষ্ট্রভাষারুপে পরিগণিত হয়েছে। ভারতের অনুকরণে উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষারুপে গণ্য হলে তাহা শুধু পশ্চাদগমনই হবে। ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের বিদ্যায়ে শিক্ষার বাহনরুপে প্রাদেশিক ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষার পক্ষে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, আমি একজন শিক্ষাবিদরুপে উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ইহা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক নীতিবিরোধী নয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতিবিগর্হিতও বটে।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, March-2022
Year-14


# নীল আকাশে

কল্পনা মিত্র

ঝলমলে রোদের আলোয় উজ্জ্বল ছিল ওর আকাশটা। আমার আকাশ ছিল মেঘে ভরা! যখন তখন মেঘে মেঘে ধাক্কা লেগে আচমকা বিদ্যুতের মত দুর্ঘটনা ঘটতো। তখন আমার এলাকাতে কিংবা জল ভরা কালো মেঘ ফেটে বারিধারা ঝরার মত আমার ঘন কালো চোখ থেকে অশ্রু বারি ঝরে পড়তো। বাবা মায়ের কষ্টের সংসারে আমরা তিন ভাইবোন। অনেকদিনের ভাড়াটে তাই অল্পভাড়ায় মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুই ছিল আমাদের সহজলভ্য ভরসা। বাবা কোনো একসময় জুট মিলে কাজ করতেন। অল্প হলেও কিছু মাস মাইনে পেতেন। সেই নিশ্চিন্তের জীবনে আমাদের জন্ম। কিন্তু ওই মিল বন্ধ হওয়ার পর যেন পরিবারের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। এরপর থেকে বাবার ট্রেন ট্রেনে চাল ভাজা, বাদাম ভাজা, চিঁড়ে ভাজা ফেরী করে দিন আনা দিন খাওয়া উপার্জনে আমাদের আধপেটা থেকে কোনপ্রকারে জীবনধারণ। সে সময় স্কুলে পড়ার মত মানসিকতা আর দুই ভাইয়ের না থাকলেও প্রথম সন্তান হওয়ার দৌলতে আমার সেই সৌভাগ্য হয়েছিল। পড়ার প্রতি আমার আকর্ষণ থাকলেও ভাইদের মধ্যে সেই আকর্ষণ তৈরি করতে আমি অসফল হয়েছিলাম। ছোটো ভাইটা বড়ই চঞ্চল ছিল, ধরে রাখা যেত না। আমাদের পুরনো বাড়িটার পাশেই সারিসারি ঘর নিয়ে বস্তি অঞ্চল। বস্তির সব ক'টা ঘরে ছোট্ট ভাইটা ঢুকে পড়তো ছোট্ট কানাইয়ের মতন। কার ঘরে কি রান্না হচ্ছে দেখে, চেয়ে-চিনতে একটু করে চেখে আসতো। কেউবা আদর করে চাখতে দিত, কেউবা করুণা করে, কেউবা হ্যাংলা বলে তাড়িয়ে দিত, কেউবা সেই হ্যাংলা ছেলেটার নামে মায়ের কাছে এসে নালিশ করে যেতো। আমার গোবেচারা শীর্ণ মা ছেলেকে একটুও শাসন করতে পারতেন না। বড় ভাই ঘুড়ি ওড়াতে ভালোবাসতো। পাড়ার ছেলেদের সাথে কাঁচ গুড়ো করে সূতোতে মাঞ্জা দিত। "ভোঁ-কাট্টা" বলে আকাশ থেকে ঝরে পরা কাটা ঘুড়ি ধরার জন্য দৌড়াতো। পেটে ভরপুর খাবার থাক না থাক একটা ঘুড়ি জোগাড় করলে ভাবতো দিগ্বজয় করেছে। একদিন বাবা ফেরি করার তাড়ায় ট্রেনে উঠতে গিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিলে বেসামাল অবস্থায় তাঁর একটা পা রেলে কাটা পড়লো। আমাদের জীবন ধারণের শেষ ভরসাটুকু একনিমেষে হারিয়ে গেলো। এই অবস্থায় মেজো ভাইটা কখন যেন বড় ছেলের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিল। রোজ কিছুনা কিছু টাকা পয়সা মায়ের হাতে দিতে লাগলো! কখনোবা দু'শো-তিন'শো কিংবা হাজার! অথর্ব বাবা ফিসফিস করে আমাকে বললেন, "আমার মনে হয় ও পকেটমারি করে!" মা তো নির্বিকার। ঘরে টাকা এলে ঘরের মানুষজনের পাতে ভরপেট খাবার তুলে দেওয়ার শখ কোন্ মায়ের না হয়! একদিন ধরলাম চেপে ভাইটাকে, জানতে পারলাম ভীড় ট্রেনে ও লোকের পকেট হাতড়ানোর সুযোগ নেয়। বোঝালাম, "ভাই অসৎ কাজ করিস না।" বললো, "কি করবো বল! বাবা তো ট্রেনে ফেরি করে আমাদের পেট ভরাতে পারেনি কোনদিনও।" বললাম, "একটু পড়াশোনা করলে কটা ট্যুইশানি করতে পারতিস।" বললো, "তুই তো পড়াস, কত টাকা পাস? মাস গেলে মাইনে না দেওয়ার জন্য ওদের কাছে অনেক অজুহাত থাকে।...আমি মুর্খ তাই আমার জন্য এই কাজটাই ভালো।" এরই মধ্যে ছোট ভাইটা বেপাত্তা। ঘরে ভরপেট খাবারের থালা নিয়ে মা পথ চেয়ে বসে থাকে। পাড়ায় হ্যাংলা, পেটুক নামে খ্যাত তাঁর আদরের ছোটো ছেলে আর বাড়ি ফেরেনা। কে জানে কারোও হাতে পিটুনি খেয়ে মরেছে হয়তো! হয়তো কোন নর্দমার জলে তার লাশ ফেলে দিয়েছে কেউ! কিংবা হয়তো কেউ ছোট্ট ছেলেটাকে কোথাও চালান করে দিয়েছে! বড় ছেলে পকেটমার, ছোটো ছেলে বেপাত্তা, বাবা অথর্ব, মা নীরবে চোখের জল মোছেন। অসহায়া আমি, বেপাত্তা ছোটো ভাইয়ের খোঁজের জন্য পুলিশকে জানাতে পারলাম না। পকেটমার ভাইটা প্রায়ই ধরা পরে, গণধোলাই খায়...। পুলিশও ধরে নিয়ে গিয়ে মারধোর করে। বাড়িতে নিত্য নালিশ আসে। মা লোকের বাড়ি কাজ ধরলো। শরীর দেয় না তাই কাজে কামাই হয়। কেউবা 'পকেটমারের মা' বলে কাজ দিতে চায় না। কেউবা কাজ কামাইয়ের অজুহাতে মাসের শেষে মাইনে কাটে কিংবা মাইনে দেওয়ার কথা ভুলে যায়। আমি মায়ের সাথে কাজে যেতে চাইলে মা বেঁকে বসেন। ঘরের যুবতী মেয়ে লোকের বাড়ি কাজ করুক সেটা কিছুতে মানতে চান না তিনি। মনে মনে রাগ হয়, ছেলেদের বেলায় মা শাসন করতে পারেন না কিন্তু মেয়ের বেলায় মায়ের এতো শাসন, নিষেধ কেন! এর মধ্যে পঙ্গু বাবা বার কয়েক আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। নিজের একটা পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারেন না, তাই বাড়ির চালে কিংবা গাছের ডালে ঝুলতে পারেন না। রাতের বেলা সবাই ঘুমালে পেছন ঘষে ঘষে বড় রাস্তায় বেগে ছুটে আসা লড়ির চাকায় পিষ্ট হতে সেখানে পৌঁছান, কিন্তু দু-দু'বার অসফল হন। মেজো ভাইটা ট্রেনে কোন মহিলার ব্যাগ ব্লেড দিয়ে কাটতে গিয়ে ভীড়ের ঠেলায় সেই মহিলার কুনুইয়ের শিড়া কেটে বসলো। সকলের অলক্ষ্যে হাতের ব্লেড ফেলে দিলেও কুনুই থেকে ফিনকি দিয়ে বেড়িয়ে আসা রক্তে তার লাল রাঙা হাতটা পাশের যাত্রীর বজ্রমুঠিতে ধরা পড়লো। স্টেশনে গাড়ি থামতে ট্রেন থেকে নামিয়ে গণপিটুনির চোটে পুলিশ আসার আগেই ভাইটা অন্যায়ের শাস্তি পেয়ে চলে গেল অভাব অনটনহীন পরম শান্তির জগতে। এবারে বাবার আত্মহত্যার ফন্দিটাও টিকে গেল। এই দিনগত পাপক্ষয়ের জীবন থেকে বাবাও পরম শান্তির জীবনে পা রাখলেন। আমার সর্বহারা মা কি করে সেসময় শরীরে এতো শক্তি পেলেন জানিনা! উন্মাদিনী মা আমার মানুষ দেখলেই মারধোর করতে শুরু করলেন। তাঁর ওই স্বল্প আর মৃদুভাষী গলা দিয়ে কাঠফাটা চিৎকারে যতো রকমের গালাগাল আসে দেবতা আর মানুষের উদ্দেশ্যে সেই গালাগাল দিতে থাকলেন। পাড়ার লোকেরা শেষপর্যন্ত অধৈর্য হয়ে উন্মাদিনী মাকে পাগলা গারদে ঢোকানোর ব্যবস্থা করলো।"

পল্লবী শিউলির দিকে জলের ঘটি এগিয়ে দিতে দিতে বললো, "তারপর তুমি একলা হয়ে গেলে মাসী! নাও, এই জলটুকু খাও, একনাগাড়ে অনেকটা বলেছো। চা খাবে? আনাই একটু চা। দাঁড়াও।" সে জানলা দিয়ে ফুটপাতের চায়ের দোকানদারের ছেলে ফটিককে ডেকে দুটো চা আর টোস্ট বিস্কুট দিয়ে যেতে বললো। শিউলি আর পল্লবী দীর্ঘ ন'মাস একই ছাদের তলায় কাটিয়েছে। মা আর মেয়ের মতন একই বিছানাতে রাত শুয়েছে। তারা পরস্পর পূর্ব পরিচিতা না হলেও দু'জনার মধ্যে কোনো আপনত্বের অভাব ছিল না। লাহিড়ী দম্পতি আয়া সেন্টার থেকে নির্ঝন্ঝাট, বয়স্কা, ভদ্র, সুশ্রী, রুচিসম্পন্না মহিলা হিসেবে শিউলিকেই এনেছিলেন। তাঁদের মতে এমন মানুষের সংস্পর্শে থাকলে তাঁদের ভ্রূণ ধারণকারীণী মা এক সুস্থ মস্তিষ্কের সন্তানের জন্ম দিতে সক্ষম হবে। এতো কথা শিউলির জানা ছিল না। তবে এতোদিনে কর্মসূত্রে বহু পরিবারের সংস্পর্শে থাকতে থাকতে এটুকু জেনেছিল গর্ভে সন্তান থাকলে সেই মেয়েটির সুস্থ পরিবেশে হাসি-খুশী আর পবিত্র মনে থাকা উচিত। প্রথম দর্শণেই শিউলির পল্লবীকে ভালো লেগেছিল। পল্লবীকে প্রশ্ন করে জেনেছিল সন্তান জন্ম দেওয়ার মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য সে অপরের ভ্রূণকে নিজের গর্ভে ধারণ করেছে। একসঙ্গে থাকতে থাকতে দু'জনের দু'জনকে জানার আগ্রহ বাড়তে থাকলেও শিউলি নিজের আগ্রহকে সংযত করে পল্লবীকে বোঝায়, "অতীতের জীবন যদি কষ্টের বা কালিমালিপ্ত হয় তবে এখন সে কথা আলোচনা না করাই ভালো। সন্তান জন্মের পর একদিন আমরা দু'জনে সারাদিন একসাথে কাটিয়ে পরস্পর পরস্পরের জীবন কাহিনী শুনবো। এখন নয়।" সময় কাটানোর জন্য শিউলি সঙ্গে করে কিছু গল্পের বই এনেছিল। পল্লবীর বই পড়ার উৎসাহ দেখে ওর পছন্দের বইয়ের নাম জেনে লাহিড়ী দম্পতিকে দিয়ে সেই সমস্ত বইও আনিয়েছিল। পল্লবীর নিজস্ব কোন বাসস্থান নেই শুনে সে জানিয়েছিল তার ছোট্ট সংসারে পল্লবী নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে। গতসপ্তাহে লাহিড়ী দম্পতির হাতে সদ্যজাত শিশুকে তুলে দেওয়ার পর পল্লবীকে নিয়ে নিজের বাড়ি ফিরেছে শিউলি। পূর্বসূচি অনুযায়ী আজ নির্দিষ্ট দিনে তারা সকাল সকাল স্নান সেরে নিজেদের স্মৃতিবিজড়িত জীবন কাহিনীর পুঁটুলি খুলে বসেছে। চা খেতে খেতে শিউলি বললো, "এবারে বলবো সেই রোদ ঝিলমিল মানুষটার কথা।" পল্লবী মাসীর হাত থেকে খালি চায়ের গ্লাসটা নিয়ে নিচু হয়ে চৌকির পায়ার পাশে রাখা নিজের খালি গ্লাসের সাথে রেখে শিউলির আরও একটু কাছ ঘেঁষে বসলো।

শিউলি তার জীবন কাহিনীর নতুন পর্ব বলতে শুরু করলো, "ওই যে সামনের বাড়িটা যাতে সেই মানুষটা থাকতো আর আমার মনে হতো ওর আকাশটা ঝলমলে রোদের আলোয় উজ্জ্বল! অনেককাল থেকেই ওই বাড়ির প্রতি কেমন যেন একটা টান অনুভব করতাম আমি। সর্বহারা আমি, বাড়িওয়ালা কিছু বলার আগেই জানিনা কি মনে করে সেই মানুষটার কাছে গেলাম। অনেকদিন ধরেই দেখতাম অনেক মানুষের ও বাড়িতে আনাগোনা। হয়তোবা মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল। আমায় দেখে মানুষটা হেসে বললো, "তোমার কি দরকার বলো।" বললাম, "আমাকে তোমার বাড়ি কাজে রাখবে?"
"আমার বাড়ি কাজের জন্য শশাঙ্কদা একলাই সব।" বললাম, "আমি দেখেছি কতজন এ বাড়িতে আসে যায়; কেউবা দু-চারদিন থেকেও যায়....।" মানুষটা হেসে বললো, "ওঃ! তুমি থাকতে চাও! তা যদি থাকবে তাহলে থাকো। তবে, আমার কাছে কেউ থাকতে আসে না। যারা আমার কাছে আসে তারা কখনও হয়তো একটা রাত কিংবা দিন কাটিয়ে চলে যায়। শশাঙ্কদাকে বলে দিচ্ছি তোমার জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা করবে।" ওর ডাকে প্রৌঢ় শশাঙ্কদা এলো। আমার দিকে চোখ বুলিয়ে বললো, "কতোদিন খাওনি তুমি? বাঁশের মতন রোগা শরীর তোমার। রোজ এই বাড়িতে এসো, তোমাকে খেতে দেবো।" মানুষটা বললো, "রোজ আসবে না শশাঙ্কদা, ও এখন থেকে এখানেই থাকবে পার্মানেন্টলি।" শশাঙ্কদা আবার আমায় আপাদমস্তক দেখলো। মানুষটা বললো, "শশাঙ্কদা, আমার পাশের ঘরটাতে ওর ব্যবস্থা করে দাও।" তারপর আমার দিকে চেয়ে বললো, "সত্যি বড্ড রোগা তুমি! তা রোগা হওয়ার জন্য কি সাধ্য সাধনা করেছো সেই গল্পটা বরং সন্ধ্যে বেলায় শুনবো। সন্ধ্যে বেলা এসো আমার ঘরে।" আমার পরনে পুরনো হলেও পরিষ্কার গোটা শাড়ি। সাথে করে আর দুটো শাড়ি এনেছিলাম। সেগুলো মায়ের। গত দু'বছর মেজোভাই মাকে পুজোর সময় কিনে দিয়েছিলো। হাতের পুঁটলি নিয়ে শশাঙ্কদার পিছু পিছু গেলাম। পল্লবী প্রশ্ন করলো, "সন্ধ্যে বেলায় গেলে তাঁর ঘরে?"
-"গেলাম।" মানুষটা বোললো, "ছাদের খোলা আকাশের নিচে বসে তোমার কাহিনী শুনবো। চলো ছাদে যাই।" পুরনো বাড়ি। যেন রাজপ্রাসাদ! প্রাসাদের বিশাল ছাদ। ছাদের চতুর্দিকে গাছপালার ছাওয়া। মাঝখানে একটা বেদি। এককোণে সিমেন্টের জলের ট্যাঙ্ক। বেদিতে দু'জনে বসলাম একোণে-ওকোণে মখোমুখি।
বললাম আমার কথা। সব শুনে বললো, "ওই সামনের বাড়িতে থাকো? আমার তো তোমাকে আগেই দেখা উচিৎ ছিল। কিন্তু তোমাকে দেখার মতন আমার নজর ছিলোনা। তুমি যদি ক'দিন আগে আসতে তাহলে হয়তো তোমাকে সর্বহারা হতে হতোনা। ভাইকে কোনো কিছু করার জন্যে উৎসাহ দিতাম। দোকান কিংবা কোনো ব্যবসা করতো নাহয়। জানোতো, এ বাড়ি তিন পুরুষের। বিশাল ব্যবসা ছিল। তাঁদের একটা করে সন্তান। খরচের কোনো মাপকাঠি ছিল না, তাতেও পুঁজিতে নাম মাত্রও দাগ কাটতো না। বাবা এই পরিবারের প্রথম শিক্ষিত সন্তান। একটা নামকরা কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ববাণ এবং কাজ পাগল মানুষ ছিলেন তিনি। আমি আমার মাকে সাতবছর বয়সে হারাই। কোনো এক দূরসম্পর্কের বিধবা পিসিকে দাদু এনেছিলেন তখন, আমার দেখাশোনা করার জন্য। বাবা বাড়ি থাকলে আমি বাবাকে কাছে পেতে চাইতাম। বাবা দামি দামি খেলনা কিনে আমার হাতে ধরাতেন কিন্তু নিজে ধরা দিতেন না। দাদু মারা যেতে দাদুর মত বয়স্ক কোনো অভিভাবক ছাড়া এই বাড়িতে থাকতে সেই পিসি ভরসা পেলেন না, তাই তিনি চলে গেলেন।

*১৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

# নীল আকাশে

*১৪-এর পৃষ্ঠার পর*

দাদু আর পিসিহীন খাঁ খাঁ বাড়িটাতে সারাদিন আমি আর শশাঙ্কদা। শশাঙ্কদা সারাদিন দোকানপাট, রান্না-বান্না আর ঘর সংসার সামলাতে ব্যস্ত থাকতো। বাবাকে বললাম, "অফিস যাওয়া বন্ধ করে আমার সাথে থাকো।" বাবা কাজ পাগল। ছেলেকে খুশী রাখতে তিনি দামি দামি উপহার ঘুষ দিতেন, সুযোগ পেলে সঙ্গ দিতেন কিন্তু পুরোপুরিভাবে আমার জন্য তাঁর সময় বা সঙ্গ দিতে পারতেন না। আমি আরও একটু বড় হলে আমার নামে ব্যাঙ্কে এ্যাকাউন্ট খুললেন। তাঁর সমস্ত ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টে আমাকে নমিনি করলেন। বললাম, "বাবা, আমি এতো টাকাপয়সা নিয়ে কি করবো?" বাবা মাথায় হাত বুলিয়ে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "ভালো করে লেখাপড়া করো। মানুষ হও।"

লেখাপড়ায় আমি বরাবরই ভালো ছিলাম। কিন্তু বাবার কাজ পাগল অবস্থার পদানুসরণের ইচ্ছা আমার ছিল না। লেখাপড়া আমার কাছে সহজলভ্য ছিল। বুঝতাম আমি বাবার জিনের অংশীদার। তাঁর কর্মক্ষেত্রের এতো কাজের ধকল, কোম্পানীর উন্নতির জন্য এতো ভাবনা চিন্তার ধকল ধীরে ধীরে হয়তো বাবার হৃদযন্ত্রকে বিকল করছিল। সেই মানসিক চাপেই হয়তো একদিন কেউ কিছু বোঝার আগেই তাঁর হার্ট এ্যাটাকে মৃত্যু হলো। খবরের কাগজে বড় বড় করে তাঁর মৃত্যু সংবাদ বেরলো। টিভি, রেডিওতে বিশেষ সংবাদ এর অংশে বাবার সংক্ষিপ্ত জীবনী আর মৃত্যুর খবর প্রচারিত হলো। অনেক মানুষ আর রিপোর্টাররা আমার সাথে দেখা করতে এলেন, স্বান্ত্বনা দিলেন, সমববেদনা জানালেন। আমার রেজাল্টের কথা তাঁদের জানা ছিল তাই কেউবা আমার ভবিষ্যত পরিকল্পনা জানার জন্য উদগ্রীব হলেন। কোম্পানির মালিক আমাকে ভবিষ্যতে তাঁদের কোম্পানিতে যুক্ত হতে বললেন। এইভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর সব কিছু যখন সছন্দে ফিরলো আমি আমার একক জীবনে সময় কাটানোর জন্য পার্টি,ডিসকো এইসব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আমার প্রধান উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ছিল, কি করে তাড়াতাড়ি এতো টাকা শেষ করবো! পার্টি আর ডিসকোর দৌলতে আমার অনেক বান্ধবী জুটলো। তাদের অনেকেই আমাকে প্রপোজ করলো। ঘর বাঁধার কোনো পরিকল্পনা আমার কোনদিনও ছিল না। তারা আমার বাড়ি আসতে চাইলে ভাগে ভাগে সময় নির্দিষ্ট করে এইসব মেয়েদের আসতে বলতাম। তারা কেউবা রাতে কেউবা দিনে আসে। তারা সারাদিন কিংবা সম্পূর্ণ রাত আমার সাথে কাটাতে চায়। এরা সবাই স্বার্থপর আর লোভীর দল। আমি ঠিক করলাম, নারীসঙ্গ আর অর্থ ব্যয় করতে হলে বেশ্যালয় বরং আমার পক্ষে উপযুক্ত। খুঁজে খুঁজে বেশ্যালয়তে যাওয়া আসা শুরু করলাম। কতো রাত তাদের জীবন কাহিনী শুনে কাটালাম। রাত শেষে নির্ধারিত টাকার চাইতে বেশি টাকা তাদের হাতে গুঁজে দিলাম। বিচিত্র তাদের জীবন কাহিনী! এদের মধ্যে একজনকে আমার বেশ ভালো লাগতো। নির্লোভ মেয়ে, অনেক ঘাত প্রতিঘাতের ফলে এই জীবিকা নিতে সে বাধ্য হয়েছে। তার কাছে প্রায়ই যেতাম। কখনও কখনও তাকে নিয়ে বেড়াতেও যেতাম। এক-আধবার মনে হয়েছিল একে আমার জীবনসঙ্গীনী করতে পারি। কিন্তু ততক্ষণে আমার মায়ের আশীর্বাদ আমাকে ঘিরে ফেলেছে। আমার ছাত্রজীবন যেমন বাবার আশীর্বাদধন্য ছিল যৌবনে মায়ের আশীর্বাদ আমাকে পরিপূর্ণ করলো। আমি জানতাম না আমার মাকে কেন অসময় চলে যেতে হয়েছিল। শশাঙ্কদার মুখে শুনলাম ক্যানসারে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। সে সময় এতো চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল না। কিন্তু আজ হয়তো এ রোগ সারে। আমার অর্থ আছে, আমি আরও ভালো চিকিৎসা করাতে পারি কিন্তু বিশ্বাস করো এ জীবনকে আর অহেতুক টানতে আমার ইচ্ছা করেনা। তোমার সাথে যদি আমার আগে দেখা হতো, যদি তোমার পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পারতাম.... নিঃসঙ্গ আমি, হয়তো একটা পরিবারের সংস্পর্শে আসার কারণে আমার জীবনটা এতো এলোমেলো হতোনা.... সেইসঙ্গে তোমার পরিবারও রক্ষা পেত।" পল্লবী মুঠোয় ধরা শিউলির হাতটাতে গভীর একটা চুম্বন করে বললো, "মানুষটা ভালো ছিল তাই না মাসী?" শিউলি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, "শোন্ তারপরের টুকু। আমি মানুষটাকে বললাম, "আমি ভাবতাম তোমার আকাশ রোদের আলোয় শুধুই উজ্জ্বল! আজ তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তোমার আকাশেও মেঘ ছিল।" মানুষটা হেসে বললো, "তুমি ঠিকই ভাবতে আমার আকাশ রোদে উজ্জ্বল-ই বটে, তবে আমি শুধুমাত্র রোদ বা মেঘকে চাইনি, চেয়েছিলাম নীল আকাশের বুকে কলঙ্কলিপ্ত একটা মোহময়ী চাঁদ, একটা শুদ্ধ হাসিভরা সূর্য আর অনেক তারায় ভরা সন্ধ্যে থেকে সকাল।" সে আমাকে চাঁদ আর তারায় ভরা নীল আকাশ দেখালো। শুকতারা, সপ্তর্ষি এসব চেনাতে লাগলো। বললো, "ভেবেছিলাম এই সমাজের কলঙ্ক বলে পরিচিত পূর্ণা হবে আমার আকাশের সেই চাঁদ! তাতেই হয়তো আমার আকাশ পূর্ণতা পেতো।"

শশাঙ্কদা এরই মধ্যে মানুষটার জন্য এক গ্লাস দুধ আর আমার জন্য দুটো কাটলেট এনেছিল। আমার দুপুরের খাওয়াতেই পেট এতো ভরে ছিল যে কাটলেট ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। এরপর শশাঙ্কদা রাতের খাবার খাওয়ার জন্য যখন ডাকতে এলো মানুষটা বললো, "আজ তোমাকে আমার জীবনের কথাগুলো বলে বেশ হালকা লাগছে। চলো অনেক গল্প হলো এবার নিচে যাই।" দুদিন পরে ছোটু এসে খবর দিল মা মারা গেছে। আমি মায়ের একমাত্র জীবিত□সন্তান তাই পুলিশ আমার হাতে মায়ের মরদেহ তুলে দিল। আমার খুব সাধারণ গোবেচারা মা জীবনের শেষ কটাদিন সর্বহারা হয়ে উন্মাদিনী হয়ে গিয়েছিলেন আজ তাঁর মুখখানাতে পরম তৃপ্তির আভাস। তাঁর ঠোঁটের কোণের মৃদু হাসি স্পষ্টত বুঝিয়ে দিচ্ছে তিনি পরম শান্তিকে খুঁজে পেয়েছেন। শশাঙ্কদার আর পাড়ার ছেলেদের সহযোগিতায় মায়ের দাহ, শেষকৃত্য ইত্যাদি সম্পন্ন করে চারদিনের দিন শশাঙ্কদার সাথে ওই মানুষটার বাড়িতে ফিরে গেলাম।

প্রতি সন্ধ্যেবেলা আমরা ছাদে আসতাম। মানুষটা প্রথমে আমাকে আকাশের তারা চেনাতো তারপর শুরু করতো বেশ্যাপল্লীতে এক একজন বেশ্যার মুখে শোনা তাদের জীবনের কথা। নিত্য নতুন গল্প এর মধ্যে তার পছন্দের মেয়েটার কথা রোজ উঠে আসতো। আমি জানতে চেয়েছিলাম, "আর তার কাছে যাবে না?" সে বলেছিল, "নাঃ! দুদিন পরে তার অভ্যাস আমাকে ছাড়তেই হতো, তাই, চাই সেটা নাহয় একটু আগেই হোক। ওর নামে ব্যাঙ্কে বেশ কিছু টাকা ফিক্সড করে দিয়েছি। তার সুদেই ওর বাকি জীবনটা কেটে যাবে। যতো বেশী টাকা সহজলোভ্য হবে ততো লোভ বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। আমি পূর্ণার নির্লোভ অতি সাধারণ মনটাকে পছন্দ করি।" বুঝলাম মেয়েটার নাম পূর্ণা। মাঝে সাঝে যেদিন যেদিন মানুষটার শরীর খারাপ করতো বা ডাক্তারের কাছে যেতে হতো সেদিন আমার একা একা যেন সন্ধ্যে কাটতো না। অসুস্থ থাকলে আমাকে ওর কাছে থাকতেই হতো। এখানে আসার পর থেকে নিয়মিত ভালো-মন্দ খেয়ে বেশ বুঝতে পারছিলাম আমার শরীর স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে। একদিন আমাকে বললো, "ভাবছি তোমাকে বিয়ে করবো। এমনিতেই তুমি আমার সেবা করো তবে এই শেষ কয়টাদিন স্ত্রীর হাতের সেবা পেতে ইচ্ছে করছে। এরই মধ্যে আমার যাবতীয় সম্পত্তি তোমার নামে করে দেবো আর আমার ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টে তোমার নাম এ্যাড করে দেবো। তুমি এই মৃত্যু পথযাত্রীর কথা অমান্য কোরোনা প্লিজ।" তখনই সে তার এক ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বন্ধুকে ফোন করলো। বলে দিল ফেরার পথে সে যেন এখানে একটু আসে। দিনের শেষে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার যতীন সেন এলেন।

মানুষটা সব কথা বললো তাঁকে। আমাকে বিয়ে করতে চায় শুনে বাকা চোখে ভ্রু কুঁচকে আমাকে আপাদমস্তক দেখে বললেন, "চা খাবো, যাও তো একটু চা করে আনো।"

আমি ঘর থেকে বেরুতেই দেখি শশাঙ্কদার হাতে চা জলখাবারের ট্রে। শশাঙ্কদা ঘরে ঢুকতে আমি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পড়লাম। শুনতে পেলাম যতীন সেন বলছেন, "এতো মেয়ে থাকতে তুই এই অশিক্ষিত মেয়েটাকে বিয়ে করে সব সম্পত্তি মেয়েটাকে দিয়ে যাবি! আশ্চর্য!" মানুষটা বললো, "আমি ওকে আমার সব কথা বলেছি। মেয়েটা ভালো। আমার মনের ইচ্ছের দাম দিয়ে আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে।"

"হবেই তো! এতো টাকা মেয়েটি কোনোদিন চোখে দেখেছে! তোকে এমনি এমনি মরতে দেবো নাকি আমরা! বিদেশে নিয়ে যাবো। দাঁড়া আমি সৈকতকে ফোন করে ডাকছি।"

"আবার সৈকত কেনো? আমার ভীড় ভালো লাগছে না।"

"তোর এরকম বোকার মতন যুক্তিহীন সিদ্ধান্ত তোর বন্ধু হয়ে আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না রে।" যতীন সৈকতকে ফোন করে ডাকলো। ভালো চিকিৎসা হলে মানুষটার বাঁচার আশা আছে শুনে শশাঙ্কদা যতীনের পক্ষ নিল। মানুষটা যদি সুস্থ হয়ে ওঠে ভেবে আমারও খুব আনন্দ হলো। আমি নিজের ঘরে চলে গেলাম।

*চলবে*

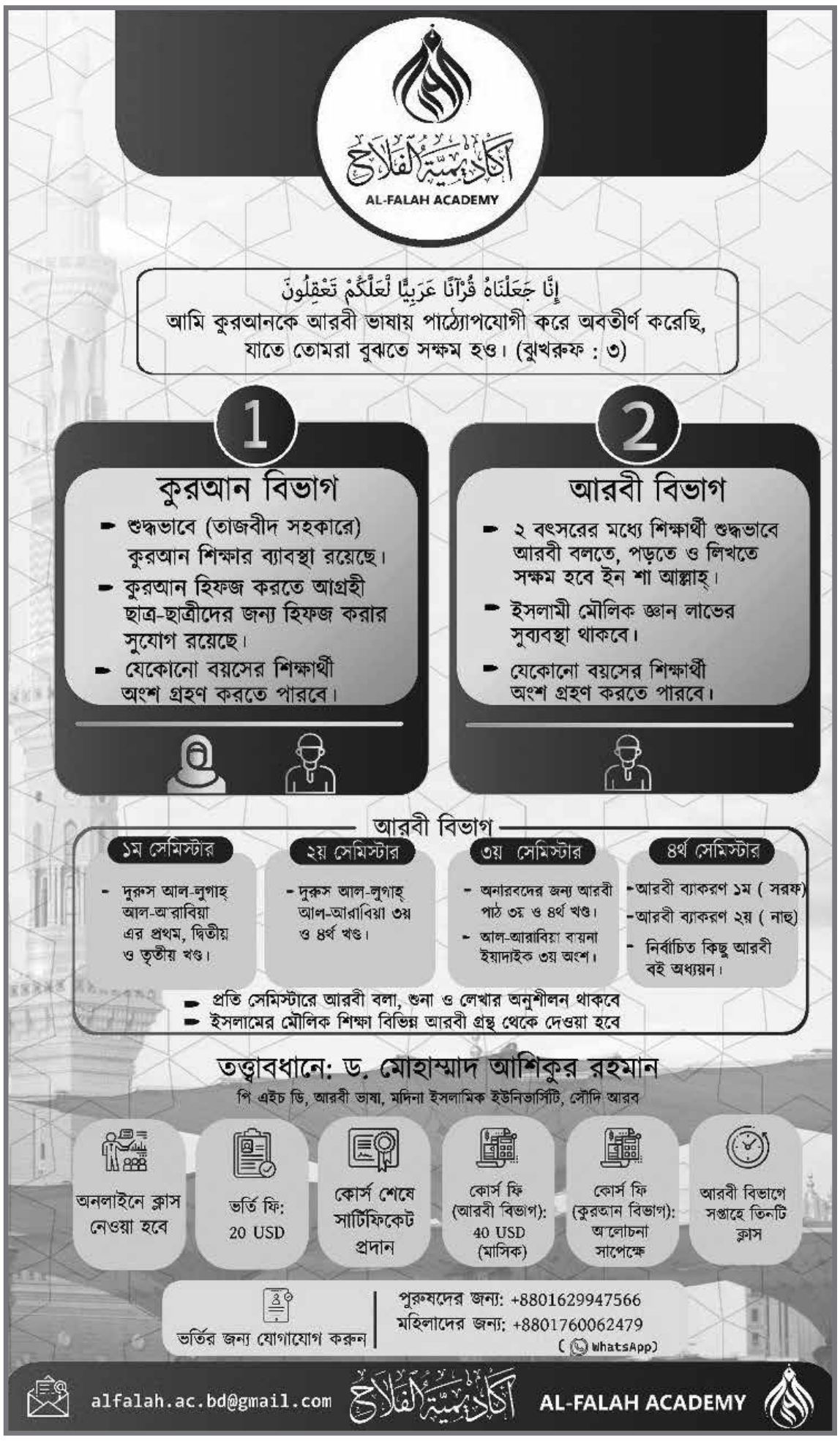

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, March-2022
Year-14


# Australian Most Popular Motorsport

## AUSTRALIAN RACING NEWS

The Thunder Sports Cup is a professional standard Motorsport event for grass-roots competitors! With one of the most open circuit racing technical rule books in Australian Motorsport, the emphasis is on maximum fun in loud, angry looking race cars. With the Series Rules and sponsorship that we have in place, our aim is to accommodate the grass-roots competitor, providing them with maximum fun and bang for buck! This makes The Thunder Sports Cup perfect for the "Garagista", a term coined by Enzo Ferrari to describe the small back-yard racing teams that dared to challenge and beat a grand Constructor like himself.

In 2020 The Thunder Sports Cup was 4 rounds with the Australian Motor Racing Series. A true National Category with drivers from 4 states racing across Victoria, South Australia and New South Wales, there is a live stream and loads of highlights for the fans to catch all the action.

The Technical Rules are the same for all competitors, however under the Series Rules there are two classes - Class A and Class B. Whilst both classes are on the track at the same time, they are in their own race with each class having their own outright winner, own podium and own points. If you think you car may fit but are unsure please contact them or Suprovat Sydney, if your car is in the spirit of the class there is a good chance you can run.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper I সত্যের সাথে সব সময়

# RIG N REPAIR

RIG N REPAIR
AUTOMOTIVE SERVICE

## 68 Yerrick Rd, Lakemba NSW 2195, Australia. Ph: 02 8963 0446

## বাংলাদেশী মালিকানায় বৃহৎ গ্যারেজ

## Phone: 0456 221 337, 0414 891 576

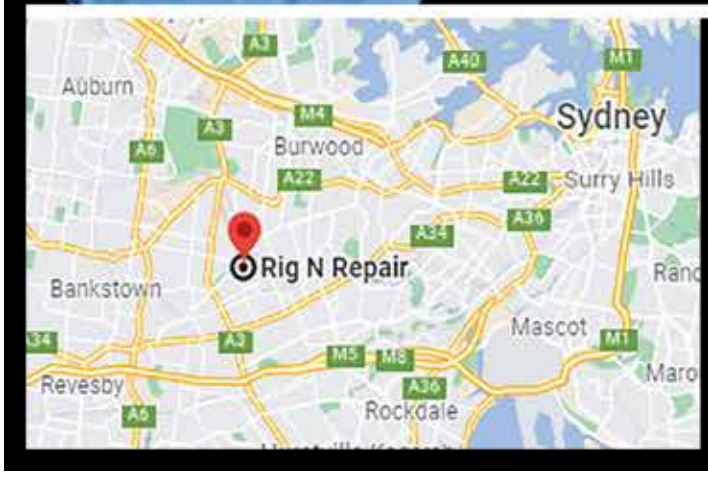


Mechanical Workshop. One Stop Total Care. All makes and models from log book servicing, maintenance and all types of repair work be it small or big. We specialise in both Petrol and Diesel engines in Cars, 4WDs and Light Trucks. Quick turnaround times with affordable prices, been in the industry for over 15 years. Provide all types of vehicle inspection required by RMS.

# খেলাধুলা

## আমাদের ঐতিহ্যবাহী খেলা হা ডুডু

**গোড়ার কথা:**
বাংলাদেশের নিজস্ব ও প্রাচীন খেলার মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় ও সমাদৃত খেলা হা-ডু-ডু। ঐতিহ্যবাহী এ খেলাটি বাংলাদেশের জাতীয় খেলার স্বীকৃতি পেয়েছে। আমাদের দেশে ক্রিকেট ও ফুটবলের ব্যাপক জনপ্রিয়তার মুখেও লাকেজীবনঘনিষ্ঠ খেলা হা-ডু-ডুর অস্তিত্ব অক্ষুন্ন রয়েছে । হা-ডু-ডু স্বীকৃতি পেয়েছে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও।

**শুরুর কাহিনী :**
হা-ডু-ডু বাংলাদেশের নিজস্ব একটি খেলা। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এ খেলা বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন— কাবাডি, কাপাটি, ছি খেলা ইত্যাদি। খানিকটা খালো জায়গায় বছরের যেকোনো সময় এ খেলার আয়াজেন করা যায় । তবে হা-ডু-ডু খেলা বিশেষভাবে আয়াজিত হয়ে থাকে বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে। পহেলা বৈশাখ, স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসের মতো জাতীয় উৎসবে প্রতিযাগিতা হিসেবে হা-ডু-ডু খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মরিশাস, মায়ানমার ও আফগানিস্তানেও হা-ডু-ডু অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

**হা-ডু-ডু খেলার সাধারণ নিয়ম:**
হা-ডু-ডু খেলার জন্য ১২.৫ মিটার লম্বা এবং ১০ মিটার চওড়া জায়গার দরকার হয়। মাঝ বরাবর মধ্যরেখা টেনে সমান দু ভাগে ভাগ করে নেয়া হয় জায়গাটি। দু ভাগে অবস্থান করে দু দলের ৭ জন করে খেলায়োড়। আর ৫ জন অতিরিক্ত খেলায়োড় মাঠের বাইরে থাকে । নিয়মকানুন বেশ সহজ বলে এ খেলায় প্রতিযাগী হতে পারে যে কেউ। খেলা শুরু হওয়ার আগে দুপক্ষ দূরত্ব বজায় রেখে মুখামুখি দাঁড়ায়। খেলা শুরু হলে এ পক্ষের একজন খেলায়োড় মাঝরেখা থেকে দম বন্ধ করে হা-ডু-ডু বা অন্য কোনো বালে আওড়াতে আওড়াতে বিপক্ষ দলের সীমানায় ঢুকে পড়ে এবং দম থাকতে থাকতে প্রতিপক্ষের এক বা একাধিক খেলায়োড়কে ছুঁয়ে নিরাপদে নিজের কোর্টে ফিরে আসে। প্রতিপক্ষের যে কজনকে সে ছুঁয়ে আসতে পারে সে কজন 'মরা' বলে বিবেচিত হয় এবং খেলা থেকে বেরিয়ে যায় । কিন্তু প্রতিপক্ষের হাতে সে যদি আটকা । পড়ে এবং দম থাকতে থাকতে নিজেকে ছাড়িয়ে স্বস্থানে ফিরে আসতে না পারে তাহলে সে-ই 'মরা' বলে বিবেচিত হয়। দু পক্ষই পালাক্রমে দু দুলের খেলায়োড়কে 'মরা করতে চায়। প্রতিপক্ষের খেলায়োড়কে 'মরা' করে নিজ দলের 'মরা খেলায়োড়কে আবার খেলায় ফিরিয়ে আনা যায়। এভাবে কয়েকবার খেলা চলে এবং জয়ের দিক থেকে যে দল এগিয়ে থাকে সে দল বিজয়ী হিসেবে বিবেচিত হয়। তাছাড়া একবার খেলেও জয়-পরাজয় নির্ধারণ করা যেতে পারে।

**জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিয়ম:**
বাঙালির লাকেজীবনের সাথে ঘনিষ্ঠ এ খেলাটিতে সাধারণভাবে তেমন কোনো রীতি মেনে চলা হয় না। তবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে হা-ডু-ডু খেলার কিছু নিয়মকানুন রয়েছে। এ নিয়ম অনুযায়ী মাঝখানে পাঁচ মিনিটের বিরতি দিয়ে দু বারে বিশ মিনিট করে মাটে পঁয়তাল্লিশ মিনিট খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলা পরিচালনায় নিয়াজিত থাকেন একজন রেফারি, দু জন আম্পায়ার, একজন স্কোরার এবং দু জন সহকারী স্কোরার । জয়-পরাজয় নির্ধারণ করা হয় পয়েন্টের ভিত্তিতে। শারীরিক ওজন আশি কেজির বেশি হলে প্রতিযাগিতায় অংশগ্রহণ করা যায় না ।

**খেলার উপযাগিতা:**
হা-ডু-ডু বাংলাদেশের পরিবেশ উপযাগী একটি খেলা। এ খেলায় তেমন কোনো উপকরণের প্রয়াজেন হয় না, খরচও হয় না বললেই চলে। কিন্তু স্বাস্থ্যচর্চায় হা-ডু-ডু দারুণ উপযাগী খেলা। দম নিয়ে খেলতে হয় বলে হা-ডু-ডু খেলায়োড়দের ফুসফুসের কর্মক্ষমতা বেশি থাকে। খেলাটিতে শরীরিক দক্ষতা ও উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়াগেরও যথেষ্ট সুযাগে রয়েছে। সর্বোপরি খেলাটি দর্শকদের নির্মল আনন্দ জোগায়।

**করণীয় :**
বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী খেলা হা-ডু-ডু আন্তর্জাতিক খেলার স্বীকৃতি পাওয়ায় এর মর্যাদা আরও বেড়েছে। সাফ গেমস ও এশিয়ান গেমসে খেলাটি অন্তর্ভুক্ত বলে বাংলাদেশের মর্যাদাও এর সঙ্গে জড়িত। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে হা-ডু-ডু খেলায় অংশগ্রহণ ও বিজয় অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশের নাম নতুনভাবে ছড়িয়ে পড়ার সুযাগে রয়েছে। তাই এ খেলায় দক্ষতা অর্জনের জন্যে দরকার নিয়মিত এর চর্চা। ব্যাপকভাবে খেলাটির আয়াজেন করা হলে এবং নিয়মিত চর্চা করলে বাংলাদেশের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী এ খেলায় সাফল্য অর্জন কঠিন নয়।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

# ইসরা ও মিরাজ

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম রাসূল -কে যত মুজিযা দিয়েছেন সেগুলির অন্যতম একমু জিযা হলাে ইসরা ও মিরাজ। "ইসরা" অর্থ "নৈশ-ভ্রমন" বা রাত্রিকালে ভ্রমণ করানাে।" আর" মি'রাজ" অর্থ "উর্ধ্বারাহেণ বা "উর্ধবারাহেণের যন্ত্র। মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ -কে এক রাত্রিতেম কা মুআজ্জামা থেকে ফিলিস্তিনের 'আল-মাসজিদুল আকসা' পর্যন্ত নিয়ে যান। এরপর সেখান থেকেউ র্ধ্বে ৭ আসমান ভেদ করে তাঁর নৈকট্যে নিয়ে যান। মক্কা শরীফ থেকে আল-মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণকে ইসরা" এবং সেখান থেকে উর্ধ্বে গমনকে মিরাজ বলা হয়। মিরাজের ঘটনা রাসূলুল্লাহ -এর জীবনের অন্যতম ঘটনা। কুরআন কারীমে একাধিক স্থানে এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। সূরা বনী ইসরাঈলের শুরুতে ইসরার ঘটনা বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন:

পবিত্র তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীযাগে ভ্রমন করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্য। (সূরা ইসরা (বনী ইসরাঈল), ১ আয়াত)

এরপর আল্লাহ মূসা (আ)-কে কিতাব প্রদান, ইহুদীদের দায়িত্ব এবং ইহুদীদের পাপাচারেরকা রণে দুবার আল-মাসজিদুল আকসা ধ্বংসের কথা উল্লেখ করেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, খৃস্টপূর্ব ১০০০ সালের দিকে সূলাইমান (আ)-এর মাসজিদুল আকসা নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়।

সুলাইমান (আ)-এর পরে ইহুদীরা মুর্তিপূজা, যুদ্ধবিগ্রহ ও পাপচারে লিপ্ত হয়। প্রায় ৪০০ বৎসর পরে খৃস্টপূর্ব ৫৮৬ সালে ব্যবিলনের সম্রাট নেবুকাদনেজার মসজিদে আকসা সমূলে ধ্বংস করে ইহুদীদের বন্দী করে ব্যবিলন নিয়ে যান। প্রায় ৭ বৎসর পরে তারা মুক্ত হয়ে পুনরায় মসজিদ নির্মাণ করে।

এরপর তাদের অবাধ্যতা ও পাপাচারের ধারা অব্যাহত থাকে। সর্বশেষ ৭০ খৃস্টাব্দে রামোন সম্রাট ভ্যসপাসিয়ানের সময়ে তার পুত্র পরবর্তী সম্রাট টিটো এ মসজিদ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেন।

বস্তুত মহান আল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মাধ্যমে এ পৃথিবীতে তাওহীদের বাণী পুনরুজ্জীবিত করেন এবং তাকে মানব জাতির ইমামত বা নেতৃত্ব প্রদান করেন। আজ থেকে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার বৎসর আগে, খৃস্টজন্মের প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ইবরাহীম (আ) ইরাক, সিরিয়া, আরব, মিসর বা তৎকালীন সভ্য জগতে তাওহীদের প্রচার করেন। ইবরাহীম (আ)-এর বড় ছেলে ইসমাঈল (আ) ও ছাটে ছেলে ইসহাক (আ)। আল্লাহ ইবরাহীম (আ)-কে প্রদত্ত এ নেতৃত্বের দায়িত্ব সাময়িকভাবে ইসহাকের ছেলে ইয়াকুব বা ইসরাঈল (আ)-এর বংশধরদেরকে প্রদান করেন, যারা বনী ইসরাঈল বা ইহুদী জাতি বলে প্রসিদ্ধ। মহান আল্লাহ এ জাতিকে অনেক বরকত ও করুণা দান করেন।

যেরুশালেম বা বাইতুল মাকদিসকে তাওহীদের বরকতময় কেন্দ্র বানিয়ে দেন। হাজার হাজার নবী তথায় আগমন করেন। কিন্তু এ জাতি সর্বদা অবাধ্যতা ও পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে। ফলে বারংবার আল্লাহ তাদের উপর গযব নাযিল করেন। সর্বশেষ আল্লাহ তাদের হাত থেকে মানবতার নেতৃত্ব কেড়ে নিয়ে ইবরাহীম (আ)-এর বড় ছেলে ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরকে প্রদান করেন। যেরুশালেমকে মক্কার নেতৃত্বে দিয়ে দেওয়া হয়। আর এজন্য রাসূলুল্লাহ মি'রাজের মুবারক সফরের শুরুতে প্রথমে বাইতুল মাকদিস গমন করে সকল নবীর ইমাম হয়ে সালাত আদায় করেন। তাঁর উম্মাতের পক্ষ থেকে বিশ্ব মানবতার নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর তিন মহান স্রষ্টার সান্নিধ্যে গমন করেন। মি'রাজের বিষয় কুরআন কারীমে সূরা নাজমেও আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। এ সূরার শুরুতে আল্লাহ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ জীবরাঈল (আ) থেকে ওহী লাভ করেন এবং তিনি জিবরাঈল (আ)- কে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছেন। এরপর মিরাজের রাত্রিতে সিদরাতুল মুনতাহার নিকট জিবরাঈলকে পুনরায় স্বআকৃতিতে দর্শন এবং আল্লাহর অবর্ণনীয় নিয়ামত দর্শনের বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

সে (মুহাম্মাদ ) যা দেখেছে তামেরা কি সে বিষয়ে তার সাথে বিতর্ক করবে? নিশ্চয়ই সে তাকে (জিবরীলকে) আরেকবার দেখেছিল সিদরাতুল মুনতাহা-র (প্রান্তবর্তী বদরী বৃক্ষের) নিকট। যার নিকট অবস্থিত জান্নাতুল মা'ওয়া। যখন বৃক্ষটি যদ্বারা আচ্ছাদিত হবার তদ্বারা ছিল আচ্ছাদিত। তার দৃষ্টি বিভ্রম হয় নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয় নি। সে তাে তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলি দেখেছিল।
(সুরা (৫৩) নাজম: ১২-১৮।)

হাদীস ও সীরাত বিষয়ক গ্রন্থে প্রায় ৪০ জন সাহাবী সহীহ বা যয়ীফ সনদে মিরাজের ঘটনার বিভিন্ন দিক ছাটে বা বড় আকারে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোনাে হাদীসে রাসূলুল্লাহ থেকে মি'রাজের তারিখ সম্পর্কে একটি কথাও বর্ণিত হয়নি। সাহাবী-তাবিয়ীগণও তারিখ বিষয়ে তেমন কিছু বলেন নি। এসকল হাদীসের শিক্ষা গ্রহণই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। দিবস পালন তাে দূরের কথা তারিখ জানার বিষয়ে তাদের আগ্রহ ছিল অতি সামান্য। ফলে তারিখের বিষয়ে পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরাধে দেখা দেয়। মিরাজ একবার না একাধিকবার সংঘঠিত হয়েছে, কোন বৎসর হয়েছে, কোন মাসে হয়েছে, কোন তারিখে হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে অনেক মতবিরাধে রয়েছে। এবিষয়ে প্রায় ২০টি মত রয়েছে। ফাতহুল বারী, উমদাতুল কারী, আল-মাওয়াহিবুল্লাদুনিয়্যাহ, শারুহুল মাওয়াহিব, তারিখে ইবন কাসীর, সীরাহ শামিয়্যাহ ইত্যাদি হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও সীরাতুন্নাবী বিষয়ক যে কোনাে মৌলিক আরবী গ্রন্থে আপনারা এ সকল মত দেখতে পারবেন।

কোনাে কোনাে আলিমের মতে যুলকাদ মাসে, কার মতে রজব মাসের এক তারিখে, বা রজব মাসের প্রথম শুক্রবারে এবং কারাে মতে রজব মাসের ২৭ তারিখে মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল। তবে অধিকাংশ আলিমই বলেছেন যে, রবিউল আউয়াল মাসে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল। তাবিয়ীদের মধ্যে ইমাম যুহরী ও উরওয়া ইবনুয যুবাইর থেকে এ মত বর্ণিত। ইবনু আবী শাইবা সংকলিত এক মুরসাল হাদীসে জাবির (রা) ও ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সামেবার জন্মগ্রহণ করেন, এদিনেই তিনি নুবুওয়াত লাভ করেন, এ দিনেই তিনি মি'রাজে গমন করেন, এদিনেই তিনি হিজরত করেন এবং এদিনেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২/৪৭০-৪৮০; খান্দেকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি,. পূ. ৪০৯।)

মিরাজের বিস্তারিত ঘটনার বিশদ বর্ণনা অনেক সময়ের প্রয়াজেন। মিরাজ বিষয়ক সিহাহ সিত্তার হাদীসগুলি একত্রিত করেছেন ইমাম ইবনুল আসীর তাঁর "জামিউল উসূল" গ্রন্থে। এ ছাড়া এ বিষয়ক প্রসিদ্ধ, অপ্রসিদ্ধ সহীহ-যয়ীফ সকল হাদীস সংকলন ও সমন্বয় করেছেন আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ শামী তার সীরাহ শামিয়্যাহ" গ্রন্থে। এগুলির আলাকে সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে মিরাজের সংক্ষেপ ঘটনা আমরা এখানে আলাচেনা করব।

রাসূলুল্লাহ (সা.) কাবা ঘরের উত্তর পার্শে হাতীম-এর মধ্যে শুয়ে ছিলেন। এমতাবস্থায় জিবরাঈল (আ) কয়েকজন ফিরিশতা সহ তথায় আগমন করেন। তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর বক্ষের উপরিডাগ থেকে পেট পর্যন্ত কেটে তাঁর হৎপিণ্ড বের করেন, তা ধৌত করেন এবং বক্ষকে ঈমান, হিকমাত ও প্রজ্ঞা দ্বারা

পরিপূর্ণ করেন এবং তাঁর হৎপিণ্ডকে পুনরায় বক্ষের মধ্যে স্থাপন করেন। এরপর "বুরাক" নামে আলারে গতি সম্পন্ন একটি বাহন তার নিকট আনয়ন করা হয়। তিনি এ বাহনে বাইতুল মাকদিস বা যেরুশালেমে গমন করেন। মহান আল্লাহ তথায় পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলদেরকে সমবেত করেন।

রাসূলুল্লাহ -এর ইমামতিতে তাঁরা তথায় দু রাক'আত সালাত আদায় করেন। এরপর "মিরাজ" আনয়ন করা হয়। "মি'রাজ" অর্থ উধ্বারাহেণ যন্ত্র"। এ যন্ত্রের প্রকৃতি সম্পর্কে হাদীসে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, এর সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। তিনি মি'রাজে উঠে উরধ্বে গমন করেন এবং একে একে সাত আসমান অতিক্রম করেন। প্রথম আসমানে আদম (আ), দ্বিতীয় আসমানে ইয়াহইয়া (আ) ও ঈসা (আ), তৃতীয় আসমানে ইউসুফ (আ), চতুর্থ আসমানে ইদরীস (আ), পঞ্চম আসমানে হারন (আ), ষষ্ঠ আসমানে মূসা (আ) এবং সপ্তম আসমানে ইবরাহীম (আ)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত, সালাম ও দুআ

বিনিময় হয়। এরপর তিনি সৃষ্টিজগতের শেষ প্রান্ত "সিদরাতুল মুনতাহা" গমন করেন। তথা থেকে তিনি জান্নাত, জাহান্নাম ও মহান আল্লাহর অন্যান্য মহান সৃষ্টি পরিদর্শন করেন ও তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেন। মহান আল্লাহর তাঁর উম্মাতের জন্য দৈনিক ৫০ ওয়াক্ত সালাতের বিধান প্রদান করেন। ফিরে আসার সময় মূসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হলে তিনি প্রশ্ন করেন, আল্লাহ আপনাকে কী নির্দেশ দিলেন?

তিনি বলেন, তিনি আমাকে দৈনিক ৫০ ওয়াক্ত সালাতের বিধান দিয়েছেন। মূসা (আ) বলেন, আমি আমার উম্মাতের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আপনার উম্মাত এ বিধান মানতে পারবে না, আপনি মহান রবের কাছে ফিরে গিয়ে বিধানটি সহজ করার আবেদন করুন। রাসূলুল্লাহ তাঁর মহান রব্বের কাছে ফিরে যেয়ে আবেদন করেন। এতে আল্লাহর দশ রাক'আত কমিয়ে দেন। মূসা (আ) এবারাে আপত্তি করেন এবং আরাে সহজ করার জন্য আবেদনের পরামর্শ দেন। এভাবে মূসা (আ)-এর পরামর্শে রাসূলুল্লাহ (সা.) বারংবার আল্লাহর দরবারে কমানারে আবেদন করতে থাকেন এবং আল্লাহ প্রতিবার ১০ ওয়াক্ত করে কমাতে থাকেন। সর্বশেষ দশ থেকে কমিয়ে তিনি ৫ ওয়াক্ত নামায ফরয করেন এবং বলেন, আমার নির্দেশ বলবত থাকল, আমি আমার বান্দাদেরকে দশ গুণ সাওয়াব দিব। তারা ৫ ওয়াক্ত সালাতে ৫০ ওয়াক্তের সাওয়াব পাবে। এরপর রাসূলুল্লাহ মিরাজ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন।

মিরাজে গমন ও প্রত্যাবর্তনের সময় এবং জান্নাত-জাহান্নামে রাসূলুল্লাহ -কে বিভিন্ন পাপ ও পুন্যের বিভিন্ন প্রকার শাস্তি ও পুরস্কার দেখানাে হয়। এক পর্যায়ে তিনি অত্যন্ত মনামুগ্ধকর সুগন্ধের ঘ্রাণ লাভ করেন। তিনি বলেন, জিবরাঈল, এটি কিসের সুঘ্রাণ। জিবরাঈল বলেন, এ হলাে ফিরাউনের কন্যার চুল আঁচড়ানাে দাসী ও তার সন্তানদের সুগন্ধ। দাসীটি ঈমানদার ছিল। একবার চুল আঁচড়ানারে সময় চিরুনী পড়ে গেলে সে বিসমিল্লাহ বলে তা তুলে নেয়। ফিরাউন-কন্যা বলে, আমার পিতার নাম নিয়েই না কর্ম শুরু করতে হবে! দাসীটি বলে, তামোর, আমার ও তামোর পিতার রব্ব আল্লাহর নামে। ফিরাউন-কন্যা ক্রোধান্বিত হয়ে তার পিতাকে বিষয়টি জানায়। ফিরাউন উক্ত দাসীকে জিজ্ঞাসা করেছিল। রাসূলুল্লাহ উত্তরে বলেন: "এ হলাে জিবরীলের কথা। আল্লাহ তাঁকে যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন আমি এই দুবার ছাড়া আর কখনাে তাঁকে তাঁর সেই প্রকৃত আকৃতিতে দেখি নি। আমি দেখলাম তিনি আকাশ থেকে নেমে আসছেন। তাঁর আকৃতির বিশালত্ব আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সবকিছু অবরুদ্ধ করে দিচ্ছে।" আয়েশা বলেন: তুমি কি আল্লাহকে বলতে শানে নি: "তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত; এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত? (সুরা (৬) আনআমঃ ১০৩ আয়াত।)

তুমি কি আল্লাহকে বলতে শানে নি: "কোনাে মানুষের জন্যই সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে, অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে, যে দূত তার অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন, তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়"?" (সুরা (৪২) শুরা: ৫১ আয়াত।)

রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রভাতের দিকে মককায় ফিরে আসেন। আবু বাকর (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.), আপনি সারারাত কোথায় ছিলেন, আমি রত্রিবেলায় আপনাকে খুঁজেছিলাম, কিন্ত পাই নি। ***২০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন***

# মিরাকল অব কোরআন ৮

@আতিকুর রহমান

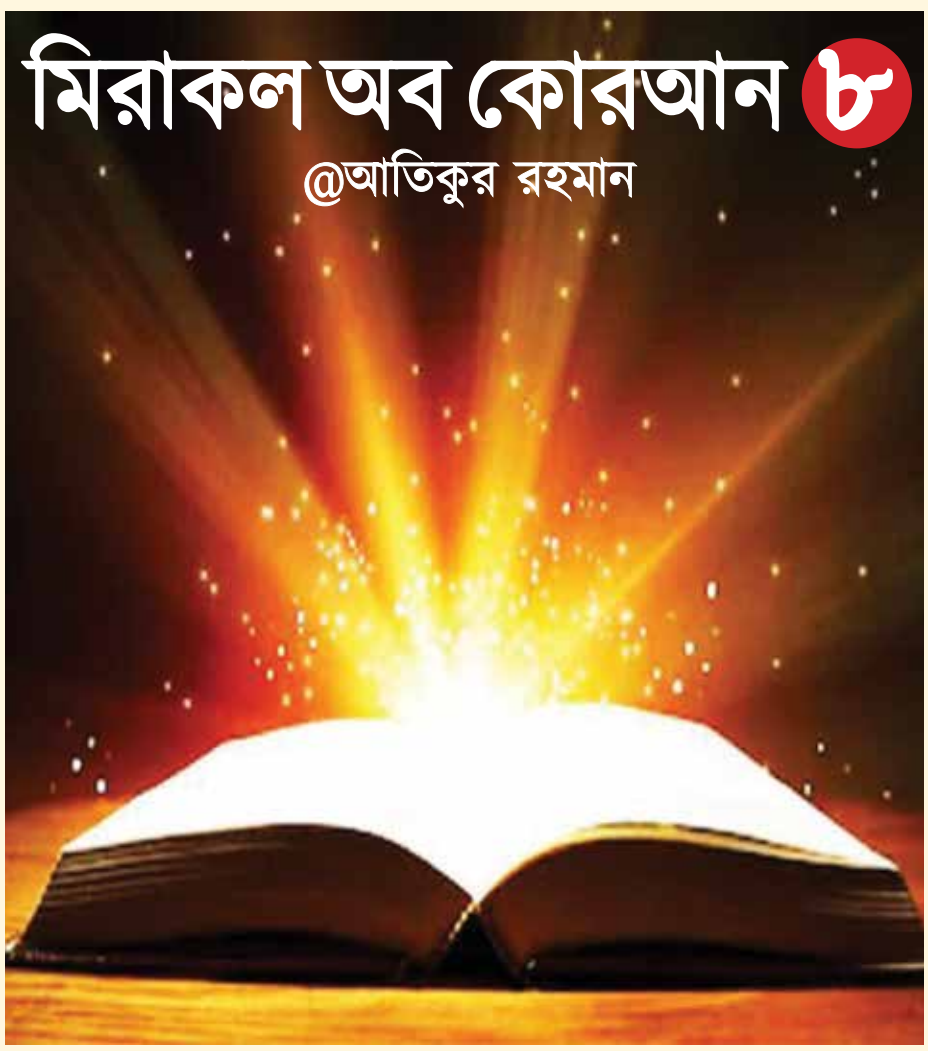

## অধ্যায় আট: অক্সিজেনের ঘাটতিতে বক্ষ সংকুচিত হয়

ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতায় উঠলে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের লেভেল হ্রাস পেতে শুরু করে। যখন অক্সিজেনের লেভেল হ্রাস পায় তখন ফুসফুসের রক্তনালীগুলি সংকুচিত হতে থাকে। যা হাইপোক্সিক পালমোনারি ভাসোকন স্ট্রিকশন (এইচপিভি) (Hypoxic pulmonary vasoconstriction), যা এলিউর-লিলজেস্ট্র্যান্ড মেকানিজম (Euler-Liljestrand mechanism) নামেও পরিচিত। এটি একটি ফিজিওলজিক্যাল ঘটনা যেখানে ছোট পালমোনারি ধমনীগুলি কম অক্সিজেনের কারণে সংকুচিত হয়ে যায়।
(সূত্রঃ https://en.wikipedia.org/wiki/Hypoxic_pulmonary_vasoconstriction)
আমরা বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ করি আর কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস নিঃসরণ করি। বাতাসে অক্সিজেনের লেভেল কমে গেলে ফুসফুসের রক্তনালীগুলি সংকুচিত হয়ে যায়। এটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কার। অথচ ফিজিওলজির এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কোরআনে বর্ণিত হয়েছে ১৪০০+ বছর আগে। কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলছেন:
অর্থঃ অতঃপর আল্লাহ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে সংকীর্ণ অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। এমনি ভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না। আল্লাহ তাদের উপর আযাব বর্ষন করেন। (সূরা আল আন-আম, ৬:১২৫)

আমাদের রব হেদায়েত প্রাপ্তদের বেলায় বলেছেন বক্ষ উন্মুক্ত করে দেন। বিপথগামীদের বেলায় বক্ষ সংকীর্ণ করে দেন বলেই শেষ করেননি বরং উদাহরণ টেনেছেন যে সে যেন সবেগে আকাশে আরোহন করছে।
আকাশে আরোহন করলে বক্ষ সংকীর্ণ হতে পারে কোরআনের দেয়া এ তথ্যের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যের কি অসাধারণই না মিল !

*১৯ পৃষ্ঠার পর*

# ইসরা ও মিরাজ

**সালাতের মাধ্যমেই উম্মাত দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বোচ্চ নিয়ামত লাভ করতে পারবে। আবার সালাত অবহেলা করলে মুমিনের ঈমান হারিয়ে সর্বহারা হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়। সালাতকে গ্রহণ করলে মিরাজের হাদিয়া গ্রহণ করা হয়**

তিনি তাঁকে মিরাজের কথা জানান। আবু বাক্র সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করেন। দিবসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইসরার বিষয় আবু জাহল ও অন্যান্য কাফিরকে জানালে তারা তাদের অভ্যাসমত তা অস্বীকার করে। উপরন্তু এ বিষয়কে তারা তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের একটি বড় হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে বলতে থাকে, বাইতুল মাকদিস বা যিরুশালেম শহরে যেতে আসতে আমাদের মাসাধিক কাল সময় লাগে, আর মুহাম্মদ নাকি রাতারতি সেখান থেকে ঘুরে এসেছে। কতিপয় দুর্বল ঈমান মানুষ তাদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে ইসলাম ত্যাগ করে। এক পর্যায়ে কাফিররা রাসূলুল্লাহ (সা.) -কে অপদস্ত করার সমবেত হয়ে তাঁকে বাইতুল মাকদিস বা যিরুশালেম নগরীর বিভিন্ন খুটিনাটি বিষয়ে প্রশ্ন করে। রাত্রিকালে রাসূলুল্লাহ শহরকে অত ভালভাবে লক্ষ্য করেন নি। তিনি ভীত হয়ে পড়েন। তখন মহান আল্লাহ বাইতুল মাকদিস শহরকে তাঁর সামনে তুলে ধরেন। তিনি কাফিরদের প্রশ্নের উত্তরে শহরের বর্ণনা প্রদান করেন। মকাবাসীদের অনেকেই ব্যবসা উপলক্ষ্যে তথায় যাতায়াত করত। তারা অবাক হয়ে বলতে থাকে, বর্ণনা তা হুবহু মিলে যায়। তখন আবু জাহল ও তার অনুসারীরা বিষয়টিকে মুহাম্মাদ (সা.)-এর যাদু বলে মানুষদেরকে বুঝাতে থাকে।

শুধু আবু জাহলের সহচরগণই নয়, পরবর্তী হাজার বৎসর যাবৎ অনেকেই বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে বিভিন্নভাবে মিরাজকে অস্বীকার করার বা অপব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। অনেকে দাবি করেছে মিরাজ ছিল একটি স্বপ্ন মাত্র। বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে তারা দাবি করেছে যে, পৃথিবীর উপরে বা বিভিন্ন আসমানে বরফ, আগুন, বিষাক্ত গ্যাস ইত্যাদির স্তর রয়েছে, যেগুলি ভেদ করে কোনো মানুষ যেতে পারে না। কেউ দাবি করেছে মধ্যাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভবে নয়।

আমরা দেখেছি যে, কুরআন কারীমে আল্লাহ বলেছেন, তিনি তাঁর বান্দা"-কে মিরাজে নিয়েছিলেন। আর বান্দা বলতে আত্মা ও দেহের সমন্বিত মানুষকেই বুঝানো হয়। কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে "বান্দা" বলতে দেহ ও আত্মার সমন্বিত জাগ্রত মানুষকেই বুঝানো হয়েছে, ঘুমন্ত মানুষের আত্মাকে কখনো "বান্দা" বলা হয় নি। অগণিত হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, মি'রাজ জাগ্রত অবস্থাতেই হয়েছিল। এছাড়া আমরা জানি যে, কাফিরগণ ইসরা ও মি'রাজ অস্বীকার করে এবং একে অসম্ভব বলে দাবি করে। এমনকি কতিপয় দুর্বল ঈমান মুসলিম ইসলাম পরিত্যাগ করে। এ থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) জাগ্রত অবস্থায় দৈহিকভাবে মিরাজ সংঘটিত হওয়ার কথাই বলেছিলেন। নইলে কাফিরদের অস্বীকার করার ও দুর্বল ঈমান মুসলিমদের ঈমান হারানোর কোনো কারণই থাকে না। স্বপ্নে এরূপ নৈশভ্রমন বা স্বর্গারোহণ কোনো অসম্ভব বা অবাস্তব বিষয় নয় এবং এরূপ স্বপ্ন দেখার দাবি করলে তাতে অবাক হওয়ার মত কিছু থাকে না। যদি কেউ দাবি করে যে, ঘুমের মধ্যে সে একবার পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে এবং একবার পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে চলে গিয়েছে, তবে তার দেহ স্বস্থানেই রয়েছে এবং দৈহিক অবস্থার পরিবর্তন হয় নি, তবে কেউ তার এরূপ স্বপ্ন দেখার সম্ভাবনা অস্বীকার করবে না বা এতে অবাকও হবে না।

আধুনিক বিজ্ঞান সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে, জাগ্রত অবস্থায় সশরীরের এরূপ অলৌকিক নৈশভ্রমন ও উর্ধ্বারোহণ অসম্ভব নয়। মিরাজের ঘটনাবালির মধ্যে আরো অনেক বৈজ্ঞানিক মুজিযার সন্ধান পেয়েছেন আধুনিক বিজ্ঞানীরা।

আমরা অনেকে শুধু ২৭শে রজব আসলে মিরাজ আলাচেনা করি। আবার কেউ এ দিনে ও রাতে খাস ইবাদত-বন্দেগী করি। আমরা দেখেছি যে, কুরাআন ও হাদীসে অগণিত স্থানে মিরাজের বর্ণনা এসেছে, কিন্তু কোথাও তারিখ বলা হয় নি।মিরাজের রাত্রিতে বা দিনে নফল সালাত, নফল সিয়াম বা অন্য কোন খাস ইবাদতের কথা রাসূলুল্লাহ (সা.) বা সাহাবীগণ শিক্ষা দেন নি। মিরাজের তারিখই রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে জানান নি। কয়েক শতক আগেও 'শবে মি'রাজ বলতে নির্দিষ্ট কোনো রাত নির্দিষ্ট ছিল না। ২৭শে রজব শবে মিরাজ হওয়ার বিষয়টি আলিম ও ঐতিহাসিগণের অনেকগুলি মতের মধ্যে একটি মত মাত্র। এ জন্য আমাদের উচিত এ মাসে এবং সারা বসরই কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসের আলাকে মিরাজের ঘটনাবলি ও শিক্ষা আলাচেনা করা।

মিরাজের অন্যতম নেয়ামত হল ৫ ওয়াক্ত ফরয সালাত। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম রাসূলকে দীনের যত আহকাম দিয়েছেন সবই ওহীর মাধ্যমে জিবরাঈল দুনিয়াতে দিয়ে গিয়েছেন।

একমাত্র ব্যতিক্রম হলো সালাত। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম রাসূল (সা.)-কে নিজের সান্নিধ্যে নিয়ে তাকে তার উম্মাতের জন্য সালাতের মহান নিয়ামত প্রদান করেছেন। সালাতের মাধ্যমেই উম্মাত দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বোচ্চ নিয়ামত লাভ করতে পারবে। আবার সালাত অবহেলা করলে মুমিনের ঈমান হারিয়ে সর্বহারা হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়। সালাতকে গ্রহণ করলে মিরাজের হাদিয়া গ্রহণ করা হয়।

ইসরা ও মিরাজের শিক্ষা অনুধাবনের জন্য আমাদের কুরআন কারীমের "সূরা ইসরা" অধ্যয়ন করা দরকার। ১৫ পারার প্রথম সূরা, কুরআন কারীমের ১৭ নং সূরার নাম "সুরা ইসরা"। এ সূরাকে "সূরা বনী ইসরাঈল"ও বলা হয়। এ সূরায় ইসরা ও মিরাজের বিষয় উল্লেখের মধ্যে মহান আল্লাহ পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদের শাস্তি, শিরকমুক্ত তাওহীদের গুরুত্ব, পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, দরিদ্র ও অন্যান্য মানুষের অধিকার পালনের গুরত্ব, ব্যভিচার, হত্যা, এতিমের সম্পদ ভক্ষণ, ওযনে-পরিমাপে কম দেওয়া, আন্দাযে ধারণা ভিত্তিক মতামত প্রকাশ বা অপবাদ দেওয়া, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, অহঙ্কার করা ইত্যাদি মহাপাপের ভয়াবহতা বর্ণনা করেছেন। আমরা দেখেছি যে, মিরাজের মধ্যে এ ধরনের পাপের শাস্তি রাসূলুল্লাহ -কে প্রদর্শন করানো হয়। ইসরা ও মিরাজ উপলক্ষ্যে এ সূরার অনুধাবন ও পর্যালাচেনা অতীব প্রয়াজেন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

# বেলাশেষে
## আহমদ রাজু

অত ব্যস্ত হবার দরকার নেই
আরো কিছুক্ষণ থাকবো; তুমি
বিশ্বাস করতেই পারো।

অলিখিত সব হিসাব মেলেনা প্রেমেন্দু
হুট করে চলে আসবো একদম সরাসরি
তুমি ভাবতেই পারোনি তাই না?
কোনদিন আসবো এমন কথাও ছিল না!
কতদিন- কত বছর কেটে গেছে
বুড়ি ভৈরব শুকিয়ে এখন মোল্যাদের দখলে
শ্মশান ঘাটে কলার চাষ হয় দেদারছে
আর সরকারী গোরস্থান! সেখানেও একই অবস্থা।
সব দেখো পরিবর্তন হয়েছে দিনের সাথে পাল্লা দিয়ে
শুধু পরিবর্তন হয়নি তোমার- আমার।
তোমার ঠিকানা কিভাবে পেয়েছি জানতেও চেওনা
চাইলেও বলতে পারবোনা সঠিক; হয়তো ভুলে গেছি কিম্বা মনে নেই।

চা-কফির কথা বলছো?
কিছুই খাবোনা এখন
ওসব আর আমার শরীরে মানায় না
একা একা বেঁচে থেকে জীবন যেখানে অর্থহীন
সেখানে অলিক বিশ্বাসে জীবন ধারণের কোন মানেই হয় না।

প্রেমেন্দু বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল-
'একা! এর অর্থ কী? তবে কি তমালের সাথে...'
এ ভাবনা তোমার এখনো আছে জানি। তবে
আমি আজও বলছি; সে আমার একজন ভাল বন্ধু
সংসার যাপনের জন্যে ছিলনা- নেই।
আর যোগাযোগ বলতে- অনেকদিন যোগাযোগ নেই
তার সাথে। শুনেছি আমেরিকা প্রবাসী হয়ে
সংসার পেতেছে প্রাকৃতিক নিয়মে।
ভেবেছিলাম অন্তত একটিবার ফোন করে জানাবে
বউটার কথা- বাচ্চার কথা। জানায় নি। বেইমান
সব বেইমান। তবুও সে আমার বন্ধু ছিল
হৃদয়ের কোনজুড়ে- আজো আছে।
আজ এসব কথা তোমার কাছে বলা অর্থহীন তা জানি
তারপরও বললাম কারণ- মধ্যাহ্ন বিরতীতে এসে পৌঁছেছি আমরা
কোন কিছুতে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ নেই।
নতুন করে কিছু পাবার নেই- হারাবারও নেই
যা পেয়েছি- হারিয়েছি তা অতীত- প্রত্যন্ত অতীত।
যাক এসব কথা। তোমার খবর কী?
কাউকেইতো দেখছি না।

'অনিতা জীবনটা যত সহজ ভেবেছিলে ততটা সহজ নয়;
এতদিনে বুঝেছো হয়তো। অন্তত আমি বুঝে গ্যাছি
আর যাই হোক আমার দ্বারা সংসার হবে না।
জগৎ সংসারে আমার আমিত্ব ছাড়া আর কিছুই নেই।
বউ-বাচ্চা? সেতো অনেক দূরে। চোখ কপালে তুললে অনিতা?
ভুল কেউ কম করেনি। আর সেই ভুলের মাসুল দিয়েছি
তুমি আর আর।'

তবে কি তুমিও...

'হ্যাঁ অনিতা। আমি সংসারে প্রবেশ করতে পারিনি এক
অদৃশ্য বাঁধনে। যে বাঁধন আমাকে বেঁধে রেখেছে
বৈশাখী বিশ্বাসে। বাদ দাও ওসব কথা
চা-কফি কিছুই কি চলবে না? তুমি বলোতো
আমি নিজ হাতে বানিয়ে খাওয়াতে পারি যা কিছু।'

না থাক প্রেমেন্দু; তোমার আর কষ্ট করতে হবে না।

'যে কষ্ট জমিয়ে রেখেছি তোমার জন্যে জীবনভর সে কষ্টের
কাছে এ কষ্ট কী এমন বলো?'

আমি আসছি প্রেমেন্দু; অনেক দেরি হয়ে গেল।

'আর একটু থেকে যেতে পারতে। বাইরে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন
ঝড় বৃষ্টি হতে পারে হয়তো?'
মৃদু হাসে অনিতা। আমার হৃদয়ের মাঝে যে ঝড় বয় প্রতিনিয়ত
তার কাছে প্রাকৃতিক এ ঝড় তুচ্ছ মাত্র। ঘর থেকে বেরিয়ে যখন অনিতা
মাটির পথ ধরে তখন চারিদিকে অন্ধকারে ছেয়ে যায়।

# ইচ্ছে হয়
## জাকিরুল চৌধুরী

ইচ্ছে হয় পাখি হয়ে
উড়ি আকাশ পানে,
উড়া দুড়া মন আমার
মন কি আর মানে।

ইচ্ছে হয় ফুল হয়ে
ফুটে থাকি বাগানে,
ইচ্ছে হয় মন আমার
এগিয়ে যেতে সামনে।

ইচ্ছে হয় হতে পাহাড়
শক্তি দিতে মাটিকে,
ইচ্ছে করে ফিরে পেতে
আমার জীবন সাথীকে।

ইচ্ছে করে বৃষ্টি হতে
ভিজিয়ে দেই তোমাকে,
আমায় তুমি খুঁজে পাবে
নীল সাগরের ঢেউতে।

# মানচিত্র
## আবদুল বাতেন

আদিগন্ত তুমি, উদার উর্বশী
নাকফুলে তোমার জ্বলজ্বলে সূর্যের সহবাস
ওষ্ঠে লেপ্টে থাকে রংধনুর স্মিত হাসি
গালে মাখা
ক্রিমের মত নক্ষত্রপুঞ্জের আকুল আবেদন!

আমার চেতনা চারায় তোমার প্রণয় প্লাবন
তোমার অস্থির স্পর্শে অন্তর আমার
কৃষ্ণের মোহন বাঁশি।

বক্ষে বেঁধে তোমাকে, আত্মার আত্মীয়
নানা ধর্ম বর্ণ গোত্রের জাতি প্রজাতিরা।
তোমার বিস্তৃত আঁচলে
বহুবিদ আকারের ফুলকুঁড়ির মিলন মেলা।
কিচিরমিচির করে
নানা ভাষাভাষীর বিহঙ্গ
তোমার চকচকে চিবুকে, নাসাগ্রে
প্রিয় মানচিত্র আমার।

# একুশের ভাষা শহীদ
## আশীষ কুমার বিশ্বাস

রঙে রঙে লাল কাগজী ফুলে
একুশে ফেব্রুয়ারি,
আমার সীমানায় ফুটে আছে তারা
সুন্দর সারি সারি।

সকাল হতেই চোখ চলে গেলো
রক্তে রাঙানো ফুলে,
রফিক, শফিক, সালাম, জব্বার
তাঁদের কথায় মন উঠলো দুলে!

এমনি কোরেই ফুটে থেকো সবাই
দেশ বিদেশের ঘরে,
মাতৃভাষার কথা উঠলেই যেন
তোমাদের মনে পড়ে।

রক্তে রাঙানো "শহীদ একুশে"
সালাম মাতৃভাষা,
স্থান পেয়েছে আন্তর্জাতিক স্তরে
পূর্ণ হয়েছে আশা।

সালাম জানাই বীর যোদ্ধাদের
মাতৃভাষা অনুগামী যাঁরা,
মননে স্মরণে বরণে প্রাণে
হবে না কখনও হারা!

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারি,
বাঁচিয়ে রাখার অধিকার তাই
হই যেন কাণ্ডারী।

# শিশুর আড়ি
## এম.আবু বকর সিদ্দিক

নতুন সনের নতুন বইয়ে
নতুন নতুন গন্ধ,
দারুণ দারুণ বই পেলাম
ইস্কুল হলো বন্ধ!

করোনা আর অমিক্রন
তোরা সবাই দুশমন,
তোদের জন্য ভেঙ্গে গেল
শিশুর পড়া-লেখার মন।

তোদের সাথে দিলাম আড়ি
ঘরে বসে পড়বো,
পড়া লেখা করে আমি
দামি জীবন গড়বো।

## ভায়ের রক্তে প্রকৃতির সাজ
### বাদল রায় স্বাধীন

ফাগুন এলে মনের মাঝে বেদনার সুর বাজে,
পলাশ ফুলের গাছটি যেন ভাইয়ের রক্তে সাজে।

শিমুল ফুলের রংটি যেন টকটকে তার রক্ত,
ভাষার জন্য জীবন বাজি রেখেছে যে ভক্ত।

সে শহীদের জন্য যেন কাঁদে ঝিঁঝিঁ পোকা
সুন্দর সেসব লালে যেন প্রকৃতি দেয় ধোকা।

সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার বুলেট বিদ্ধ হলো
প্রকৃতির সে লাল রং-এ তাই রক্ত টলোমলো।

সবার রক্তে রঙ্গিন হলো রাজপথ হলো লাল
বাঙালিদের স্মরণ রইবে সে বায়ান্ন সাল।

একুশ এলে তাই মনে হয় আত্মারা সব কাঁদে
প্রকৃতিও ধরা দেয় লাল রঙের-ই ফাঁদে।

## শীতের কুয়াশা
### বিল্লাল মাহমুদ মানিক

পৌষ আর মাঘে শীতের কুয়াশা
ঢেকে দেয় মাঠ-ঘাট,
কনকনে শীতে মাদুর বিছিয়ে
শিশু করে বই পাঠ।

কুয়াশায় ঢাকে হলুদ সরিষা
নতুন ধানের চারা,
রবিশস্যের জমিতে কুয়াশা
হাসে যে বাঁধনহারা।

কুয়াশায় ভিজে খেজুরের রস
সংগ্রহ করে গাছি,
সীমের মাচায় কুয়াশারা মিলে
করে কত নাচানাচি।

সকাল গড়িয়ে দুপুর এলেও
মেলে না রবির দেখা,
কুয়াশার সাথে আড়ি দিয়ে রবি
আকাশে লুকায় একা।

## লিখে যাবো আমৃত্যু
### বেলাল মাসুদ হায়দার

আমার লেখায় ওরা নাকি প্রতিবাদের ভাষা শোনে
আমার লেখায় ওরা নাকি শঙ্কিত হয়ে প্রমাদ গোনে!
আমার লেখায় ওরা নাকি দেশদ্রোহিতার ছবি দেখে
আমার লেখায় ওরা নাকি জঙ্গিবাদের গন্ধ শোকে!
দেশ ছাড়া করার পাঁয়তারায় নানা আইনের ধারায়
আমায় তাড়া করে ফেরে।

লিখি বলে নিজের কাছে আমি সুখী
লিখি বলে বিদগ্ধ মনের কাছে আমি খুশী
লেখা আমার আত্মার তৃপ্তি
লিখি বলে মরেও বেঁচে আছি। লিখি বলে-
রয়েছি দেশের মানুষের কাছা কাছি
লিখি বলে সর্বহারা মানুষের সাথে সব সময় আছি
লেখা আমার পথ চলার শক্তি।

লেখা দিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করি-
লেখা দিয়ে অবিচারের ছবি তুলে ধরি-
লেখা দিয়ে সমাজকে কলুষিত করা
সমাজপতিদের মুখোশ খুলে ফেলি।

সবাই বলে- লেখা বন্ধ করো, নইলে
ওরা তোমায় বাঁচতে দেবে না।
সবাই বলে লেখা ছেড়ে দাও, নইলে
ওরা দেশে থাকতে দেবে না।

প্রথম যেদিন লিখলাম, মনে হলো
নতুন করে জন্ম নিলাম।
লেখা যখন শুরু করলাম, মনে হলো
এতদিনে জীবনটাকে সার্থক করলাম।

লিখবো, লিখবো আমি- লিখে যাবো আমৃত্যু।
ফাসিঁর দড়িতে ঝোলালে আমার মৃত্যু হবে না।
শুধু মাত্র হাতের কলমটা কেড়ে নিলেই
এ জীবন আর রবে না।

## ভূত মামা
### বিচিত্র কুমার

ভূত সেজেছে ভূত সেজেছে
ছোট্ট মামা মটু,
রঙ মেখেছে ঢং সেজেছে
অভিনয়ে পটু।

ভূতের সাথে গল্প করে
ঠকঠক শব্দ,
তন্ত্রমন্ত্রের গুরু সে
ভূতকে করে জব্দ।

সন্ধ্যাবেলা আড্ডা বসায়
পরে ভূতের জামা,
করে কত্ত অভিনয়
ছোট্ট আমার মামা।

## ঝরাপাতা
### গোলাম আযম

ঝরাপাতার রিনিঝিনি
শব্দে সারাক্ষণ,
সুর শুনে হায়! পাগলামিটা
করে কিছুক্ষণ।

গুনগুনিয়ে গাইতে থাকে
মধুর সুরে গান,
ইথার থেকে আসে ভেসে
পাখির কলতান।

দূর নিলীমায় যায় হারিয়ে
খুঁজে সুখের নীড়,
স্বর্গীয় সুখ পেতে সবাই
করে এসে ভীড়।

## সুপথে ফেরার তাড়া
### হাফিজুর রহমান

করোনা বিজয়ী ফুসফুসে, এখনও জ্বর আসে
কার্বনডাইঅক্সাইড ও অক্সিজেনের দ্বন্দ্ব দেখে!
একে অপরের গতিপথে তৈরী করে প্রতিবন্ধকতা
স্বীয় কর্ম অপেক্ষা পরচর্যায় বেশি সক্রিয় বলে।

করোনা, নির্লজ্জ নয় মানুষের মতো-
সঠিক পথে ফেরানোর দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে
ভিন্ন-ভিন্ন রূপে ফিরে আসে বারবার, আসবে-
হয়তো রেখে যাবে অমিক্রন, অন্য কোন রূপ!

# দিরিলিস আরতুগ্রুল ৩

উসমানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পেছনে আরতুগরুল গাজির দূরদৃষ্টিসম্পন্নতা এবং তার বীরত্বগাথা জীবনের ভূমিকা ছিল অপরিসীম । এজন্য তিনি মানিত উসমানি সাম্রাজ্যের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে এবং আজকের মতো আগামীতেও তিনি বেঁচে থাকবেন দেশ – বিদেশের বিভিন্ন স্থান ও স্থাপনায় — স্মৃতির আল্পনা হয়ে ।

আরতুগরুল সমাধি

বর্তমান সুগুত শহরের বাইরে আরতুগরুলের কবর । কবরের ওপর রয়েছে একটি সমাধি । পাশাপাশি একটি গম্বুজ ও মসজিদও রয়েছে । এটি বর্তমানে একটি মাজার বা দরগায় পরিণত হয়েছে । দেশ – বিদেশের অনেক পর্যটক এই মাজার জিয়ারত করতে আসেন । এই কবরটি নির্মাণ করেন উসমান গাজি ; পিতার স্মৃতিকে জীবন্ত করে রাখতে তিনি এ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি কবরকে খালোমেলা রাখেন । সমাধি , গম্বুজ ও মসজিদ নির্মাণ করেন সুলতান প্রথম মুহাম্মদ । ১৭৫৭ সালে সুলতান তৃতীয় মুস্তফা মাজারের পুনর্নির্মাণ করেন । আর ১৮৮৬ সালে সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ এটিতে আবারও করেন পুনর্নির্মাণের কাজ ।

রণতরী আরতুগরুল

১৮৫৪ সালে উসমানি সুলতান প্রথম আবদুল আজিজ আরতুগরুলের নামে একটি ফ্রিগ্যাট বা রণতরী নির্মাণের আদেশ দেন । উসমান গাজির পিতার নাম স্মরণীয় করে রাখতে ইস্তাম্বুলের গাল্ডেন হর্নের উসমানি সামরিক অস্ত্রাগারে কাঠ দিয়ে নির্মাণ করা হয় রণতরীটি ।

১৮৬৩ সালের ১৯ অক্টোবর সুলতানের উপস্থিতিতে এটি উদ্বোধন করা হয় । ১৮৮৯ সালের ৬ এপ্রিল উসমানি খেলাফতের নৌ – মন্ত্রণালয় ইস্তাম্বুল থেকে জাপানে কূটনৈতিক সফরের জন্য আলি উসমান বেগকে জাহাজের ক্যাপ্টেন হিসেবে নিযুক্ত করেন । তিনি ছিলেন নৌ – বিদ্যায় পারদর্শী এবং একাধিক ভিন্ন ভাষায় যাগ্যেতার অধিকারী ।

এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের পক্ষ থেকে জাপানের সাথে বন্ধুপ্রতিম সম্পর্ক স্থাপন করা । পাশাপাশি ভারত মহাসাগরে উসমানি পতাকা প্রদর্শন করা । তত দিনে রণতরী আরতুগরুলের বয়স পঁচিশ পেরিয়ে গিয়েছিল এবং তাতে দেখা দিয়েছিল ভগ্নদশা । জাপান অভিমুখে যাত্রা করার আগে ইস্তাম্বুলে রণতরীর মেরামত করা হয় এবং অনেক পুরনো জীর্ণ কাঠ পাল্টিয়ে নতুন কাঠ লাগানো হয় ।

কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস , ১৮৯০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর কূটনৈতিক সফর শেষে ফেরার পথে মওসুমি জলবায়ুর কবলে পড়ে তারা । ঝড়ের আঘাতে রণতরী নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে । মাল্লা ও নাবিকেরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও জাহাজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি । এভাবে চার দিন সমুদ্রে ভেসে বেড়িয়ে অবশেষে উপকূলে এসে প্রকাণ্ড পাথরের সাথে ধাক্কা খায় এবং অথই জলরাশিতে ডুবে যায় স্মৃতির রণতরী আরতুগরুল ! এতে করে পাঁচশ তেত্রিশ জন মাল্লা ডুবে মারা যান । এদের মধ্যে পঞ্চাশ জনের মতো ছিলেন ক্যাপ্টেন ।

মারা যান জাহাজের অ্যাডমিরাল আলি উসমান বেগ । মাত্র তেষট্টি জন মাল্লা এবং ছয়জন ক্যাপ্টেন জীবন নিয়ে বাঁচেন । এদেরকে দুটি জাপানি রণতরী উদ্ধার করে ইস্তাম্বুল পৌঁছে দেয় । নিহতদের স্মরণে দক্ষিণ তুরস্কের মারসিন এবং জাপানের কুশিমতো শহরে ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয় । ২০০৭ সালের ৪ জানুয়ারি সমুদ্রের তলদেশ হতে আরতুগরুল রণতরীর ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করার কাজ শুরু হয় এবং ২০০৮ সালে ২৮ জানুয়ারি সমুদ্রের তলদেশে রণতরীর বিশেষ অস্ত্রাগারের গুদামঘরে পৌঁছে একটি অনুসন্ধানী দল । তারা কিছু গালোবারুদ , সামুদ্রিক মাইন , বামো ও গুলি উদ্ধার করে জাপানের কুশিমতো নৌবন্দরে নিয়ে আসে ।

সেখানে জাপানের মেরামত – প্রকৌশলী , পুলিশ , সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী এগুলারে যাচাই বাছাই করেন । এরপর সেগুলো জাপানের আরতুগরুল গবেষণাগারে সংরক্ষিত রাখা হয় । এরপর তুরস্ক ও জাপান রণতরী আরতুগরুলের কাহিনি – সম্বলিত একটি ড্রামা সিরিয়াল নির্মাণের ওপর একমত পোষণ করে এবং কিছু দিন পরই কার্যত ‘ আরতুগরুল ১৮৯০ ‘ নামে একটি ড্রামা সিরিয়াল প্রদর্শন করানো হয় । সিরিয়ালটি অনেক প্রশংসা কুড়ায় এবং জাপানি একাডেমি থেকে পুরস্কার লাভ করে।

১৮৮৭ সালে উসমানি সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ তুরস্কের ইস্তাম্বুলের বেশিকতাশ এলাকার ইলদিজ মহল্লায় আরতুগরুল নামে একটি জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন । মসজিদের সাথে একটি মেহমানখানা , খানকা , মাজার, ফোয়ারা , লাইব্রেরি ও প্রশস্ত আঙিনা নির্মাণ করেন ।

১৯২৫ সালে কামাল পাশার শাসনামলে মসজিদ ও খানকা ভেঙে ফেলা হয় । আর মেহমানখানাকে রূপান্তরিত করা হয় প্রাথমিক স্কুলে । পরবর্তীকালে ২০০৮ সালে তুর্কি প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ গুলের আমলে এসব পুরনো স্থাপনার পুনর্নির্মাণের কাজ করা হয় এবং মসজিদ ও মাজারের উদ্বোধন করা হয় ।

আরতুগরুলের সম্মানার্থে তুর্কমেনিস্তানের আশখাবাদ শহরে একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করা হয় । ১৯৯০ সালে তুর্কমেনিস্তান সাভিয়েত ইউনিয়ন থেকে মুক্তি লাভ করার পর নিজ দেশে ইসলামি পুনর্জাগরণের জন্য যখন পদক্ষেপ গ্রহণ করে , তখন সে ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে পুনর্নির্মাণ করা হয় অনেক মসজিদ ; সে সময় আরতুগরুল জামে মসজিদেরও পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হয় ।

কমিউনিস্ট বলশেভিকরা এসব মসজিদ ধুলিস্যাত করে দিয়েছিল । পুনর্নির্মাণ শেষ হওয়ার পর ১৯৯৮ সালে পুনরায় আরতুগরুল জামে মসজিদের উদ্বোধন করা হয় ।

আরতুগরুল গাজি জাদুঘর

এটি তুরস্কের বিলেচিক প্রদেশের সুগুত শহরে অবস্থিত । কায়ি গাত্রের জায়গির ও উসমানি সাম্রাজ্যের প্রথম রাজধানী ছিল এই সুগুত । জাদুঘরটি সুগুতে হলেও আরতুগরুলের মাজার – সংলগ্ন নয় । বিংশ শতাব্দীর শুরুলগ্নে জাদুঘরটি একটি ক্লিনিক ঔষধালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। অতঃপর ২০০১ সালে আবার সংস্কার করা হয় এবং জাদুঘরে রূপান্তরিত করা হয় ।

দিরিলিস আরতুগরুল

এটি একটি ঐতিহাসিক তুর্কি ড্রামা সিরিয়াল । তুরস্কের টিআরটি -১ টিভি চ্যানেল ২০১৪ থেকে নিয়ে ২০১৯ সাল পর্যন্ত এ যাবৎ মাটে পাঁচটি সিজনে সিরিয়ালটি প্রদর্শন করেছে । এ সিরিয়ালের ঐতিহাসিক কাহিনিগুলো ঘটেছে ত্রয়াদেশ শতাব্দীতে । এতে অঘুজ তুর্কি বংশ , কায়ি গাত্রে , সুলায়মান শাহ , আরতুগরুল গাজি ও উসমান গাজিকে দৃশ্যায়িত করা হয়েছে ।

এককথায় সিরিয়ালে উসমানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট , প্রাথমিক ইতিহাস ও ঘটনাবলি চিত্রিত করা হয়েছে । সিরিয়ালটি নির্মাণ করেছেন প্রসিদ্ধ তুর্কি নির্মাতা মেহমেত বাজেদাগ ও কেমাল তেকদেন । আরতুগরুলের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন এনজিন আলতান দোজায়তান ।

সিরিয়ালটি সারা বিশ্বে তুমুল আলাড়েন সৃষ্টি করেছে । বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় ডাবিং করে এর সম্প্রচার হয়েছে ; বিশেষ করে আরবভূমিতে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে সিরিয়ালটি । বাংলাদেশের মাছরাঙা টেলিভিশনও ডাবিং করে সম্প্রচার করেছে এর প্রথম দুইটি সিজন ; সীমান্তের সুলতান ’ নামে একুশে টেলিভিশনেও কিছু দিন পর্যন্ত এর সম্প্রচার চালু ছিল ; এ ছাড়াও বিভিন্ন ফেসবুক পেইজ — যেমন : আযমী পথিক , অনুবাদ আর্তুগ্রুল ইত্যাদি এর বাংলা সাবটাইটেল করেছে ।

এর ভক্ত ও অনুরাগীর সংখ্যা হু হু করে বেড়ে চলেছে । এ যাবৎ ষাট মিলিয়নেরও বেশি দর্শক সিরিয়ালটি দেখেছেন । সিরিয়ালটি ব্যাপক জনপ্রিয়তার পাশাপাশি বেশ বিতর্কেরও জন্ম । দিয়েছে । তুরস্ক ও বিশ্বের প্রায় সব দেশেই একচেটিয়া জনপ্রিয়তা লাভ করলেও আরব – দেশের সচেতন বাসিন্দা ও তুর্কি ইতিহাস – গবেষকরা এর সমালাচেনায় মুখর ।

TAX I SMSF I BUSINESS ADVISORY I BUSINESS ACCOUNTING

LOOKING TO SET UP AN SMSF?

Call 02 8041 7359

ONE STOP SOLUTION FOR YOUR BUSINESS

GROW WITH US

- TAX AND GST
- SELF MANAGED SUPER FUND
- BUSINESS ACCOUNTING
- BUSINESS ADVISORY
- NEW BUSINESS DET UP
- ALL TYPES OF STATUTORY AND NON-STATUTORY REPORTING

GET
High Quality professional services with a competitive price!

Kinetic Partners
Chartered Accountants
132 Haldon Street Lakemba, NSW 2195
E: info@kineticpartners.com.au, www.kineticpartners.com.au

দারউইচ কোয়ালিটি মিটস
Darwich Quality Meats
We are specalized In Akika, Sadaqa Qurbani
Our Chicken, Lamb, Goat, Beef all hand Slaughtered.
রেষ্টুরেন্ট ও ক্যাটারিং এর জন্য স্পেসাল প্রাইজ

DARWICH BUTCHERY
حلال
تتقدم ملحمة درويش من أبناء الجالية العربية والإسلامية خاصة بأحرّ التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم باليمن والبركات

Custer parking available at rear via Gillies Lane.
We cater for all occasions.
We specialise in Akika, Sadaqa and Qurbani.
Free local delivery for all orders over $60.00

Phone Number: 9759 2603
শীঘ্রই যোগাযোগ করুন ঃ

New time table for our Business:
Monday to Saturday 07:00 AM-09:00 PM
Sunday 07:00-05:00 PM

Mohamed: 0414 687 786, A.C.N: 251 22 168 996 Tel: 02 9759 2603
Address: 77 Haldon St, (Opposite Commonwealth Bank) Lakemba, NSW 2195

- 2 KG Beef Curry $17
- 2 KG Lamb/Goat Curry $ 25
- 3 Chicken (size 9-10) $15
- 5 KG Nuggets/Burger $50

# AUS BEST

MECHANICAL & TYRE SERVICES

0404 365 172

স্থান পরিবর্তন
Relocated

Bashit: 0404 365 172

- BATTERIES
- BRAKES
- CLUTCHES
- FULL ENGINE SERVICES
- PINK SLIPS
- RADIATORS
- TYRES
- ROTATE & BALANCE TYRES
- WHEEL ALIGNMENT

Contact: 0404 365 172

442 Punchbowl Rd, Belmore (Inside Metro Patrol Station)

Suprovat Sydney Copy Right Protected

# MAHMUD DISTRIBUTORS

Unit 4, 2 Heald Road, Ingleburn New South Wales 2565 ফোন: (02) 8750 4588, সময়: সকাল ১০টা -রাত ৮টা

## বাংলাদেশী মালিকানায় বৃহৎ ওয়ার হাউস

গ্লেনফিল্ডে আমাদের নতুন দোকান
Shop 2/70 Railway Parade,
Glenfield, NSW 2167

রকমারি পাইকারি গ্রোসারিজের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Winstar global pty Ltd

Suprovat Sydney Copy Right Protected

# মুক্তিদূত

## অনুকূল বিশ্বাস

সকাল তখন ন'টা বেজে আট মিনিট। কলকাতার এক বেতার তরঙ্গে ধরা পড়ল দৃঢ় ও প্রত্যয়ী এক পরিচিত কণ্ঠস্বর "আমি মুজিব বলছি"। হ্যাঁ; সেদিন শেখ মুজিবুর রহমানের গলায়ই পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি বাঙালির সমবেত কণ্ঠস্বর ধ্বণিত হয়েছিল। তাঁর সেই আত্মবিশ্বাসী ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেক বাঙালির রক্তে স্বাধীনতার আগুন জ্বলে উঠেছিল। তাঁর সেই হৃদয়স্পর্শী মুক্তির আহ্বান সমগ্র বিশ্বের বাঙালি হৃদয় নাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। মুজিবুরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের পাঠান সেনার অমানবিক অত্যাচারে বাঙালির ভেঙেপড়া মেরুদন্ডে যেন নব কলেবরে অক্সিজেন পেল। তাঁরা বীরবিক্রমে মুক্তিযুদ্ধের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলেন। সেদিন আপামর বাঙালি বুঝেছিল অত্যাচারী পাঠান সৈন্যের হাতে নির্মম মৃত্যুর চেয়ে ঢের ভালো হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়া। তাই তো পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি গ্রামে গ্রামে, মহল্লায় মহল্লায় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালি মরার আগে মারার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। সেদিন তাঁরা বাংলার আকাশে মুক্তির আলো দেখতে পেয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানই ছিল সেই আলোর দূত। বাতাসে কান পেতে তাঁরা শুনতে পেয়েছিলেন স্বাধীনতার বাণী; যার মধ্যে তাঁরা পেয়েছিলেন মুক্তির হাতছানি। আর বিজিত অত্যাচারীর রক্তের গন্ধে বাংলার সবুজ প্রান্তর, মাঠঘাট, নদীনালা সবই যেন গর্জে উঠেছিল জয় বাংলার বিজয় পতাকা বুকে জড়িয়ে। প্রকৃতিও সেদিন যেন হুংকার তুলে বলেছিল "শোনো হে বাংলা, শোনো হে বাঙালি, শেখ মুজিবুর রহমানই আমাদের মুক্তিদূত। চল সবাই আমরা তাঁর পাশে দাঁড়াই"।

বঙ্গবন্ধু উদীপ্ত কণ্ঠে বাঙালির উদ্দেশ্যে বলেছিলেন "আমরা এখন আর কুকুর বিড়ালের মত মরবো না। বাংলা মায়ের সুযোগ্য সন্তান হিসেবে শত্রুর সঙ্গে লড়াই কবরো"। পূর্ব বাংলার অন্তমিত স্বাধীনতা সূর্যের পুনরোদীয়মানের প্রত্যাশায় বঙ্গবন্ধুর এমন মর্মস্পর্শী বক্তব্য যেন বাঙালির মনে ঘিতাহুতি পড়লো। তাঁরা আবার মাথা উঁচু করে বাঁচার স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হতে লাগলো। লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী নিজের জীবনের পরোয়া না করে মুক্তিযোদ্ধায় নাম লেখাতে লাগলো। দলে দলে চারদিকে স্লোগান উঠতে লাগলো "এখানে আমরা মার্শাল'ল মানি না, মানছি না"। বাঙালির এমন জাগরণে মুজিবুর রহমান আশার আলো দেখতে পেলেন। তিনি পরিস্কার বুঝতে পারছিলেন স্বাধীনতার জন্য জাতির এই উত্থান পাঠান সৈন্যদের রাতের ঘুম কেড়ে নেবে। তাঁরা বাধ্য হবে পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে যেতে। তাই তো তিনি একেবারে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যেক বাঙালির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চাইলেন। পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি যে ক্রমশঃ বদলাচ্ছে সেটা বেমালুম টের পাচ্ছিলেন তৎকালীন রাস্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান। তাই তিনি জতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে বললেন "শেখ মুজিবুর রহমান রাস্ট্রদ্রোহী এবং তাঁর অনুগামীরা পাকিস্তানের শত্রু। তাঁরা পাকিস্তানকে ভেঙে ফেলতে চান। এই অপরাধের জন্য তাঁদের শাস্তি পেতেই হবে"। কৌশলে তিনি মুজিবুরের উপর চাপ তৈরি করতে চাইলেন। সেই সঙ্গে দেশের সর্বত্র যেকোনো ধরনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করলেন।

এরপর থেকেই পাকিস্তানের সামরিক শক্তি সারাদেশে যুদ্ধাবস্থা তৈরি করল। সমস্ত রকম ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে তারা গণহত্যা, ধন সম্পদ লুঠ ও ধর্ষণের মত জঘন্য পৈশাচিক কার্যকলাপে লিপ্ত হল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বাঙালির মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া। ভীত সন্ত্রস্ত পরিবেশ তৈরি করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখা। অত্যাচারের মাত্রা সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করে গেল। বাংলার কৃষক, মজদুর, ছাত্র, সকলের অবস্থা ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্করতর হতে লাগলো। বঙ্গবন্ধু বুঝতে পারলেন এই অবস্থায় পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার ও ট্যাঙ্কারের আক্রমণ মোকবিলা করার মত ক্ষমতা যুদ্ধে অপারদর্শী মুক্তিযোদ্ধাদের নেই। পাঠানসেনা প্রতিদিন হাজার হাজার বাঙালি নিধন করেই চলেছে। তারা ঠিক করেছেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাঙালি নিশ্চিহ্ন করে ছাড়বেন। তারা যে বীভৎস নারকীয় হত্যা লীলায় মেতেছে তার হাত থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করা ভীষণ জরুরী হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় নিরুপায় দিশেহারা বঙ্গবন্ধু কোনো উপায় না পেয়ে প্রতিবেশী দেশের কাছে সাহায্য চাইলেন। তিনি তাঁর আবেদনে বললেন "আপনারা চুপ থাকবেন না। আসুন আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করুন"।

ইতিহাসের এমন মহান জননায়ক ১৭ই মার্চ, ১৯২০ সালে ফরিদপুর জেলার ধানমুন্ডির টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা শেখ লুৎফর রহমান ছিলেন এলাকার এক সম্ভ্রান্ত মানুষ। সৎ ও নিষ্ঠাবান পারিবারিক পরিমন্ডলে বেড়ে ওঠা মুজিব ছোটবেলা থেকেই আর পাঁচজন তথাকথিত শিশুর মত ছিলেন না। শৈশব থেকেই তিনি মুক্তচিন্তা ও উদার মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। সাত বছর বয়সে তিনি গোপালগঞ্জ হাই স্কুলে ভর্তি হন। বরাবরই পড়াশুনার প্রতি তাঁর ছিল অগাধ আনুগত্য। তাঁর পছন্দের বিষয় ছিল ইতিহাস। কিন্তু সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় তাঁর চোখে মারাত্মক এক রোগ ধরা পড়ে। ডাক্তার তাঁকে পড়াশুনা থেকে বিরত থাকতে বললেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিন বছর তিনি বাড়িতে কাটালেন।

চোখের চিকিৎসা করে তিন বছর পর তিনি অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হলেন। এই বছর একদিন স্কুলে গিয়ে জানতে পারলেন তাঁদের স্কুলের মাঠেই জনসভা হবে। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব। এঁরা তখন পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় জননেতা। স্কুলের অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে মুজিবও সেদিন জনসভায় হাজির হল। স্কুল মাঠে মানুষ থইথই করছে। তিলধারণের জায়গা নেই। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর খবর এলো রাজনৈতিক কারণে জনসভা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এরই মধ্যে বিশাল পুলিশ বাহিনী জনসভার জনারণ্যে প্রবেশ করে প্রবল ধরপাকড় শুরু করে। প্রচুর নিরীহ মানুষকে তাঁরা গ্রেপ্তার করে। তাঁদের মধ্যে ছোট্ট মুজিবও ছিলেন। এটা ছিল তাঁর জীবনে প্রথম কারাবরণ। সাতদিন কারাবাসের পর মুক্তি পেলেন। তাঁর জীবনের প্রথম কারাবরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন "প্রথম জেলে যাওয়ার দিনটিতেই আমার শৈশবস্থার সমাপ্তি ঘটলো"।

স্কুল জীবন থেকেই তাঁর জীবনে রাজনীতির যে বীজ রোপিত হয়েছিল কলেজে পড়াকালীন সেই বীজের চারাগাছ দ্রুত পরিণতির দিকে এগোতে থাকে। ১৯৪২ সালে গোপালগঞ্জ হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজে (বর্তমান নাম মৌলানা আজাদ কলেজ) আই. এ ক্লাসে ভর্তি হন। এই কলেজে পড়াকালীন রাজনীতির প্রতি তাঁর আকর্ষণ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতাদের সংস্পর্শে এসে নিজেকে অভিজ্ঞ ও পরিণত করে তুলতে লাগলেন। এতদিনে তিনি রাজনীতির নদীতে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন।

মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের বেশিরভাগ সময়ই কেটেছে পাকিস্তান জেলে। পাকিস্তান প্রশাসন বুঝেছিল পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি আন্দোলনের মাথা হল শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁকে দমিয়ে রাখতে না পারলে আন্দোলনের আগুন সুনামীর মত সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়বে। তাই কারণে- অকারণে তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানোই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। বিনা বিচারে বছরের পর বছর তাঁকে জেলে আটকে রাখতেন। আওয়ামী লিগের আন্দোলনের চাপে পাকিস্তান তাঁকে মুক্তি দিলেও কিছুদিনের মধ্যে আবার মিথ্যে কোনো ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার করতেন। এসব যখন চলছে ততদিনে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের কাছে বঙ্গবন্ধু অবিংসবাদী নেতা হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছেন। তাই তিনি জেলে বন্দী থাকলেও বাংলায় স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর প্রভাব পড়তো না। সাধারণ মানুষ পাঠান সেনার অকথ্য অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে সামিল হতে থাকেন।

একাধিক ষড়যন্ত্র মামলায় মুজিবকে বছরের পর বছর জেলে আটকে রাখা যখন পাকিস্তান সরকারের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, ঠিক তখনই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রতিবাদে আওয়ামী লিগ পার্টি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে গণ- আন্দোলন শুরু করে। বহু হতাহতের মধ্য দিয়ে সেই আন্দোলন গণ-অভ্যুথানের চেহারা নেয়। ফলে ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সরকার মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। তারপরের দিন অর্থাৎ ২৩শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে রেসকোর্স ময়দানে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়ার আয়োজন করে। প্রায় দশ লক্ষ মানুষের জমায়েতে সেদিন মুজিবুর রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

ঐ বছরের ৫ই ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লিগ এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। সেই সভায় বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানের নাম বদলে "বাংলাদেশ" রাখার প্রস্তাব দেন। উপস্থিত সকলে সেই প্রস্তাব সাগ্রহে গ্রহণ করেন। ঐ আলোচনা সভায় তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন "আজ থেকে পাকিস্তানের পূর্ব প্রদেশটির নাম পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ' হবে"।

১৯৭১ সালের ১লা মার্চ, ইয়াহিয়া খান অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধু সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিবাদে তীব্র গণ-আন্দোলনের ডাক দেন। ৩রা মার্চ সারা বাংলায় হরতাল পালিত হয়। এরপর ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসমাবেশে মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা"। তিনি বাংলার জনগনকে পাঠান সেনার মোকাবিলা করার জন্য গেরিলা যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান করেন। তাঁর সেই আহ্বানে সারা বাংলা আন্দোলনের জোয়ারে ভেসে যেতে লাগলো। সাধারণ মানুষ যার কাছে যা অস্ত্র আছে সেই সব নিয়েই নিজের নিজের এলাকায় পাঠান সেনার প্রতিরোধ গড়ে তুলতে লাগলেন। বাংলার ঘরে ঘরে আন্দোলনের আগুন জ্বলে উঠলো।

১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ, রাত ১২ টা ৩০ মিনিট। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। সেই ঘোষণায় দেশবাসীর আছে পাঠান সেনাদের সঙ্গে বীরবিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি স্বাধীনতার জন্য জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করার আহ্বান জানান। তিনি বিশ্বাস করতেন জয় তাঁদের হবেই এবং সেই জয় খুব বেশি দূরেও নয়। বাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করার পরদিনই ফরিদপুর জেলার ধানমুন্ডির ৩২নং বাড়ি থেকে পাকিস্থান সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে ঢাকার সেনা ব্যারাকে নিয়ে আসেন। তাঁকে ঢাকা রাখা নিরাপদ নয় ভেবে ঐ দিন গভীর রাতেই বন্দী অবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়। এখবর প্রচার হতেই সারা বাংলায় আন্দোলনের আগুন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। এই পরিস্থিতিতেই ১০ই এপ্রিল শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু ছাড়াও সেই সরকারে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দিন আহমেদ এবং বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। কিন্তু পাকিস্তান সরকার সেই মন্ত্রীসভাকে বেআইনী বলে ঘোষণা করে।

এই সময় পূর্ববঙ্গের অস্থির পরিস্থিতিতে কাতারে কাতারে মানুষ প্রতিবেশি দেশ ভারতে শরণার্থী হয়ে আসতে থাকে। প্রায় এক কোটি উদ্বাস্তু ভারতের ঘাড়ে চেপে বসে। পরিস্থিতি ক্রমশঃ আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে বুঝতে পেরে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক দেশগুলোর কাছে আবেদন করেন যাতে কোনো দেশ পাকিস্তানকে সাহায্য না করে। সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বেশ কিছু দেশ এই সময় ভারতের পাশে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদতে পাকিস্তান ভারতকে বারে বারে যুদ্ধের হুমকি দিতে থাকে। কিন্তু ভারত পরিস্থিতির দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে অপেক্ষা করতে থাকে। পাকিস্তান বিশ্ব দরবারে ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসা, অপপ্রচার চালিয়ে নিজেদের দিকে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে যেতে থাকে।

এমতাবস্থায় ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৭১ পাকিস্তানের বিমান বাহিনী বিনা প্ররোচনায় ভারতের অমৃতসর, পাঠানকোট, শ্রীনগর, অবন্তীপুর, আম্বালা, আগ্রা ইত্যাদি স্থানে বোমাবর্ষণ করতে শুরু করে। এই সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কোলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে এক জনসভায় বক্তব্য রাখছিলেন। তৎক্ষণাৎ বক্তব্য অসমাপ্ত রেখে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়কে নিয়ে দিল্লী উড়ে যান। সেই রাতেই মন্ত্রীসভার বৈঠকে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন। সিদ্ধান্ত হয় এবার ভারতের প্রতি আক্রমনের পালা। ভারতীয় বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনী যৌথভাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের সেনা ছাউনিগুলোতে বোমাবর্ষণ করতে লাগলো। সেই সঙ্গে স্থলপথে প্রচুর মিলিটারী সৈন্য পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করে। একটানা আঠারো ঘন্টা বিমান ও নৌবাহিনীর লাগাতার বোমাবর্ষণে পাকিস্তানের স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ করে দিল। দিশেহারা হয়ে পড়ল পাকিস্তান সেনারা। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিফৌজ যৌথভাবে ঢাকার দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। ফলে পাঠান সেনাদের অবস্থা মহাভারতের অভিমণ্যুর চক্রব্যূহে প্রবেশের মত অবস্থা হলো। তারা পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকেছে কিন্তু পালানোর রাস্তা নেই। অতন্দ্র প্রহরী হয়ে আকাশপথ ও স্থলপথ পাহারা দিতে থাকলো ভারতীয় সৈন্যরা। দ্বৈত আক্রমণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পিছু হঠা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। প্রায় বিনা বাঁধায় মুক্তিফৌজ ঢাকা দখল করে নিল।

লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে অবশেষে বাঙালির স্বপ্ন সফল হল। ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ পাকিস্তানি বাহিনীর পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োজিত সেনাপতি লেঃ জেনারেল এ. কে নিয়াজী ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বুকে স্বাধীন 'বাংলাদেশ' নামক নতুন দেশের জন্ম হল। লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত নদীতে স্নাত বাংলাদেশের জন্ম তো হল, কিন্তু জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান কোথায়? তিনি তো পাকিস্তানের লায়ালপুর সামরিক জেলে বন্দী। ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সেখানে গোপন বিচারে আদালত তাঁর মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেয়। এই অবস্থায় বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বঙ্গবন্ধুর নিঃশর্ত মুক্তির দাবী জানায়। বিশেষ করে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন মুজিবুর রহমানের নিঃশর্ত দাবীতে পাকিস্তানের উপর অনবরত চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। তিনি বাংলাদেশের স্থপতি; কাজেই পাকিস্তানের কোনো অধিকার নেই তাঁকে বন্দী করে রাখার। অবশেষে ৮ই জানুয়ারী, ১৯৭২ পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১০ই জানুয়ারী, ১৯৭২ তিনি ঢাকায় পৌঁছালে তাঁকে ইতিহাসিক অবিস্মরণীয় সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ১২ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পৃথিবীর প্রথম বাঙালি রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। শুরু হয় জয় বাংলার স্বপ্নের জয়যাত্রা।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

# SPORTS CHANGES KIDS HEALTH & LIFE

Sport isn't just good for children's bodies; it's good for their minds too. Studies have shown that sport has psychological benefits for children and adolescents and teaches them important life skills.

Organised sport has many psychological and social benefits for children – even more than the physical activity during play. Researchers think this is because children benefit from the social side of being in a team, and from the involvement of other children and adults.

**Developmental benefits**

Development from sport goes beyond learning new physical skills. Sport helps children develop better ways to cope with the highs and lows of life. When they're playing sport, children learn to lose. Being a good loser takes maturity and practice. Losing teaches children to bounce back from disappointment, cope with unpleasant experiences and is an important part of becoming resilient.

Playing sport helps children learn to control their emotions and channel negative feelings in a positive way. It also helps children to develop patience and understand that it can take a lot of practice to improve both their physical skills and what they do in school.

**Emotional benefits**

Physical activity has been shown to stimulate chemicals in the brain that make you feel better. So playing sport regularly improves children's overall emotional wellbeing.

Research shows there's a link between playing sport and self-esteem in children. The support of the team, a kind word from a coach, or achieving their personal best will all help children to feel better about themselves.

Social benefits

Playing in a team helps children to develop many of the social skills they will need for life. It teaches them to cooperate, to be less selfish, and to listen to other children. It also gives children a sense of belonging. It helps them make new friends and builds their social circle outside school.

An important part of playing in a team is accepting discipline. Playing sport means children are expected to follow rules, accept decisions and understand that they could be penalised for bad behaviour. It teaches them to take directions from the coach, referees and other adults. Sport also teaches them about team work.

**Parents play an important role in sports**

To keep your child interested and enjoying sport, make it a positive experience for them. Focus on having fun, having a go and being active, rather than winning or losing.

You can help your child develop a positive sporting attitude by praising the team's or other children's efforts, even if they don't win. Point out to your child how important it is to try and do their best.

Make sure your comments from the sidelines are positive, and don't criticise children who make mistakes. Never abuse a team, umpire or other player.

Visit the Play by the Rules website for tips on creating a positive sporting environment for your child.

# Need Tax Return?

Accounting & Tax should not be so difficult, visit us and see how we can make the difference...

TAX TIME AHEAD

QUALITY SERVICE ASSURED
AT LOWEST PRICE

FREE TAX RETURN ASSESSMENT

**Taxation Solutions** Partnership / Individuals / Company / Trust / Superfund
**Business** development and management **Bookkeeping** & Many more

CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA + NEW ZEALAND

bfsPARTNERS
SIMPLIFYING ACCOUNTING

OUR PARTNERS

**Zaber Ahamed**
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Registered SMSF Auditor
Justice of Peace in NSW

**Tanvir Hasan**
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Justice of Peace in NSW

Find us on Facebook

**Level 5, 189 Kent Street Sydney 2000**

**www.bfspartners.com.au**

Kids R Us Family Day Care

We seriously care about our children!

Kids R Us Family Day Care
is a home based childcare service.
We have highly trained & experienced
educators who are able to fulfill
your expectations and needs about your child.

We offer various childcare service including:

* Full-time, part-time or casual care
* Emergency care
* Before/after care for 5-12 years old
* Overnight and shift work
* School holiday care

We provide above standard childcare services with:

- Government fee relief
- Clean, healthy & homely environment
- Full of educated and fun activities
- A safe & natural environment for every child to learn & play

For more enquiries call us or our educator in your area.
M: 0414 492 655
Suite 1, 38 Railway Pde,
Lakemba - 2193

Educator contact No.:
0499 999 999

We are also recruiting educators who are interested in making a career in the childcare industry.

ABN: 70 633 700 713; CFN: 25356.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, March-2022
Year-14
30

সতর্কবাণী: নিউ সাউথ ওয়েলস সরকার কর্তৃক পাঠানো নিচের বিজ্ঞাপনের প্রতিটি শব্দের দায় ভার সম্পূর্ণ সরকার বা কর্তৃপক্ষের। কোন ধরনের সাইড ইফেক্ট বা যেকোন সমস্যার জন্য সুপ্রভাত সিডনি কতৃপক্ষ দায়ী থাকিবেনা।

COVID-19 VACCINATION

# LET'S DO THIS – Bengali

NSW GOVERNMENT

# ৫ থেকে ১১ বছর বয়সী শিশুদের জন্য COVID-19-এর টিকা

এখনই বুক করুন

## ৫ থেকে ১১ বছর বয়সী শিশুদের COVID-19-এর টিকা দেয়া উচিৎ কেন?

COVID-19 একটি ভাইরাস যা মারাত্মক অসুস্থতা অথবা মৃত্যু ঘটাতে পারে, এছাড়াও দীর্ঘ-মেয়াদী শারীরিক সমস্যা তৈরী করতে পারে। এটি খুব সহজে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে এবং কখনও কখনও কোন উপসর্গ থাকে না, যার ফলে ভাইরাসটি অন্য লোকের কাছে ছড়িয়ে দেয়ার আগে আপনার জন্য বুঝে উঠা দুরূহ যে আপনি সংক্রমিত।

যদিও শিশুদের মাঝে COVID-19 এর সংক্রমনের মাত্রা বড়দের তুলনায় কম, তারপরেও শিশুদেরকে টিকাদানের পক্ষে অনেক দৃঢ় কারন সমূহ রয়েছে, যেমনঃ

- টিকা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে সাহায্য করে। শিশুদেরকে টিকাদানের মাধ্যমে আপনি তাদেরকে COVID-19 থেকে সৃষ্ট মারাত্মক অসুস্থতা এবং সম্ভাব্য দীর্ঘ-মেয়াদী শারীরিক সমস্যা থেকে প্রতিরোধ করতে পারেন।
- এছাড়াও ভাইরাসের ছড়ানোর মাত্রা হ্রাসের মাধ্যমে টিকাদান বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন এবং সমাজ ও এর অন্তর্ভুক্ত সকল বয়সী ঝুঁকিপূর্ণ মানুষকে রক্ষা করে।
- টিকাদান শিশুদেরকে স্কুলে এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে সাহায্য করে। এই সামাজিক কর্মকাণ্ডগুলো শিশুদের শিক্ষাগ্রহণ এবং বেড়ে উঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বজুড়ে লক্ষ্ লক্ষ শিশুদেরকে ইতিমধ্যে নিরাপত্তার সাথে COVID-19 এর টিকাদান করা হয়েছে। প্রমাণ পাওয়া গেছে যে টিকাদান COVID-19 থেকে সৃষ্ট মারাত্মক অসুস্থতা থেকে শিশুদেরকে চমৎকারভাবে প্রতিরোধ করে, এছাড়াও এই টিকাদান আপনার পরিবারকে নিরাপদ এবং ভাল রাখতে সাহায্য করে।

## শিশুরা কি বড়দের মত একই ধরনের টিকা পাবে?

**না।** ৫ থেকে ১১ বছর বয়সী শিশুদের জন্য বিশেষ ধরনের অনুমোদিত টিকা (বা ভাক্সিন) হল Pfizer (Comirnaty) শিশু ভাক্সিন, যা ৮ সপ্তাহের ব্যবধানে দুটি ডোজ দেয়া হয়।

১২ বছর বয়সী এবং এর ঊর্ধ্বদের যে ভাক্সিন দেয়া হয় তার এক-তৃতীয়াংশ Pfizer ভাক্সিনের ডোজ দেয়া হয় ৫ থেকে ১১ বছর বয়সী শিশুদেরকে। অল্প মাত্রার ডোজ এই বয়সের শিশুদেরকে দেয়া হয় কারন এতে করে তারা ১২ বছর বয়সী এবং এর ঊর্ধ্বদের মতই সমমানের উচ্চ মাত্রার প্রতিরক্ষা অর্জন করতে পারে।

## বড়দের মত শিশুদেরও কি একই ধরনের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হয়?

**হ্যাঁ।** COVID-19 টিকা নেয়ার পর বড়দের মতন শিশুদেরও সাধারণ পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

এই পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াগুলো সাধারনত মৃদু মাত্রার হয় এবং এক দুই দিনের মধ্যেই চলে যায়। এগুলো হতে পারে যেমনঃ

- মাথা ব্যথা
- জ্বর এবং শীত শীত ভাব
- অবসান্ত / ক্লান্ত ভাব
- মাংসপেশীতে ব্যথা এবং বাহুর যেখানে টিকা দেয়া হয়েছে সেই স্থানটি শক্ত হয়ে ফুলে গেছে

অল্প মাত্রার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়া স্বাভাবিক এবং এগুলো এটাই দেখায় যে শরীরের রোগ প্রতিরোধ সিস্টেম টিকার প্রতি ইতিবাচক সাড়া দিচ্ছে। টিকার ফলে মারাত্মক ধরণের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হওয়াটা খুবই বিরল, এবং এগুলো ঐ ধরণের উচ্চ মাত্রার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া যেগুলো COVID-19 এ আক্রান্ত হলে দেখা দেয়। যদি পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াগুলো চলতেই থাকে অথবা আপনি উদ্বিগ্ন হন তাহলে আপনার জিপির সাথে কথা বলুন।

> nsw.gov.au - **এই ওয়েব সাইটে গিয়ে আজই আপনার COVID-19-এর টিকা বুক করুন**

COVID-19 vaccination for children (5-11 years) - Bengali
© NSW Ministry of Health December 2021

সতর্কবাণী: নিউ সাউথ ওয়েলস সরকার কর্তৃক পাঠানো নিচের বিজ্ঞাপনের প্রতিটি শব্দের দায় ভার সম্পূর্ণ সরকার বা কর্তৃপক্ষের। কোন ধরনের সাইড ইফেক্ট বা যেকোন সমস্যার জন্য সুপ্রভাত সিডনি কতৃপক্ষ দায়ী থাকিবেনা।

health.nsw.gov.au

### মারাত্মক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি বলতে কি এটাই বুঝায় যে আমার সন্তানের টিকা দেয়া উচিৎ হবে না?

**না।** অস্ট্রেলিয়াতে ব্যবহৃত সকল COVID-19 টিকাগুলা নিরাপদ। টিকাগুলো অনুমোদন এবং ব্যবহারের পরামর্শ পাওয়ার আগে থেরাপিউটিক গুডস এডমিনিসট্রেশন (TGA) এবং অস্ট্রেলিয়ান টেকনিক্যাল এডভাইসরি গ্রুপ অন ইমুইনাইজেশন (ATAGI) দ্বারা ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করা হয়েছে।

আজ অবধি ৫ থেকে ১১ বছর বয়সী ৫০ লক্ষের অধিক শিশু আমেরিকাতে এবং লক্ষ লক্ষ শিশু বিশ্ব-জুড়ে নিরাপদভাবে COVID-19 এর টিকা নিয়েছে।

### COVID-19 এর টিকা কি আমার সন্তানের বৃদ্ধি, বিকাশ অথবা প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলবে?

**না।** শিশুর বৃদ্ধি এবং বিকাশের উপর COVID-19 এর টিকা প্রভাব ফেলে - এমন ধরণের কোন প্রমাণ নেই।

COVID-19 এর দীর্ঘ-মেয়াদী প্রভাব মানুষের স্বাস্থ্য ও তার কল্যাণের উপর দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। ভাইরাসে আক্রান্ত হলে যেসকল জটিলতার ঝুঁকি রয়েছে সেগুলোর মাত্রা টিকার সাধারন মৃদু পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার থেকে বেশ তীব্র।

### আমার সন্তানের কি টিকা নেয়া উচিৎ হবে যদি সে ইতিমধ্যেই COVID-19 এ আক্রান্ত হয়ে থাকে?

**হ্যাঁ।** COVID-19 এ আক্রান্ত শিশুরা সুস্থ হওয়ার পর তাদের টিকা নেয়া উচিৎ। এর ফলে তারা পরবর্তী সংক্রমণের হাত থেকে প্রতিরক্ষা পাবে।

### আমার অনুমতি ছাড়া কি আমার সন্তান টিকা নিতে পারবে?

**না।** ৫ থেকে ১১ বছর বয়সী শিশুদের জন্য COVID-19-এর টিকা নেয়ার ক্ষেত্রে তাদের পিতামাতা অথবা আইনত অভিভাবকের অনুমতি প্রয়োজন।

টিকার বুকিং এবং গ্রহণের সময় অনুমতির প্রয়োজন হবে। টিকা গ্রহণের সময় যদি পিতামাতা অথবা অভিভাবক শিশুর সাথে উপস্থিত থাকতে না পারেন, তাহলে বুকিং-কালে অনলাইনে অনুমতি দেয়ার সময় তারা অন্য একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে নির্বাচন করতে পারবেন যিনি শিশুর সাথে টিকা গ্রহণের সময় উপস্থিত থাকবেন।

টিকা গ্রহণের দিনে শিশুর সাথে যিনি থাকবেন ঐ নির্বাচিত ব্যক্তির তথ্য বুকিং-এর সময় অবশ্যই দিতে হবে যাতে করে তার পরিচয় চিহ্নিত করা যায় এবং তিনি যে স্থলাভিষিক্ত অনুমতি দিতে সক্ষম সেই ব্যাপারে যাচাই-বাছাই করা যায়।

অনুমতির প্রসঙ্গে আরও তথ্যের জন্য দেখুনঃ Vaccination consent FAQs for parents and guardians (টিকার অনুমতির ব্যাপারে প্রায়শই জিজ্ঞেস করা হয় এমন প্রশ্নসমূহ - পিতামাতা এবং অভিভাবকদের জন্য)।

### COVID-19-এর টিকা নেয়া কি শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক (যেমন স্কুলে যাওয়া এবং খেলাধুলা ইত্যাদি করতে)?

**না।** COVID-19-এর টিকা নেয়া বাধ্যতামূলক নয়, তবে নেয়ার জন্য জোরালোভাবে উৎসাহ দেয়া হয়।

স্কুলে যাওয়া অথবা সামাজিক খেলাধুলাতে অংশগ্রহনের জন্য শিশুদেরকে COVID-19-এর টিকা নেয়ার প্রয়োজন নেই।

### আমার সন্তান কি বুস্টার টিকা নিতে পারবে?

**না।** প্রাথমিক ভাবে টিকার যে ডোজ দেয়া হয় তা শিশুদের মধ্যে দৃঢ় মাত্রার রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা তৈরী করে।

ATAGI ভেবে দেখবে যে ভবিষ্যতে এই বয়সী শিশুদের মধ্যে বুস্টার টিকা দিতে হবে কি না।

### শিশুদেরকে কি স্কুলে COVID-19-এর টিকা দেয়া হবে?

**না।** আপনার সন্তানের COVID-19 এর টিকার জন্য বুকিং করুন এই জায়গাগুলোতেঃ আপনার জিপি, স্থানীয় ফার্মেসী, এবোরিজিনাল কমিউনিটি কন্ট্রোল হেলথ সার্ভিস অথবা একটি নিউ সাউথ ওয়েলস হেলথ ভাক্সিনেশন ক্লিনিক।

### আমি কিভাবে বুকিং করব?

শিশুর টিকা গ্রহণের জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বুকিং করার জন্য পিতামাতাকে উৎসাহ প্রদান করা হয়।

**অনলাইনে বুকিং করুন** – www.nsw.gov.au/COVID-19/vaccination/get-vaccinated

**বুকিং করার জন্য কল করুনঃ** বুকিং হেল্প লাইনঃ 1800 57 11 55 / দোভাষী সার্ভিস (TIS): 131 450

> nsw.gov.au - **এই ওয়েব সাইটে গিয়ে আজই আপনার COVID-19-এর টিকা বুক করুন**

**COVID-19 vaccination for children (5-11 years) - Bengali**

© NSW Ministry of Health December 2021

সুপ্রভাত সিডনি™
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney
Suprovat Sydney, March-2022, Volume-14, No-03 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au

Chand Raat
EID FESTIVAL
Celebrating 22 years
CREF 2022
Mega Multicultural Activities
OPEN FOR EVERYONE
Sunday 1st of May 2022 – 4PM to 12AM
Wolves Sports centre (stadium), 9 Grand Ave Camellia, NSW
(Opposite: Main Entrance Rosehill Gardens)
PROUD GOLD SPONSORS
NSW GOVERNMENT
ria Money Transfer
LEBARA
Lal Qila
OUR MEDIA PARTNERS
Tribune International
SStv Australia
সুপ্রভাত সিডনি
For Stall Booking and Sponsorship visit www.chandraat.com
Or Email: info@chandraat.com Or call on 0479 143 628